বাজারের লড়াই

ও

নয়শো রুঁপেয়া ।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ

The Battle of the Markets.

কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

সন ১৩২৯

মূল্য ।০ আনা।

মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ

(অমৃত বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ইং ১৮৬৯)

জন্ম শ্রাবণ ১২৪৮—তিরোধান ২৬শে পৌষ, ১৩১৭ সন, দিবস ১—৩৫ মিঃ

সূচী।

স্থান—ধর্ম্মতলার ৺মতিলাল শীলের বাজার। ইহা প্রথমে হগ
সাহেবের বাজার বলিয়া খ্যাত হয় এবং পরে কলিকাতা
মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হইলে* এই বাজার
মিউনিসিপালমার্কেট নামে
পরিচিত হয়।

হগ সাহেব	...	মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান এবং পুলিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা।
হীরালাল শীল—ধনকুবের		মতিলাল শীলের পুত্র।
কৃষ্ণদাস পাল রাজেন্দ্রলাল—মিত্র	...	কমিশনার
উমেশচন্দ্র দত্ত	...	কালেক্টর
রবার্ট	...	একজন ইংরাজ কমিশনার
A. B. C.	...	তিন জন জষ্টিস্ অব দি পীস্

কেরাণী, ফড়ে, আলুওয়ালা, রেটপেয়ার, কপিওয়ালা, পাহারাওলা
মেছুনী, দোকানি ইত্যাদি।

---

* কলিকাতা মিউনিসিপালিটী—মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বাজারের লড়াই।

প্রথম অভিনয়।

মিউনিসিপাল আপিস।

একজন কেরাণী ও তিনজন রেট পেয়ার উপস্থিত।

হগ সাহেবের প্রবেশ ও উপবেশন।

হগ। (কেরাণীর প্রতি) এরা কারা ?

কেরাণী। রেট পেয়ারস্।

হগ। এরা কি জন্যে এসেছে ?

কে। ইহাদের উপর রেট কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে, সেই নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে আসিয়াছে।

প্রথম রেট। ধর্ম্মাবতার আমরা গরীব মানুষ অত রেট দিয়া উঠিতে পারি না।

হগ। যাও, যাও, যাও, এখন বিরক্ত করো না।

প্র, রে। ধর্ম্ম অবতার আমরা অতি গরীব—

হগ। যাও, যাও, (কেরাণীর প্রতি) হিসাব আনিয়াছ ?

প্র, রে। দোহাই ধর্ম্মাবতার—

হগ। আমি বলিতেছি তোমরা যাও, আমি একবার বলিতেছি, দুই বার বলিতেছি, তিন বার বলিতেছি। আমি আদপে ব্যয় করি না, এক টাকার স্থানে এক পয়সা খরচ করি, রেট পেয়ার দিগের টাকা আমার বুকের রক্ত, তবু খরচে কুলায় না, যাও, যাও। (রেট পেয়ারদিগের প্রস্থান) আমার যেরূপ দশা উপস্থিত তাহাতে রেট না বাড়াইল চলে না, এরা কমাতে এসেছে! পড় নূতন বাজারের হিসাবটা পড়।

কে। (হস্তে একখানি খাতা লইয়া) আরজান কসাই ৭০০৲ টাকা। এই ব্যক্তি দুই মাস নূতন বাজারে গোস্ত বেচিবে, এই করারে টাকা নিয়েছে।

হগ। উত্তম।

কে। মানাউল্লা কসাই ৩০০৲ টাকা। সে ধর্ম্মতলা বাজার হ'তে তিন জন কসাইকে কু-পরামর্শ দিয়া ভাঙ্গিয়া আনিবে।

হগ। কু-পরামর্শ কেন? বল সু-পরামর্শ।

কে। সু পরামর্শ দিয়া ভাঙ্গিয়া আনিবে। হাফেজ মুরগী-ওয়ালা ২০০৲ টাকা। এ ব্যক্তি টাকা লইয়াছে কিন্তু তবু আসে না, ঐ বাজারেই বিক্রি করে।

হগ। বটে, জমাদারকে বলে দিও সে টাকা আদায় ক'রয়া লয়, কি তাহাকে আমার এখানে লয়ে আইসে, কি পুলিসে চালান দেয়।

কে। যে আজ্ঞা। জমির সেখ ৫০৲ টাকা।

হগ। কেন, তাকে পঞ্চাশ টাকা কেন?

কে। সে ধর্ম্মতলা বাজারে গোল আলু বিক্রি করিত, এখন সেখানে বিক্রি করিবে না।

হগ। আর নূতন বাজারে বিক্রি করিবে?

কে। সে বিষয়ের কোন বন্দোবস্ত হয় নাই।

হগ। ধর্ম্মতলার বাজারে ত যাইবে না?

কে। না, যাইবে না।

হগ। উত্তম।

কে। শান্তিরাম মালি ২৲ টাকা।

হগ। কেন?

কে। নূতন বাজারে বেগুন বেচিবে বলিয়া।

হগ। বেগুন বেচিবে বোলে দু—টা—কা! এরূপ অপব্যয়? রেট পেয়ারদের টাকা আমার বুকের রক্ত, আমার উপর ধর্ম্মভার রয়েছে। বেগুনের জন্য দু—টাকা?

কে। বেগুন না হোলে বাজার হবে কি রূপে?

হগ। বেগুনে সাহেব লোকের কিছু প্রয়োজন নাই।

কে। বুঝলেম। গাড়ী ভাড়া ৩৫০৲ টাকা।

হগ। গাড়ী ভাড়া কেন?

কে। নূতন বাজারে আস্‌বেন বলে সাহেব লোককে গাড়ী ভাড়া।

হগ। উত্তম।

কে। মেঠাই খরচ ৪৩০৲ টাকা।

হুগ। কি বাবদে ?

কে। বাজারে যে সাহেবেরা আইসেন তাঁহাদিগকে পুরস্কার।

হুগ। উত্তম। এ পুরস্কার সমুদায় সাহেব লোককে দেওয়া হয়েছে ?

কে। কেবল সাহেব লোককে।

হুগ। উত্তম।

কে। অবিক্রি সামগ্রী খরিদ ২০০০৲ টাকা। বাজারে যে সমুদায় সামগ্রী অবিক্রি থাকে তাহার জন্য।

হুগ। এ সমুদায় সামগ্রী কি হয় ?

কে। চাকর বাকরে ভাগ যোগ করিয়া লয়। তরিতরকারি সাহেবদের ঘোড়াদের দেওয়া হয়।

হুগ। উত্তম।

কে। কম দরে বিক্রি করার ক্ষতিপূরণ ১২০০৲ টাকা। মোটে—

হুগ। মিউনিসিপাল বাজারের ভোজের খরচ কই ?

কে। আজ্ঞা সে কি বাজারের খরচের মধ্যে পড়িবে ?

হুগ। তবে কিসের মধ্যে পড়িবে ?

কে। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বল্‌ছিলেন যে এঁ-এঁ-এঁ—

হুগ। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কি বল্‌ছিলেন ?

কে। যে ও আপনার নিজ খরচ।

হুগ। (উঠিয়া) কি ? কি ? কি ? ও আমার নিজ খরচ ?

বটে, বটে আমার নিজ খরচ? ও কি আমি আমার বাপের শ্রাদ্ধ কর্‌লেম? না আমার ছাইগুষ্টির পিণ্ডি দিলেম?

কে। আজ্ঞা না, ও রেট পেয়ারদের বাপের শ্রাদ্ধ, ও তাদেরই ছাইগুষ্টির পিণ্ডি।

হগ। অবশ্য ও রেট পেয়ারদের কর্ম্ম।

কে। আরো রাজেন্দ্র বাবু বল্লেন—

হগ। কি বল্লেন তোমার রাজেন্দ্র বাবু?

কে। যে রেট পেয়ারদের কর্ম্ম হোলে শুধু সাহেবদের না খাওয়াইয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্য-অন্য জাতিদিগকে খাওয়ান কর্ত্তব্য ছিল।

হগ। তারা খানা খাবে কেন?

কে। আর এক দিন লুচি মোণ্ডা করিয়া খাওয়াইলেই পারিতেন আর তা হলে এ অধীনেরও এক দিন—

(হীরালাল শীলের প্রবেশ)

হীরা। গুড্ মর্ণিং।

হগ। গুডমর্ণিং বাবু, বসুন। (হীরালালের চেয়ারে উপবেশন) মিট্‌মাট্ করাই ভাল। গণ্ডগোল করিয়া কেবল অর্থ ব্যয় এবং তোমার ও রেট্‌পেয়ারদের ক্ষতি।

হীরা। আমি তো আর নূতন বাজার বসাইতে যাইনি? তোমরা গায়ের উপর পড়িয়া ঝকড়া করিবে তা আমি কি করব। অনুগ্রহ করে মিট্‌মাট্ করেন্ তবে আমার তাতে

ইষ্ট বই অনিষ্ট নাই। আমার বাজারে ৬০ হাজার টাকা লাভ, এর মূল্য ১২ লক্ষ টাকার অধিক, আপনি ৬ লক্ষ দিয়া কিনিয়া লউন, আমি এখনি বিক্রয় করিব।

হগ। ছ—লাক—টাকা। এত টাকা কোথায় পাব? পাইলেই বা কেমন করিয়া ব্যয় করি? রেট্ পেয়ারদের টাকা ব্যয়ের ধর্ম্মভার আমার উপর। এমনি বেচারিরা ট্যাক্সের ঘায়ে জ্বর ২, তার উপর আবার ট্যাক্স? রেট্ পেয়ারদের টাকা আমার গায়ের রক্ত। বিশেষতঃ ও সম্বন্ধে আইন হয়ে গিয়েছে। আর এক্ষণে ক্রয় করিবার যো নাই।

হীরা। আইন পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন আইন করিলেই পারেন? আপনি তো সর্ব্বময় কর্ত্তা?

হগ। হাঁ লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর আমার একটু কথা শোনেন বটে। কিন্তু বাজার কিনিয়া আমার দরিদ্র রেট্ পেয়ারদের করের বোঝা আর বাড়াইতে চাই না।

হীরা। তবে আর মেটে কিরূপে।

হগ। এক কর্ম্ম আছে। তোমার বাজারটীও আমাদের দেও। এই দুই বাজারে যে লাভ হইবে তাহা অর্দ্ধার্দ্ধি ভাগ করিয়া লইব।

হীরা। এখন সবই আমি পাইতেছি, এ অর্দ্ধেক আপনাকে দেই কেন।

হগ। আদপে কিছু না পাওয়ার চেয়ে অর্দ্ধেক পাওয়া ভাল।

হীরা। আদপে কিছু পাবনা কেন?

হগ। এক স্থানে দুই বাজার চলে না।

হীরা। তবে আপনি নিশ্চিত বুঝেছেন আমার বাজার ভাঙ্গিয়া যাইবে?

হগ। তার প্রতি আবার সন্দেহ?

হীরা। তবে আপনি ভাঙ্গুন্। আপনার এ প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে পারি না।

হগ। দেখ্লে বুঝি ভদ্রতা করে অর্দ্ধেক দিতে চাহিলাম, আর অমনি মাঙ্গা হয়ে বস্লে? না মিটাও ভাল, আমার কর্ম্ম আমি করে রাখলেম। তবে আমি বাজার বসাইলাম।

হীরা। আমিও যথা সাধ্য চেষ্টা দেখিব যাহাতে আমার বাজার না ভাঙ্গে।

হগ। তুমি! (টেবেলের গায়ে চপেটাঘাত করিয়া) আমি বলিতেছি আমি বাজার বসাইব।

হীরা। তা বসান্। আমিও আমার সাধ্য মত চেষ্টা করব।

হগ। তোমার বড় অভিমান তুমি ধনীলোক, জান আমি কে?

হীরা। জানি।

হগ। তুমি জান না আমি কে?

হীরা। জানি, আপনি হগ সাহেব।

হগ। তুমি বড় ধনী, না?

হীরা। হাঁ, যৎকিঞ্চিৎ সুসার সঙ্গতি আছে বটে।

হগ। তবে তুমি যুদ্ধ করবে?

হীরা। আমার বাজার আমি সহজে ভাঙ্গতে দেব না।

হগ। তুমি যুদ্ধ কর্‌বে বলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? আচ্ছা, যুদ্ধই করা যাক্, দেখা যাক্ কে জেতে। তুমি কার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে আসিয়াছো। কত টাকা নিয়ে ঘর কর? কত দিন ব্যয় করিয়া উঠিতে পারিবে? আমি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ার ম্যান, আমি টাকার সাগর। আমার সঙ্গে যুদ্ধ?

হীরা। আমি নয় টাকার পুষ্করণী। কিন্তু আমি বাজারের জন্য কিছু ব্যয় করিব মনস্থ করেছি।

হগ। ওরে আমি যে কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর চেয়ার-ম্যান?

হীরা। ওগো আমি যে হীরালাল শীল, মতিলাল শীলের বেটা। তুমি একশ টাকা ঘুশ দিয়ে একটি ফড়ে ভাঙ্গিবে, আমি দেড়শ টাকা দিয়ে তাকে বাধ্য কর্‌ব।

হগ। ও হীরালাল শীল মতিলাল শীলের বেটা এরূপ কতদিন খরচ করে উঠিতে পারিবে। তুমি টাকার গৌরব কর? তোমার টাকার থলে কত বড় লম্বা? এই দ্যাখ্ (পকেট হইতে টাকার থলিয়ার অর্দ্ধেক বাহির করণ)।

হীরা। আমারও টাকার থলে খাট নয়। তোমার চেয়ে বড় খাট হবে না। (পকেট হইতে টাকার থলিয়ার অর্দ্ধেক বাহির করণ)।

হগ। ঐ টুকু? এই দ্যাখ্ আর খানিক। (আর একটু থলিয়া বাহির করণ)

হীরা। আমারও সব বেরোয়নি। (ঐ রূপ করণ)।

হগ। (চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া বাম হাত দিয়া থলিয়া উচু করিয়া ধরিয়া) এই দেখে নে। (আর একটু বাহির করণ)।

হীরা। (টেবেলের উপর উঠিয়া ঐরূপ করিয়া) বের হ' আমার বাছাধন বের হ'। এমন সময় লুকিয়ে থাকে না। (ঐরূপ করণ)।

হগ। বটে, বটে, দেখ্‌বে! (টেবেলের উপর উঠিয়া সমুদয় থলিয়া বাহির করণ)।

হীরা। তবে আমিও বাহির কল্লেম। (ঐরূপ করণ)।

হগ। ফুস্, ও আর কত টুকু? এই ছাখ্, চোক দিয়া ছাখ্। হীরালালের ও হগের টেবল হইতে অবতরণ ও থলিয়াদ্বয় যোঁক দেওন) দেখলে? তাই বল্‌ছি মিটিয়ে ফেলে দেও।

(একজন রেট্ পেয়ারের প্রবেশ)

হগ। তুই কে রে?

রেট্‌পে। আমি একজন রেট পেয়ার। এ থলেটী আমাদের।

হীরা। তাওতো বটে। (থলে ধরিয়া) এ থলেটী যে আমাদের।

হগ। ছেড়ে দে, এ থলের সম্পূর্ণ কর্ত্তা আমি। (উভয় পক্ষে টানাটানি, রেট পেয়ারদের কাড়িয়া লওন)।

রেট্ পে। পরের ধনে পোদ্দারি কেন? নিজের কিছু থাকে তা দিয়ে বাহাদুরী কর।

হীরা। উত্তম কথা। দেখি সাহেব তোমার নিজের থলে দেখি। (সাহেবের পকেটের মধ্যে হাত দেওন)।

হগ। (হীরার হাত ধরিয়া) কি, অনধিকার প্রবেশ?

হীরা। (সাহেবের পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটী থলে বাহির করিয়া) এই তোমার নিজের থলে? (নিজের থলের সহিত যোক দিতে যাওয়া)।

হগ। (নিজের থলে কাড়িয়া লইয়া) দেখা যাবে লম্বা থলেতে কাহার অধিকার।

[প্রস্থান।

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় অভিনয়

ধর্ম্মতলার বাজারের সম্মুখ রাস্তা

এক জন কাড়াওয়ালা ও এক জন পাহারাওয়ালার প্রবেশ। কাড়াওয়ালার কাড়া পিটান।

পা। যো সব্ লোক হগ সাহেবকা নূতন বাজারমে যাগা উন্‌কা মেঠাই খানে মেলেগা।

[বারম্বার বলিতে ২ উভয়ের প্রস্থান।

(এক জন কপিওয়ালার ঝাঁকা মাথায় করিয়া প্রবেশ)

কপিওয়ালা। ওরে চলে আয়, চলে আয়, শীগ্‌গীর চলে আয়, এখানে পাহারাওয়ালা শালারা কেউ নাই। (আর দুই জন ঝাঁকা লইয়া উপস্থিত। পাহারাওয়ালার পুনঃ প্রবেশ) এই ধরেছে, পালা পালা! (পাহারাওয়ালার কপিওয়ালাকে ধরণ, আর দুই জনের পলায়ন)।

পাহা। কাঁহা যাতাহে? নয়া বাজারমে চল্।

কপি। আমি যাবো না।

পাহা। (কোমর ধরিয়া) চল্ চল্।

কপি। আমি নেহি যাবো, তুমি কি জোর কোরে নিয়ে যাবে? আরে মাল্লে। এ যেন মগের মুল্লুক।

পাহা। (কোমর ধরিয়া) আলবোত্তা যানে হোগা। (আর এক জন দোকানির দ্রুত বেগে পাহারাওয়ালার সন্মুখ দিয়া গমন, তদ্দর্শনে পাহারাওয়ালা তাহাকে ধরিতে গমন করায় তাহার দ্রুতবেগে পলায়ন, অন্য দিক হইতে এই অবসরে কপিওয়ালার পলায়ন)।

পা। দো আদ্‌মি ভাগ্ গিয়া? আর এক আদ্‌মি আওতে হে (লুক্কায়ন)। আর একজন দোকানির প্রবেশ, তাহাকে ধৃত করিয়া) চল্ তোমার: নয়া বাজারমে যানে হোগা।

দো। প্যাদা সাহেব তোর পায় প্‌ড়ছি ছেড়ে দে, তোর পায় পড়্‌ছি ছেড়ে দে।

পা। নেহি ছোড়েঙ্গা, যানে হোগা। (লইয়া যাইতে উদ্যত)।

দো। ছেড়ে দে তোর পায় পড়্‌ছি, তোর গু খাই, তোর বাবার গু খাই, তোর দাদার গু খাই, তোর সকলের গু খাই, (পাহারাওয়ালার জোর করায় কাঁদিতে কাঁদিতে) ও চাচা, ও চাচা ওরে নিয়ে গেলরে, ওরে তোর ধর, ওরে আমার কি হোল রে। প্যাদা সাহেব, আমারে চারি গণ্ডা পয়সা নিয়া ছেড়ে দাও।

পা। আচ্ছা দেও। (পয়সা লইয়া ছাড়িয়া দেওন)।

দো। কি বাঁচাই বেচি'ছি (প্রস্থান)

(একজন মেছনির প্রবেশ)

পা। তেরা নয়া বাজারমে যানে হোগা।

মেছনী। নূতন বাজারে গেলে দিবি কিরে ?

পা। কিছু দেবেনা, সাহেবের হুকুম।

মে। তোর সাহেবের মুখে আগুণ, আর তোর মুখে আগুণ। মর্দ্দা মানুষকে ধর্ গিয়ে, মেয়ে মান্সের কাছে কেন ? (যাইতে উদ্যত)।

পা। যাইস্ না, যাইস্ না। হামি তোকে কাঁদে করি নিয়ে যাব।

মে। তোর মারে তোর বুনিরে কাঁদে, করে নে যা— গুখেগোর বেটা।

পা। গাল্ দিস্ কেন রে ? (মেছুনীর হাত ধরণ) চল্ নয়া বাজারে চল্।

মে। আরে ডেকরা অলপ্‌্পেয়ে, একি তোর মার হাত ধল্লি ? ছেড়ে দে তোর বাপের মুখে গু। ছেড়ে দে, আর নয় বাঁ পা দিয়ে তোর মুখে নাথি মারব। (বাঁপা দিয়া পুনঃ ২ লাথি মারণ)।

পা। (ছাড়িয়া দিয়া) তোমারা লাথি হামারা বহুত মিঠা লাগতা।

মে। রস্ তোকে আরো মিঠে লাগাচ্ছি। (ঝাঁকা নামাইয়া

উহার মধ্য হইতে বটী বাহির করিয়া) দাঁড়া দেখি তুই কেমন পাহারাওয়ালা।

পা। (পশ্চাৎ হাটন) ও ক্যা হ্যায় রে, বদন মে চোট্ লাগে গা।

মে। (পাহারাওয়ালাকে আক্রমণ ও পাহারাওয়ালার পলা-য়ন) শালার শালা, পুরুষের আবার রসিকতাও আছে (প্রস্থান)।

(পাহারাওয়ালার পুনঃ প্রবেশ)

পা। খোদাকা কসম, আওর রেণ্ডীলোককা নেহি পাকড়ায়েঙ্গা।

(এক জন গোল আলুওয়ালার প্রবেশ)

পা। তোমরা নয়া বাজার মে জানে হোগা।

দো। যদি আমি না যাই।

পা। পাকড়ে নে জাঙ্গে।

দো। আর পাকড়ায় না।

পা। (ধরিয়া টানাটানি) চল্ তোমবা জানে হোগা। (টানিয়া লওন)।

দো। (মাথার ঝাঁকা ফেলিয়া) এই থাকলো তোর গোলআলু, আমরা গরিব লোক, দু পয়সা বেচে খাবো তা দেবে না। থাকল এই গোলআলু, দেখি এদেশে বিচার আছে কি না। (প্রস্থান)

পা। যাও তোমারা বাবাকো পাচ্ যাও। আলু ত ফেক্কে

গেয়া, দো চারিঠো লেনেকো মুস্কিল ক্যা। (কাপড়ে আলু লুক্কায়ন। আর এক জন দোকানির প্রবেশ ও পাহারাওয়ালা কর্ত্তৃক ধৃত) চল্ চল্ নয়া বাজার মে যানে হোগা।

দো। নতূন বাজারে ?

পা। হাঁ।

দো। চল যাচ্ছি। পাহারাওয়ালা সাহেব আমার মাথা খিল লেগেছে, একটু ধরো ত। (পাহারাওয়ালা ও দোকানি ধরাধরি করিয়া মাথার ঝাঁকা নামান। দোকানী হঠাৎ পাহারাওয়ালার দাড়ি ধরিয়া) তবে রে সম্বন্ধি! (প্রহার ও ভূমে উভয়ের পতন ও প্রহার) সম্বন্ধি কেমন লাগে, ও শালা ?

পা। ছোড় দেও বহুৎ হুয়া বাবা, ছোড়, দেও, তোম্ মরদা আদ্‌মি হ্যায়, হ'মারা মালুম হুয়া। (হগ সাহেবের প্রবেশ)।

হগ। ক্যা হায়রে, ক্যাহুয়ারে। (দোকানির প্রস্থান) হগ সাহেব কর্ত্তৃক পাহারাওয়ালার হাত ধরিয়া তুলন ও তুলিবার সময় গোলআলু পড়িয়া যাওয়া) ক্যা হুয়ারে ?

পা। (করযোড়ে কাঁদিতে ২) ধর্ম্মাবতার হাম্‌কো খুন কিয়া, হাড্ডি তোড় দিয়া।

হগ। বহুৎ মারা ?

পা। ধর্ম্মাবতার বহুৎ মারা।

হগ। ক্যা করেগা তোমরা নসিব।

পা। ধর্ম্মাবতার বহুৎ মারা।

হগ। এ আলু কেস্‌কা।

পা। আলু! আলু কাহা হ্যায়।

হগ। তোমরা কাপড়া ছে গিরা।

পা। নেহি ধর্ম্মাবতার, হামকো এয়াদ হুয়া ঐ হারাম জাদা দোকানদার হামকো কাপড়া মে রাখ্‌কে গিয়া।

হগ। তোম চুরি কিয়া।

পা। ধর্ম্মাবতার, হামকো বহুত মারা।

হগ। হারামজাদ, তোম্‌ চুরি কিয়া।

পা। ধর্ম্মাবতার, হামকো হাডিড্‌ তোড় দিয়া।

(এক জন দোকানির প্রবেশ পাহারাওয়ালা কর্ত্তৃক ধৃত)

দো। আমারে ধরো কেন।

হগ। দাঁড়াও বাপু, আমি ধরিতে বলেছি। তুমি নূতন বাজারে যাও।

দো। সাহেব আমি তা পারব না, আমার পুরাণ মুনিব ছেড়ে যেতে পারবো না।

হগ। মুনিব আবার পুরাণ নূতন কি, যাও বাপু, যাও।

দো। সাহেব আমারে কেটে ফেলে দিলেও য়েতে পারবো না।

হগ। (লম্বা থলিয়া বাহির করিয়া) দেখেছ এই থলে দেখেছো।

দো। দেখলেম।

হগ। ইহাতে টাকা থাকে, টাকা দেব চল।

দো। আমার মুনিবেরও টাকা আছে।

হগ। তুমি অতি খারাপ লোক।

[প্রস্থান।

পা। তোম্ নেহি যাগা।

দো। নেই।

পা। তোমারা যানে হোগা।

দো। এই যে সাহেব ছেড়েদে গেলো।

পা। নেই, জানে হোগা (হাত ধরিয়া টানন) (হীরালাল শীলের দ্বারওয়ানের প্রবেশ ও দোকানির আর এক হাত ধরণ)।

দ্বা। ছোড় দেও পাহারাওয়ালা!

পা। তোম্ ছোড় দেও। (দোকানিকে ধরিয়া টানাটানি)

দো। ওরে আমার হাত ছিড়ে গেল, ঝাঁকা পড়ে গেল।

(হগ সাহেব ও হীরালাল শীলের প্রবেশ)

হগ। (দ্বারবানের প্রতি) কাহে তোম ও আদ্‌মিকো পাকড়া?

হীরা। (পাহারাওয়ালার প্রতি) কাহে তোম্ ও আদ্‌মিকো পাকড়া।

হগ। (দ্বারবানের প্রতি) শূয়ার, উল্লুক, ছোড় দেও।

হীরা। (পাহারাওয়ালার প্রতি) শূয়ার, উল্লুক, ছোড় দেও।

হগ। (দ্বারবানের প্রতি) ছোড় দেও রাস্‌কেল।

হীরা। (পাহারওয়ালার প্রতি) ছোড় দেও রাস্‌কেল।

হগ। আমি যা বলি আপনি তা বলেন কেন ?

হীরা। আমি যা বলি আপনি তা বলেন কেন ?

হগ। আবার ঐ রূপ !

হীরা। আবার ঐরূপ !

হগ। বেশ !

হীরা। বেশ !

হগ। এ বড় রূডনেস্ ?

হীরা। এ বড় রূডনেস ?

দো। ছেড়ে দে আমার মাথা ফেটে গেল।

হগ। (দ্বারবানের হাত ধরিয়া) ছোড় দেও।

হীরা। (পারওয়ালার হাত ধরিয়া) ছোড় দেও।

(দোকানীকে মাঝখানে রাখিয়া দুইদিকে চারিজনে পরস্পরের হস্ত ধরিয়া টানাটানি)

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অভিনয়।

টাউনহল, জষ্টিস্‌দিগের সভা

উপস্থিত—হগ, রবার্টস্‌ ও আর এক জন সাহেব, রাজেন্দ্রবাবু,
কৃষ্ণদাস বাবু, উমেশ বাবু, হীরালাল বাবু
ও আর তিন জন জষ্টিস্‌।

হগ। সভ্যগণ, পূর্ব্বে যে টাকা মিউনিসিপ্যাল বাজারের নিমিত্ত আপনারা মঞ্জুর করেন তাহা গিয়াছে। আমাকে আর ২০ হাজার টাকা না দিলে আর কাজ চলে না। আপনারা এই ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিলে বোধ হয় ধর্ম্মতলার বাজার আমি ভাঙ্গিয়া লইতে পারিব। আমি কলিকাতার সর্ব্বময় কর্ত্তা, আমি লোককে জোর করিয়া হীরেলাল বাবুর বাজারে না যাইতে দিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করি না। আমি লাইসেন্‌স বন্ধ করিয়া ব্যবসাদারদিগকে জব্দ করিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করি না। আমি শ্লটার হাউস বন্ধ করিয়া কসাইদিগকে

একরূপ জব্দ করিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করি না। আমি কসাই কি বাগদিগণ পচা সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে বলিয়া তাহাদিগকে ফাটকে দিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করি না। আমি ছ'লাখ ন'লাখ টাকা চাহিতেছি না। সামান্য, অতি সামান্য গুটী কতক টাকা চাহিতেছি। আমি হাটের নিমিত্ত যে পরিশ্রম করিতেছি, তাহা আপন মুখে বলা ভাল দেখায় না, কিন্তু আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই। আমি শুদ্ধ নিজে খাটিতেছি না, আমার লোকজন সকলই ব্যস্ত। পোলিসের কনেষ্টবেল, সরজন, ইনেস্পেক্টর সকলই আপন আপন কর্ম্ম কাজ ফেলিয়া ইহাতে ব্যস্ত। ফড়িয়াগণ হাট লইয়া ব্যস্ত, কলিকাতার তাবত লোক হাট লইয়া ব্যস্ত। রেট পেয়ারগণ হাট হাট করিয়া চীৎকার করিতেছে। এত দিবস তাহারা মনের সহিত হাট বাজার করিতে পারে নাই, হাট বাজার না করিয়া না করিয়া, তাহাদের কণ্ঠও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এখন সেই হাট সম্মুখে উপস্থিত। হাট শূন্য কলিকাতাবাসী লোক তাহাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিবে বলিয়া অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছে। আপনারা এই ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করুন, কোরে রেট পেয়ার-দের আশীর্ব্বাদের ভাজন হউন।

জেমস্। এ অতি উত্তম প্রস্তাব। এ টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহাতে সাহেবরা হাটে যান তাহার কি উপায়

করিয়াছেন ? আমার বিবেচনায় যাহারা হাটে যান তাহাদের গাড়ি ভাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

হগ। (একটু হাস্য করিয়া) আমার বন্ধু কেমন করিয়া হাট বসাইতে হয় তাহা জানেন না। গাড়ি ভাড়া না দিলে সাহেবরা হাটে যাইবেন কেন ? আমি গাড়ি ভাড়া খুব দিতেছি। তাহাতে আমাকে কেহ অভদ্র বলিতে পারিবেন না। আমি আরও করিতেছি, যাঁহারা হাটে আসিতে অবকাশ না পান, তাঁহাদিগের বাজার করিয়া বিল-সম্বলিত তাঁহাদের বাটী পাঠাইতেছি।

জেমস। হিয়ার, হিয়ার! বাটী পাঠাইতেছেন, কিন্তু একটী কথা আছে। সেই বিল লইয়া গণ্ডগোল বাধিয়া যাইবে, অনেকে বলিবে বিলে বেশী ধরা হোয়েছে।

উমেশ। আমি সে সব বিল দেখিয়া দিব স্যার।

জেমস্। তাহা বটে, কিন্তু আপনি নেটিব, আমার কথা বলি না কিন্তু সাহেব লোকে, উমেশ বাবু বুঝিতেছেন ত সাহেব লোকে—

হগ। এত গোল কেন ? মোটে বিল না করিলেই হবে। সাহেব লোককে বাজার করিয়া পাঠাইয়া দিব, আর বিল করিব না।

জেমস্। তবে আর আপত্তি নাই। তবে আমি, আমার বাপ দাদা, যে যেখানে আছে কেহ ধর্ম্মতলার বাজারে যাইবে না। এ বিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি।

উমেশ। আপনি অতি মহৎ, দেশহিতৈষী ও পরোপকারী।

কৃষ্ণদাস। যদি হাটের নিমিত্ত লোকে এত ব্যাকুল হয়ে থাকে, তবে তাহাদিগকে হাটে আসিবার নিমিত্ত এত লোভ দেখান কেন?

হগ। কৃষ্ণদাস তুমি বোঝ আমার—কলা। হাটের নিমিত্ত এ দেশীয়েরা ব্যস্ত, সাহেবদের হাটের কোন দরকার নাই। এই জন্যে সাহেবদের কিছু প্রলোভন দেখাতে হয়।

জেমস। তুমি আমার মনের কথা বোলেছ, সাহেবদের কিছু বিশেষ প্রলোভন দেখাতে হয়, অতএব আমি প্রস্তাব করি যে, সে দিন যেরূপ ভোজ হইয়া গিয়াছে সেইরূপ প্রত্যেক সপ্তাহে বাজারের নিমিত্ত একটা২ ভোজ হয়।

উমেশ। হিয়ার, হিয়ার!

হগ। তোমরা এই বিশ হাজার টাকা মুঞ্জুর কর, যত দিন ইহা থাকে, ততদিন ইহা ব্যয় করিতে আমি ত্রুটি করিব না।

রাজেন্দ্র। হগ সাহেব যে প্রস্তাব করিতেছেন তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না। হাটের নিমিত্ত বিস্তর ব্যয় হইয়াছে। আমরা আর টাকা উহাতে ব্যয় করিতে পারি না। তিনি হাট করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু ইহা লইয়া মিছামিছি বিবাদ কি অন্যায় আচরণ করিতে অনর্থক ব্যয় করা আমার মত নহে। তিনি বিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, আপন ব্যয়ে লাঠিয়াল

রাখিয়া হীরালাল শীলের সঙ্গে বিবাদ করুন, সাহেব সুবাকে খাওয়ান দাওয়ান, নিজে ব্যয় করুন। আমরা কখনই ইহার নিমিত্ত টাকা মঞ্জুর করিতে পারিব না। করদাতারা মুখের অন্নে বঞ্চিত হইয়া ট্যাক্স দেয় এবং তাহাদের অর্থ এ রূপ অপব্যয় করিলে আমাদের ধর্ম্ম থাকে না। আমরা সাহেবদিগের খেয়ালের নিমিত্ত কত টাকাই নিরর্থক নষ্ট করিলাম! আমাদের কীর্ত্তির শেষ নাই। এক কীর্ত্তি ক্যানিং মার্কেট, এক কীর্ত্তি ট্রামওয়ে, এক কীর্ত্তি ইঞ্জিন দ্বারা রোলার টানা, আর কীর্ত্তিতে প্রয়োজন নাই। লোকে সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া একটী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারে না, আমরা বৃহৎ বৃহৎ তিনটী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছি। যত দিন পৃথিবী রসাতলে না যায় তত দিন এই কার্ত্তিতে কলিকাতার জষ্টিসদিগের সভাপতিদের বুদ্ধি, কৌশল, বিদ্যা ও ক্ষমতার পরিচয় দিবে। হগ সাহেব যদি নূতন মিউনিসিপ্যাল বাজার বসাইয়া আর একটী নূতন কীর্ত্তি স্থাপন করিতে চান, নিজের ব্যয়ে করুন, আমরা উহার ভাগ চাই না। আমাদের কীর্ত্তিতে আর প্রয়োজন নাই, ঢের হয়েছে।

হগ। রাজেন্দ্রবাবু যাহা বলিলেন, বলিতে বিধি আছে বলিলেন। উনি হীরালাল বাবুর উকীল হয়ে আসিয়াছেন। আমার যদি ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমি এ রূপ বলিতে দিতাম না। রাজ বিদ্রোহিতা আর

কাকে বলে? এই রাজ বিদ্রোহিতা। আমি এবার গবর্ণমেণ্টে প্রস্তাব করিব যে, আমার হাতে এই ভারটী অর্পণ করা হয়। রাজেন্দ্র বাবু আজ আমাকে অপমান করিয়াছেন, এবং আমাকে যখন করিয়াছেন তখন মিউনিশিপালিটীকে অপমান করিয়াছেন! কারণ আপনারা জানেন যে আমিই কলিকাতার মিউনিশিপ্যালিটী অথবা কলিকাতা মিউনিশিপালিটী আমি; সে যাহা হউক আমি ২০ হাজার টাকা চাহি। আমার হাতে বিস্তর কাজ পড়িয়াছে। আমি মিছামিছি সময় নষ্ট করিতে পারি না। আমার জন্য এত ক্ষণ বাটীতে আমার আত্মীয় স্বজন বসিয়া রহিয়াছেন। আমার সার জর্জ্জ কাম্বেলের ওখানে যাইতে হইবে। আমি আজ সেখানে আদপে একবার গিয়াছি। তার পর বিলাতে চিঠি লিখিতে হইবে। আমার হাতে বিস্তর কাজ। তবে ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর হলো। তবে এখন আমি যাই।

রাজেন্দ্র। (কৃষ্ণদাসের কাছে বড় করিয়া জিজ্ঞাসা করা) হগ সাহেব কি বলেন?

কৃষ্ণ। হগ সাহেব টাকা চান আর কি? আমার কাণের কাছে চীৎকার কর কেন? আমি ত আর কালা না। আর তুমি কি সত্তি সত্তি কানে খাটো শুন না কেবল সুবিধা পেলে কালা হও?

উমেশ। চেয়ারম্যান যাহা বলিতেছেন এ অতি উত্তম কথা।

হীরালাল। উনি আমার বিপক্ষ লোক। উনি যখন ভাইস্-চেয়ারম্যান হন তখনই আমি মত দেই না।

রবার্টস। হাঁ, হগ সাহেব কলিকাতার সর্ব্বময় কর্ত্তা। উনি মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তা, উনি পুলিসের কর্ত্তা, উনি আমাদের ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতি, উনি সবই। তবে তাঁর কথাতেই আমরা ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিতে পারি না। আমাদের হাতে গুরুতর ভার, আমাদের অতি সাবধানে কাজ করা কর্ত্তব্য। আমার বিবেচনায় বাজারের নিমিত্ত আমরা আর টাকা ব্যয় করিতে পারি না, তাহা করিলে বেআইনী করা হইবে।

হগ। রবার্টস! এই নিমিত্ত বুঝি সেদিন এত টাকা ব্যয় করিয়া তোমাদের কাটলেট, কোরমা, কাবাব, স্যামপেইন, সেরি খাওয়াইয়াছিলাম? ও নেমখারাম আজও পর্য্যন্ত তা যে জীর্ণ হয় নাই?

রবার্টস। তুমি তোমার ঘরের টাকা আনিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়াছিলে, না? সে টাকা তোমার কিসের? আমি যাদের টাকা খাইয়াছিলাম তাদেরই হিত চেষ্টা পাইতেছি। ২০ হাজার টাকা কেন, আমরা এক কড়াও মঞ্জুর করিব না।

হগ। জষ্টিশরা অবশ্য মঞ্জুর করিবেন।

রবার্টস। আমি ত না।

হগ। তুমি সকল জষ্টিশ না।

কৃষ্ণদাস। আমরা আপত্তি করিলেই হগ সাহেব বলিবেন যে আমরা হীরালালের উকীল। ফল রাজেন্দ্র বাবু ও রবার্টস সাহেব যাহা বলিতেছেন তাহা আমার বিবেচনায় ন্যায্য।

হগ। রাজেন্দ্র বাবু, রবার্টস সাহেব, কৃষ্ণদাস বাবু যা কেন বলুন না, টাকা দিতে হবেই হবে।

রবার্টস। জষ্টিশরা কখনই টাকা মঞ্জুর করিবেন না।

হগ। তোমরা তিন জনে সকল জষ্টিশ না। অবশ্য টাকা মঞ্জুর হবে। (অন্য এক জন A জষ্টিশের কাপড় ধরিয়া) আপনি অবশ্য আমার মতে মত দিবেন।

A। আমি দুঃখিত হইতেছি যে আমি আপনার সহিত ঐক্য হইতে পারিতেছি না।

হগ। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) অাঁ!—(B জষ্টিশের হাত ধরিয়া) আপনি কি বলেন?

B। আমি টাকা মঞ্জুর করিতে পারি না।

হগ। বটে! (C জষ্টিশের প্রতি) আপনার মত কি?

C। আমি রবার্টস সাহেবের মতে মত দেই—

হগ। বটে। হীরালালের তলে তলে এই কাজ? (C জষ্টিশের প্রতি) আপনি আমার বিরুদ্ধ।

C। আমি টাকা দেওয়ার বিরুদ্ধ।

(*জষ্টিশদিগের সকলের দণ্ডায়মান*)

হগ। (স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া)

থাক্‌ল তোমাদের বাজার! বাজার পুড়ে যাক্, চুলোয় যাক, উচ্ছিন্ন যাক—তোমরা উচ্ছিন্ন যাও! তোমরা সকলই আমার বিরুদ্ধ! হা অদৃষ্ট! (দক্ষিণ হাত দিয়া দক্ষিণ গালে চপেটাঘাত) হা অদৃষ্ট! (বাম হস্ত দ্বারা ঐরূপ করণ) এত টাকা দিলে, আর ২০ হাজার টাকা দিতে পাল্লে না—হা পোড়া কপাল (দুই হাত দিয়া দুই গালে চপোটাঘাত) থাক্‌ল তোমাদের বাজার, থাক্‌লো তোমাদের মিউনিশিপালিটী, থাক্‌ল তোমাদের কাগজ পত্র—(কাগজ পত্র চেয়ার প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

সমাপ্ত।

নয়শো রুপেয়া।

নাটক

তৃতীয় সংস্করণ

সন ১৩৩০ সাল।

মূল্য বার আনা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ
পত্রিকা আফিস,
কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৬৩,২৩

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

রামধন মজুমদার	...	...	শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ।
হলধর মুখুয্যে	...	...	ঘটক।
গোপীমোহন ভট্টার্য্য	...	...	শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ।
সাতুলাল মজুমদার	...	...	রামধনের কনিষ্ঠ।
কানু মুখুয্যে	...	...	বংশজ ব্রাহ্মণ।
রঞ্জন	...	...	মজুমদারদের ভাগিনেয়।
কান্তিচন্দ্র চৌধুরী কানাই লাল ঘোষাল	}	...	গ্রামস্থ ভদ্রলোক।
নিলু বাবু	...	...	হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।
নবান বাবু	...	...	রঞ্জনের বন্ধু।

আর এক জন ঘটক, ডাক্তার, কবিরাজ, হিন্দুস্থানী, বিদ্যাভূষণ, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ।

স্ত্রীগণ।

বামা	...	...	গোপীমোহনের কন্যা।
শশীর মা	...	...	কানাই ঘোষালের স্ত্রী।
সরলা	...	...	রামধনের কন্যা
চপলা বিমলা	}	...	গ্রামস্থ রমণী।

বামার মা, ধাই বুড়ী, সরলার মা।

নয়শো রুপেয়া।

প্রথম অঙ্ক।

রামধন মজুমদারের বাটী। রঞ্জন আসীন।

রঞ্জন। সরলা! সরলা! বাহিরে এসো। সরলা! সরলা! (সরলার বাহিরে আগমন।) এখন আর তোমাকে দশবার না ডাকিলে পাওয়া যায় না। হয়েছে কি?

সরলা। কম্ফর্টার বুনিতে শিখে কি হবে? আমাকে পিরাণ সেলাই করিতে শিখাও।

রঞ্জন। তুমিত বল্লে শিখাও, আমি নিজে আগে শিখি।

সরলা। ছোটকাকা বল্লেন যে ও সমুদায় বিলাতি সামগ্রী শিখিয়া কি হবে? পিরাণ সিলাইতে শিখিলে কাজে লাগিবে।

রঞ্জন। সে ঠিক কথা। আচ্ছা তোমাকে শিখাইতে আমি শিখিব। আমি দু এক দিনের মধ্যেই যাইব। তাই তোমাকে পড়া দিয়া যাব।

সরলা। কেন, তুমি কোথায় যাবে? আমার বড় শিখতে ইচ্ছা করে।

রঞ্জন। আমারও তোমাকে বড় শিখাইতে ইচ্ছা করে। দেখ না, আমার আর কোন কাজ নাই। তোমার যে বয়স ইহাতে তুমি যাহা

শিখিয়াছ সেই খুব আশ্চর্য্য। আমার জীবনের সাধ যে তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল করিব।

সরলা। তা পারবে না, পারবে না। দেখ, শশীর মা আমার চেয়ে কত বেশী জানেন। সব শক্ত কথার মানে বলতে পারেন।

রঞ্জন। কিন্তু তিনি তোমার চেয়ে কত বড়। আমি আরো তোমাকে পড়াইতে পারি, কিন্তু তুমি এখন বড় হয়েছ যেন লজ্জা লজ্জা করে।

সরলা। রঞ্জন দাদা, ঠিক কথা, আমারও এখন আসতে কেমন ধারা করে।

রঞ্জন। আমি যে তোমাকে এরূপ করে পড়াই, ইহাতে তোমার মা বাপ ত মনে মনে রাগ করেন না?

সরলা। ছোটকাকার ইচ্ছা আমি খুব লেখাপড়া শিখি। আর তিনি বাবাকে বুঝান যে আমি লেখাপড়া শিখিলে তাঁর ভাল হবে।

রঞ্জন। অর্থাৎ তোমাকে খুব অধিক দরে বিক্রি করিতে পারিবেন? সরলা, আমি চলিলাম। আমি বড় দুঃখি, আমি তোমাকে যেমন পড়াইতেছি, এমনি চিরকাল পড়াতে পারি তবে আমার দুঃখ যায়।

সরলা তুমি কবে আসিবে?

রঞ্জন। তা বলিতে পারি না, শ্রীভগবান জানেন। আমি গেলে তুমি কি পড়িবে?

সরলা। ঠাকুর পূজা করিব।

রঞ্জন। তোমার সেই চিত্রপট?

সরলা। তারে চিত্রপট বলো না। তিনি কেমন চেয়ে থাকেন; যেন হাসেন।

রঞ্জন। আচ্ছা, তুমি কিরূপে পূজা কর বল দেখি ?

সরলা। তা বল্‌বো কেন ?

রঞ্জন। তবু শুনি ? চুপ কর্‌লে যে, বল না ?

সরলা। পূজা কি আমি জানি ? শঙ্খ বাজাই, ঘণ্টা বাজাই, আর ফুল দেই, আর প্রণাম করি।

রঞ্জন। দেখ তুমি পূজা করিতে ভাল বাসো জানিয়া আমি তোমার জন্যে একটী স্তব লিখিয়া আনিয়াছি, ইহাই পড়িয়া পূজা করিও।

সরলা। কই দেখি।

(স্তব হস্তে প্রদান ও সরলা পড়িতে উদ্যতশ)

রঞ্জন। এখন উহা পড়ো না, বেশ স্পষ্ট করিয়া লেখা, পূজার সময় ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিও। আচ্ছা তুমি যে এরূপ আপন মনে বেড়াইয়া বেড়াও, কাজ কর্ম্ম কর না, ইহাতে তোমার মা বাপ বকেন না ?

সরলা। কিচ্ছু বলেন না, কেবল রোদ না লাগাই, আর আমার বর্ণ ময়লা না করি, তাই শাসন করেন। ঐ ছোটকাকা আস্‌ছেন।

(গাঁজার হুঁকা হাতে সাতুলালের প্রবেশ।)

সাতু। (স্বগত) লব্‌ কচ্ছো, বেশ! বেশ! বেশ! একটী নায়ক ও নায়িকা হলো, এখন দিব্য একখানা নাটক হয়। (প্রকাশ্যে) বলি রঞ্জন, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইয়া কি লাভ হয় ?

রঞ্জন। বল্‌বো ? রাগ কর্‌বেন না ত ?

সাতুলাল। বলো না বাবা, আমার কি রাগ আছে, আমি আমার পঞ্চে—ন্দ্রিয় শ্রীমতী গঞ্জিকাদেবীর পাদপদ্মে বলিদান করিয়াছি।

রঞ্জন। আর একটী কথা বলবো ?

সাতু। বলো না।

রঞ্জন। আপনি গাঁজা খান কেন ?

সাতু। গাঁ—জা—খা—ই—কে—ন ? এ বিষম সমস্যা। খাবো না কেন ? গাঁজা খেয়ে বেশ আছি। তোমরা আমাকে ঘৃণা কর, তায় কি ? আমি তোমাদের ভক্তি করি। হি ! হি ! গাঁজা খাই বলে বেঠিক পাবে না, বাবা। আমার রাগ নাই, দ্বেষ নাই, মিথ্যাকথা বলি না, কাহাকে যন্ত্রণা দিই না, সাধ্যমত লোকের উপকার করি, খেলাম বা একটু গাঁজা ? এখন বল বাপ, মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌লে কি হয় ?

রঞ্জন। মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে অধিক দরে বিক্রী হয়।

সাতু। হি ! হি ! হি ! বুঝলেম্, তা তোমার এই শ্লেষ বাক্যের পরিশোধ আমি লইব। শুন রঞ্জন, আমি প্রচারক হইব।

রঞ্জন। কি প্রচারক ? ব্রাহ্ম প্রচারক ?

সাতু। তা না, আমি "ব্রাহ্মণবংশ অধঃপতন" এই ধুয়া তুলিয়া দেশে দেশে বেড়াইব। কিন্তু দুঃখের মধ্যে আমার বক্তৃতা আইসে না।

রঞ্জন। অভ্যাস করুন, ক্রমে পারিবেন।

সাতু। উত্তম পরামর্শ, তবে এখনই অভ্যাস করি। তোমরা আমার শ্রোতা হও, আর আমি বক্তৃতা আরম্ভ করি। (কয়েকখান ইষ্টক সাজাইয়া তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত তুলিয়া) হে বন্ধুগণ ! হে ভ্রাতৃগণ ! হে—(সরলার গমনোদ্যোগ) সরলা, যাইস্ না, দাঁড়াইয়া শোন্। (আর যেখানে আমার কথা ভাল লাগে সেখানে আনন্দধ্বনি করবি,) অর্থাৎ হাতে মুহুর্মুহু তালি দিবি। হে ব্রাহ্মণগণ ! তোমরা গেলে, গেলে, গেলে। কোথা গেলে ? মক্কায় না ; কাশীতে না ; বৃন্দাবনে না ; তবে—তবে—

। অধঃপাতে।

সাতু। ঠিক! অধঃপাতে। তোমাদের এদিকে মেয়ের বিয়া হয় না, এদিকে ছেলের বিয়ে হয়না, তবে ব্রাহ্মণবংশ রক্ষা পাবে কি করে? (রঞ্জনের করতালি।) অতএব হে ব্রাহ্মণগণ! ধিক্! শত ধিক্— (ইষ্টক সরিয়া সাতুলালের মৃত্তিকায় পতন, এবং রঞ্জন সাতুলালকে ধরিয়া উত্তোলন।) বাপ্‌রে মলুম, হে ঈশ্বর! আমার পরমাত্মা গ্রহণ কর।

রঞ্জন। আপনার কি অন্তিমকাল উপস্থিত? ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিতেছেন? অদ্য এই পর্য্যন্ত থাক।

সাতু (মাথা ধরিয়া উঠিয়া) বাপ্‌রে, প্রথম বক্তৃতায় মাথা ভাঙ্গিয়া গেল। শুন রঞ্জন, তোমার চারি মামাকে আমার এই সভায় সভ্য করিতে হইবে।

রঞ্জন। কোন্ সভা।

সাতু। এই যে বল্লেম, ব্রাহ্মণ পতিত উদ্ধারিণী সভা।

রঞ্জন। পতিত উদ্ধারিণী সভা নয়, "ব্রাহ্মণবংশ অধঃপতন"।

সাতু। ঠিক। তোমার চারি মামাই বেশ সভ্য হইবার উপযুক্ত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরলার পূজার স্থান। সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট, এবং ফুল, চন্দন, শঙ্খ, ঘণ্টা, ফুলের মালা প্রভৃতি পূজারসজ্জা।

(সরলা যোগাসনে আসীনা।)

সরলা। কৃষ্ণকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ (প্রণাম)। কৃষ্ণকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ (ফুল প্রদান, শঙ্খ লইয়া বাদ্য)। (করযোড়ে) কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ। ঠাকুর,

আমি পূজা জানি না। ভাল কথা, সেই স্তব ত পড়িতে হইবে।
(স্তব সম্মুখে রাখিয়া পাঠকরণ।)

হে কৃষ্ণ করুণাময় কৃপা কর মোরে।
অবোধ বালিকা তোমায় ডাকিছে কাতরে॥
নাহি জানি তন্ত্র মন্ত্র সাধন ভজন।
নিজগুণে দাও প্রভু ও রাঙ্গা চরণ॥
ধ্রুবকে করিলে কৃপা বালক বলিয়া।
আমাকে করহ কৃপা বালিকা জানিয়া॥
একে ত বালিকা পরাধীন নারী জাতি।
তোমা বিনা কে রক্ষিবে হে গোলকপতি॥
সৎপাত্র হস্তে অর্পণ কর দীনবন্ধু।

(লজ্জায় ব্যস্তপূর্ব্বক কাগজ উল্টাইয়া রাখা।) একটু পরে আবার স্তব পড়িতে চেষ্টা, কিন্তু আবার লজ্জায় অভিভূত।)

(নেপথ্যে) সরলা ! সরলা !

সরলা। কি, মা ডাকছো ?

সরলার মা। এ দিকে আয়।

সরলা। আমি যেতে পারি না, আমি পূজা করূচি। মা, তুমি একটু এসো না।

(সরলার মার প্রবেশ।)

সরলার মা। বা, এ যে বেশ পূজা হচ্চে ! তোর ঠাকুরকে দেখে যে ভক্তি হয়, আমার প্রণাম করতে ইচ্ছা কোরূছে। ও মা, তুই কাঁদছিস্ না কি ?

সরলা। কৈ, না মা। মা, তুমি একটু ঝাঁজ বাজাও, আমি শঙ্খ ও

ঘণ্টা বাজাই। (সরলার মার ঝাঁজ বাজন ও সরলার শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজন।)

সরলার মা। (ঝাঁজ রাখিয়া ঠাকুরকে প্রণাম।) ঠাকুর! তুমি সরলাকে সৎপাত্রে সমর্পণ কর। ঠাকুর! আমার সরলা নিতান্ত সরলা। আমার সরলাকে তুমি ভাল ঘর বর জুটাইয়া দাও। সরলা, তুই ঠাকুরকে ফুল দে, আর বল যে, "ঠাকুর! আমাকে ভাল ঘর বর দেও।"

সরলা। (স্বগত) তোমারও ঐ কথা। (প্রকাশ্যে। মা, ঐ দেখ, ঠাকুর হাসছেন; ঐ দেখ, আমি সত্যি বলছি; ঐ দেখ মা, ঠাকুর আমার দিকে চেয়ে আছেন; ঐ দেখ, ঠাকুর যেন কি বলছেন।

(উভয়ের গলায় বসনে প্রণাম।)

। যবনিকা পতন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামধন মজুমদারের বাটী। রামধন তামাকু সেবন অবস্থায় আসীন।

(হলধর মুখুয্যের প্রবেশ।)

হলধর। রামধন মজুমদারের এই বাড়ী?

রামধন। হাঁ, আসুন, কোথেকে আসছেন?

হল। বলছি। (উপবেশন) নমস্কার! আমার নিবাস বনগ্রাম।

রাম। (হুঁকা হস্তে প্রদান করিয়া) তামাক ইচ্ছা করুন। নমস্কার!

হল। আপনার একটী বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা আছে না?

রাম। আছে।

হল। সম্বন্ধ কি স্থির হয়েছে?

রাম। হচ্ছে যাচ্ছে ওর ঠিক্ কি। কিন্তু কোথাও এখন স্থির হয় নাই।

হল। আমি একটী সম্বন্ধ এনেছি।

রাম। কত টাকা?

হল। কত টাকা! আগে ঘর বর কেমন, তা শুনুন।

রাম। ঘর বর ভাল হয়, তাতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আপনি কত টাকা দিতে পার্‌বেন?

হল। ঘর বর ভাল হওয়াকে কি আপনি দুর্ভাগ্য মনে করেন? আপনি বলিতেছেন "আপত্তি নাই", ইহার মানে কি?

হল। কথা কি, আগে টাকা, তাহার পরে অন্য কথা। মেয়ের বিবাহের নিমিত্ত কচকচী করে করে ত্যক্ত বিরক্ত হয়েছি। টাকার কথা ঠিক হলে পরে আর আর কথা।

হল। আপনি চান্ কত?

রাম। আমার মেয়ের বয়স্ এই ষোল বছর। দেখ্‌তে সুশ্রী, তা দেখে নেবেন্। তা, এই সকাল বেলা আপনাকে আর দর না বলে ঠিক কথা বলে দিচ্ছি। ১২ শ বলি আর ১৫ শ বলি, হাজার টাকার কমে আমি মেয়ে ছাড়ব না।

হল। হাজার টাকা!

রাম। হাঁ, হাজার টাকা, চম্‌কে গেলে যে? প্রতাপকাটীর মুখুয্যেরা ৭৩০ টাকা বলে গেছেন, আমি তাতে মেয়ে ছাড়িনি। এই গ্রামের বুড় মুখুয্যে ৮০০ টাকা দিতে চেয়েছেন, তাতেও মেয়ে দিইনি; হাজার টাকার কমে যে ছাড়ব না, তাহা স্থিরই আছে।

হল। কিছু কমাবেন না?

রাম। কিছু না।

হল। দুই এক্‌শো ?

রাম। কত বার বল্‌ব, আমি হাজার টাকার এক পয়সা কমে ছাড়ব না। যে আসে সেই বলে কমাও। বাড়াও এ কথা কেউ বলে না। এ রাজ্যের ধারাই এইরূপ।

হল। আপনার এ কেমন ধারা পণ ? হাজার টাকার কমে ছাড়বেন না ? এমন ঘর বর দেখেও কি কিছু বিবেচনা কর্‌বেন না ? আমি যে ঘরে সম্বন্ধের কথা বল্‌ছি, এ বড় মানুষের ঘর, এক দিন্‌কার কথা নয় সেই ঘরে মেয়ের বে দিলে চিরকাল প্রতিপালন হতে পার্‌বেন, এটা বুঝ্‌ছেন না ?

রাম। আমি ও সব বুঝি না। যেমন মাল তেমনি দাম। দাম ফেল মাল লও, আমার কাছে স্পষ্ট কথা। হাজার টাকা যে বলেছি সে দর বলিনি, খাঁটি দাম বলেছি। হাজার টাকার এক পয়সা কমে ছাড়বো না।

হল। কেমন ঘর তা আগে শুনুন্। শম্ভু মুখোপাধ্যায়ের—

রাম। আপনার অত কষ্ট নিতে হবে না, যেখানে আসল কথার সাব্যস্ত হল না, সেখানে আর ঘর বরের কথা শুনে কি হবে।

হল। পাত্রটীর বয়স সবে এই কুড়ি বৎসর, দেখ্‌তে—

রাম। আমার তাতে কিছু আপত্তি নাই।

হল। দেখ্‌তে দিব্য সুশ্রী, গৌরবর্ণ—

রাম। আমার তাতেও কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

হল। আবার লেখাপড়ায় বেশ তৎপর, ইংরেজি বাঙ্গলায়—

রাম। বেশ, আমার তাতেও কিছুমাত্র আপত্তি নাই। হাজার টাকা ত দিতে পার্‌বে ?

হল। (স্বগত) বেটা বলে কি! বলে আমার আপত্তি নাই। এমন পাষণ্ড ত কখন দেখি নাই! টাকা ছাড়া এ আর কিছু বুঝে না। এ কাজ হইবার নয়, কিন্তু বেটা যেমন পাজি, তেমনি গোটা কয়েক কথা শুনিয়ে দে যাই। (প্রকাশ্যে) হাজার টাকার কমে কি ছাড়বেন্ না?

রাম। না, না, না।

হল। বলি, মাল সাচ্চা ত?

রাম। তাতো বল্‌ছি, দেখে নাও।

হল। মাল কিন্‌বার আগে কিন্তু সাচ্চা কি ঝুটো বাজিয়ে নেবো।

রাম। হাজার টাকা দিতে পার্‌বে?

হল। আর একটা কথা, মাল তাজা আছে ত? বাসি ত না?

রাম। তাজা বাসি কি? আপনি দেখে নিন্।

হল। কেমন মাল, লাট দাগি হয়নি ত?

রাম। ঠাট্টা কর্‌ছো নাকি? লাট দাগি আবার কি?

হল। রাগ করেন কেন, হাজার টাকার জিনিস, দেখে শুনে নিতে হয় না?

রাম। তাতো বল্‌ছি দেখে নাও।

হল। জাঁকড় রেখে দিতে পার্‌বেন ত? এত টাকা দিয়ে মাল খরিদ কোরে শেষে যদি না মুনাসেফ হয়, আর তখন আপনি বল্‌বেন যে, মাল লাট কোরেছ ফেরত নেবো না।

রাম। যা যা, ঠাট্টা যুড়ে দিয়েছে।

হল। আপনি কটু বলে খদ্দের বিগ্‌ড়ে দিচ্ছেন, আপনি ত ব্যবসা বুঝেন্ না, মাল বেচ্‌বেন কেমন করে? এর পর ও পচা সড়া মাল নেবে কে?

রাম। নেবে কে? বেটা পাজি, নেবে কে! পড়্‌তে পায় না তা নেবে কে! ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব! যদি ৮০০ টাকায় ছাড়ি, এখনি লোকে তিল তিল করে নে যাবে; মাল নেবে কে! কথাটা শুন্‌লে? বাড়ীর উপর বসে বেটা মর্ম্মান্তিক কথা বলে, বলে নেবে কে। পাজি বেটা, নেবে তোর বাবা। নেবে কে!

হল। (গাত্রোত্থান করিয়া) আট শ টাকা দর হয়ে গেছে, আচ্ছা আর বিশ টাকা পাবেন, এখন মালটা ছাড়্‌নগে।

রাম। কত?

হল। বিশ টাকা।

রাম। বিশ টাকা! বেটার কি নজর রে, আমার নবাবপুত্র এলেন। নেবে কে!

হল। এই কথাটাই বুঝি মর্ম্মান্তিক হয়েছে? নমস্কার, তুমি বেচ বোসে, যে মাল তা খরিদারের অভাব কি? [প্রস্থান।

(সাতুলালের প্রবেশ।)

সাতু। দাদা, কেবল সম্বন্ধ ফিরাচ্চ, তারপরে?

রামধন। তারপরে কি রে?

সাতু। মেয়ের বয়স ষোল বৎসর, কবে লব্‌ হয়ে যাবে, আর গণ্ডগোলে পড়্‌বে।

রামধন। লব্ কি রে বানর?

সাতু। হি! হি! হি! দাদা লব্‌ কারে বলে জানেন না, তা তুমি নবেল পড়নি, তোমার অপরাধ কি। আচ্ছা, রঞ্জনের সঙ্গে বে দিলে হয় না?

রামধন। সে টাকা পাবে কোথা?

সাতু। টাকা নিয়ে কি করবে?

রামধন। তোর বে দেব।

সাতু। আমি বে করতে চাহি না। আমি শ্রীমতী গঞ্জিকাদেব্যার পাণিগ্রহণ করেছি। দাদা, বেয়াদবী করলেম, রাগ করো না।

রামধন। যা, যা, বাঁদরামি করিস্ নে।

সাতু। আমাদের যে কিছু ব্রহ্মোত্তর ছিল, তাহা বেচিয়া বিবাহ করিলে। তুমি বলেছিলে তোমার মেয়ে হইলে তাহাকে বেচিয়া আমায় বে দিবে। তোমার ও আমার অতীব সৌভাগ্যক্রমে তোমার একটি দিব্য সুশ্রী কন্যারত্ন হয়েছেন। আমি এখন তোমার প্রতিজ্ঞা হইতে অব্যাহতি দিলাম। তুমি সজ্জনের সহিত মেয়ের বিবাহ দাও, আমি স্বচ্ছন্দে সজ্ঞানে তোমাকে অনুমতি দিলাম।

রামধন। গাঁজা খেয়ে খেয়ে ভায়ার বুদ্ধি ক্রমেই ফুটিতেছে। হাজার টাকার মেয়েটা এম্নি ছেড়ে দি! কি বুদ্ধি।

সাতু। গাঁজা খেয়ে আমার বুদ্ধি ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইতেছে। তাই আমার বুদ্ধি সূচ্যাগ্র অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার হইতে খরতর। দাদা, যাই কর, এই গেঁজেলের কথা শেষে থাকবে, দেখিও।

(গাঁজায় দোম।)

রামধন। যখনি মেয়ের সম্বন্ধ আসে, তখনি তুই বাধা দিতে আসিস্।

সাতু। দাদা, শুন আমি পরামর্শ দেই। মেয়েটাকে দাও, আমি কল্‌কাতায় নিয়া যাই। একটা ঝুড়ির মধ্যে বসাইয়া মাথায় করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ডাকিয়া বেড়াইব। আমি বেশ ডাকিতে পারি। এই শুন,—"ভালে আম্-ম্-ম" "ভালে আম্-ম্-ম"।

রামধন। এই বুঝি দোম্ দিয়া মাতলামি আরম্ভ করলি?

সাতু। না দাদা, আর একটা শুন। "বোতল বিক্রি-ই-ই-ইয়া।" শুন

দাদা, মেয়েটাকে মাথায় করিয়া রাস্তায় রাস্তায় "ভাল মেয়ে বিক্রিই ই-ইয়া" বলিয়া বেড়াইব। দেখ দেখি, আমি তোমাকে কেমন সুবিধা করে বিক্রি করে দেই। তুমি এক হাজার বল, আমি পাচ হাজার টাকায় বিক্রি করিব।

রামধন। তা নাকি আবার হয়! পাঁচ হাজার টাকা দিয়া কেহ কি মেয়ে কেনে?

সাতু। কেন দাদা, যদি একটা সোণার বেণের নজরে পড়ে যায়, তবে বিচিত্র কি?

রাম। তুই বলিস্ কি রে বানর? সোণার বেণেকে মেয়ে দিব কি করে?

সাতু। তাতে তোমার আপত্তি কি? তুমি ত বলে থাকো যে ঘর বর দেখিবার প্রয়োজন নাই।

রামধন। তুই কি অত বড় মেয়ে সরলাকে মাথায় করে নিয়ে যেতে পারিস্?

সাতু। না হয় এক খানা গরুর গাড়িতে নিয়া যাবো। সে ত আরো ভাল।

রামধন। (স্বগত) পাঁচ হাজার টাকা! পোড়া দেশ, সমাজ দুরন্ত, স্ব ইচ্ছায় কিছু করিবার যো নাই। (প্রকাশ্যে) যা আর এ কথায় কাজ কি, যা হবে না তাহা লইয়া ভাবিলে কি হবে?

সাতু। দাদার মন একেবারে নরম হয়ে গিয়াছে। দেখ দেখি গেঁজেলের বুদ্ধি আছে কি না। এই সময় ডাকিতে অভ্যাস করি "মেয়ে বিক্রি —ই—ই—ই—য়া" "মেয়ে বিক্রি—ই—ই—ই য়া", মেয়ে—

রামধন। চুপ কর্, চুপ কর্, ঐ দেখ কারা আস্‌ছে।

[যবনিকা পতন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোপীমোহন ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর দালান।

বামার মা ও বামা আসীনা।

বামার মা। (বামাকে ধরিয়া) চল্ মা ঘরে চল্, ছি! অমন করো না। ও কিও, জামাই কি মনে কোর্‌বেন? এত দিন পরে এসেছেন। চল। যাবে না? তুমি ত আর খুকি নও? এখন কাচপণা জুড়ে দিলি?

বামা। মা, আমার লজ্জা করে।

বামার মা। তুমি ত আর ইচ্ছে করে যাচ্ছো না। যাও মা যাও, রাত্রি ঢের হয়েছে।

বামা। আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে।

বামার মা। কেন মা, তুমি কি বিশ্রী?

বামা। তা না মা।

বামার মা। তবে কি? বল, চুপ করে থাক্‌লে যে? মুখ দেখাতে লজ্জা করে কেন?

বামা। মা—

বামার মা। বল, চুপ কর্‌লে কেন?

বামা। আমার জন্যে সর্ব্বস্ব গেছে। আমার জন্যে পথের ফকির হোয়েছে। (অভিমানের সহিত ক্রন্দন।)

বামার মা। চুপ কর মা, ছি! কেঁদ না। তা বামুনের বে কর্‌তে গেলেই টাকা লাগে, তাকি স্বধু জামাই বাবাজির লেগেছে?

বামা। মা, তাইতে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে।

বামার মা। আমার বাপ ত অমনি করে আমাকে বেচে টাকা নিয়েছেন, তাতে ত আমার এক দিনও মুখ দেখাতে লজ্জা করে নি? তাইতে বোলতেম্, বামা, তুই পুঁথি পড়িস্‌নে। টাকা ত আর তুমি নাও নি, টাকা নিয়েছেন তোমার—

বামা। আবার বাবা রাগ কর্‌বেন।

বামার মা। তুমি ঘরে গেলে তিনি রাগ কর্‌বেন?

বামা। তা না, তিনি বোলে থাকেন যে বাকী টাকা বুঝে না পেলে আমাকে পাঠায়ে দেবেন্ না।

বামার মা। ও রাগ কোরে বলেন, আর তুমি তাই ধোরে বোসো। যাও মা ঘরে যাও, রাত ঢের হোয়েছে।

(বামার ঘরে প্রবেশ, বামার মার নিজ ঘরে প্রবেশ।)

(গোপীমোহনের প্রবেশ।)

গোপীমোহন। ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণী, (দুয়ারে আঘাত) দুওর খোল।

বামার মা। কিও।

গোপী। বলে, কিও, দুওর খোল না। (সজোরে দুয়ারে আঘাত) শীঘ্র দুওর খোল, নির্ব্বংশের বেটী, দেখ, এখনো খোলে না।

বামার মা। দাঁড়াও খুল্‌ছি।

গোপী। দাঁড়াও খুলছি, বড় আরাম করে শুয়ে আছেন, এদিকে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত তা জানেন না। ওরে দুওর খোল, তোর বাপের মুখে গু, শীঘ্র দুওর খোল।

বামার মা। (দ্বার খুলিয়া) কি, বড় রাগ দেখছি যে? কথাটা কি? কথায় কথায় গালি দাও কেন?

গোপী। রাগ দেখ্‌ছো বটে, বলি তোর হাতে এই ডাকাতি।

বামার মা। হয়েছে কি?

গোপী। হয়েছে কি! (রাগ ভরে) উত্তরের ঘরের দোর দেওয়া প্রদীপ জ্বলছে কেন?

বামার মা। চুপ কর, আস্তে আস্তে ও ঘরে মেয়ে জামাই। বলি, হোয়েছে কি?

গোপী। (ব্যঙ্গস্বরে) জামাই!

বামার মা। হাঁ জামাই।

গোপী। (ব্যঙ্গস্বরে) জামাই!

বামার মা। হাঁ জামাই, তুমি ওরূপ কচ্ছো কেন? বলি, হোয়েছে কি?

গোপী। হয়েছে তোমার মুণ্ডু আর আমার মুণ্ডু, নির্ব্বংশের বেটা। আমার মাথাটা ভাল করে খাও। হা গুরু, এখন আমি করি কি!

বামার মা। বলি, হয়েছে কি?

গোপী। তুই কার কথায় মেয়ে ঘরে যেতে দিলি? আমি বাড়ুয্যেদের বাড়ী বের সভায় গে দেখি বেটা বরযাত্র হয়ে এসেছে; একটু পরে দেখি আর সেখানে নাই। তখন আমার মনে ডেকে বলেছে, বেটা তলে তলে এই কাণ্ড করতে এসেছে।

বামার মা। তুমি হলে কি, ক্ষেপলে নাকি? চুপ কর, চুপ কর, ছি! ছি! মেয়ে জামাই ঘরে গেলে কি তুমি রাগ কর?

গোপী। দ্যাখ্, তোর অদৃষ্ট আজ বড় দুঃখ আছে। ব্যাটা আমার বাকি টাকা গুলি দিক্, দিয়ে আমার মেয়ে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করুক। বাকি টাকা দেবে না, বেটা শুতে এসেছে। তুই ত যত নষ্টের মূল!

বামার মা। ওগো, চুপ কর, চুপ কর।

গোপী। বের সময় টাকা জুটাতে পারে না বলে ভদ্রতা করে বাড়ী বাগান বন্দক রেখে বে দিলাম, বেটা যো পেয়ে গেল, আর টাকা গুলো

দিলে না। আরে নালিস কর্ত্তে গেলাম, তা উকীল গুয়াটারা রহস্যেই মত্ত, আমাকে তাড়ায়ে দিলে।

বামার মা। ও গো, চুপ কর, চুপ কর, তোমার টাকা পাবে। ও মা আমার কি হলো! মিন্‌সে ক্ষেপেছ নাকি? জামাই কি মনে কর্‌বেন?

গোপী। রেখে দে তোর জামাই, জামাই ও জামাই না আমার——আর বল্লেম না পণের টাকা দিতে পারে না, আমার জামাই। ও আমার কিসের জামাই বে? আমি ও মেয়ের ফের বে দেব। আমার টাকা না দিলে আমার মেয়ে নিয়ে শুতে পার্‌বে না।

বামার মা। ও গো ক্ষমা দাও, এ রাতটা যাউক, লোকে—

গোপী। তুই মার খেলি দেখছি। এ রাতটা যাক, তবেই তোদের মনস্কামনা সিদ্ধি হবে, আর ও মেয়ে কে বে কোর্‌বে? তুই—

বামার মা। ওগো চুপ কর, লোকে হাস্‌বে।

গোপী। লোকে হাস্‌বে, লোকে হাস্‌তে কি আর বাকি আছে? সকলি আমার মুখে মুৎছে। ও ব্যাটার দোম্‌বাজির কথা যে শুনে সেই আমার মুখে মুতে। রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর মেয়েটার দুই বার বে দিলে, দিয়ে টাকা নিলে, আমার এক বারের টাকা গুলাও ফাঁকিতে গেল। (উচ্চৈঃস্বরে) বেটা দ্যাখ্! এখনো ঘরে রয়েছে।

বামার মা। তোমার পায়ে পড়ছি, ক্ষমা দাও। আমি কি খুন হয়ে মর্‌বো?

গোপী। ছেড়ে দে, নচ্ছার বেটি, কি আপদেই পলেম। ও মেয়ে নিয়ে শেষে আমি কি কোর্‌ব রে? আমি যদি মেয়েটা এত দিন রেখে দিতাম, তবে এখন মেয়ের যেরূপ বাজার, অনায়াসে ৭।৮শ টাকা

পেতাম। আমি ও মেয়ের ফিরে বে দেব। আমার মেয়ের গায়ে হাত দিয়নে, আমি ও মেয়ের ফিরে বে দেব। বেরো বেটা, ঘরের থেকে বেরো। (একটু অপেক্ষা করিয়া) দ্যাখ্, এখন বেরুল না? বেরো, শীঘ্র বেরো, নইলে আমি দোর ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে গর্দ্দান দিয়া বের কর্‌বো এখন। (একটু থামিয়া) দেখেছ? বড় আরাম পেয়েছে বুঝি, আর বের হতে চায় না। ওরে বামা! তুই নয় বেরো। আরে মেয়েটাও তেমনি, আর বুঝি দেরি সইল না, ওকে দেখে দৌড়ে গিয়ে শোয়েছেন, এখন বুঝি আর উঠ্‌তে ইচ্ছা কচ্ছে না। তোমার আর—এক আসছেন এই—(উত্তর গৃহাভিমুখে অগ্রসর) বেরো, শীঘ্র বেরো। ঘরে না ঢুকলে বের হবে না, দেখ্‌ছি।

বামার মা। (বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া) কর কি, কোথা যাও? একেবারে জাত গেল। আমি তোমাকে ছেড়ে দিব না।

গোপী। ছেড়েদে, ছেড়েদে, হাত ভেঙ্গে গেল। সব নষ্ট হোয়ে গেল। (চিৎকার করিয়া) ওরে বেটা বেরো, ওরে গুণ্ডা বেরো, ওরে বামা তুই নয় বেরো, ওরে এই জন্যে কি তোরে প্রতিপালন করি? আরে কলিকাল, আমার একটা মেয়ে, সেও আমারে ত্যাগ করলে। এমন পোড়া পাড়ার লোকও দেখি নাই। ডাকাত পোলেও কেউ কারুর তল্লাস নেয় না। এক জন বা আসে। ওরে তোরা আয়রে। ও—ও—ও রাম কুমার দা——দা—আ! ও—ও—ও রাম কুমার দাদা—আ—আ—

(সাতু লালের প্রবেশ।)

সাতু। কি গো গোপীমোহন দাদা, ব্যাপার কি?

(গোপীমোহনের স্ত্রীর পলায়ন।)

গোপী। ভাই এসেছ? দেখ, অত্যাচার দেখ? ব্যাটা ঘরে গিয়াছে, অথচ (বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িয়া) টাকার নামে ঢু ঢু।

সাতু। কোন্ ব্যাটা, কার ঘরে, কেন গিয়াছে, কোন্ টাকা, কেন ঢু ঢু, কিছু না বলিলে বুঝবো কিরূপে?

গোপী। ওরে বুঝাইবার কি আমার সময় আছে? জামাই বেটা ঐ ঘরে গিয়াছে। টাকা সব দেয় নাই তাত জান। মেয়েটাও ঘরে গিয়াছে। এখন তোমরা পাড়ায় পাঁচ জন ভদ্র লোক আছ, আমার উপায় কি বল। আমি যেয়ে ব্যাটাকে জোর করিয়া বাহির করিয়া দিতাম, কিন্তু ব্রাহ্মণী শর্ম্মাকে জানো ত, জোরে পারিলাম না, হাত ধরিয়া রাখ্‌ল।

সাতু। এ বড় বিষম সমস্যা। ইহার প্রতিকার আমি বলিতেছি। কল্য প্রভাতে জামাইচন্দ্রকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান অর্থাৎ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিবে। টাকা আদায় করার ভাবনা কি? মেয়ে পাঠাইও না। মেয়ের মেয়ে হইলে তাকে অধিকার করিয়া লইও। যখন একবার ঘরে ঢুকেছে তখন কি আর বাহির হবে। কখন নয়, তা খুন হলেও নয়।

গোপীমোহন। (জামাইকে সম্বোধন করিয়া) আচ্ছা থাক্, কল্য সকালে যেন তোর মুখ দেখ্‌তে না হয়। আর বাকি টাকা না দিয়া যদি এ মুখ হইস্ ত তোর বাপের মুখে গু।

সাতু। এই উত্তম যুক্তি। এখন বিয়ের বাড়ী চল, সেখানে জলপান প্রস্তুত। (গোপীমোহনের হাত ধরিয়া অগ্রসর) "পথে যাইতে যাইতে" তোমাকে অতীব অদ্ভুত সংবাদ বলিব। তোমার স্ত্রীর গর্ভরূপ ক্ষীরোদ সমুদ্রে বহুল পরিমাণে কন্যারূপ নিধি সৃষ্টি কর, তাহা হইলে তোমার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। হি! হি! হি! দাদা,

কিছু বুঝিলে না, অর্থাৎ তোমার স্ত্রীকে বল যে মেলা কন্যা প্রসব করুন। যদি বল তাহা কিরূপে হবে। শ্রবণ কর। ঔষধ প্রয়োগ কর, ধাই বুড়ীর কাছে মেয়ে হইবার উত্তম ঔষধ আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সাতুলালের পুনঃ প্রবেশ ও যে ঘরে জামাই শয়ন করিয়া আছে, তাহাতে অল্প আঘাত করণ।

সাতু। জামাই বাবু, উঠে দুয়ার খুলিয়া কথা শুন। শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, যেহেতু সাতু বাবু, যিনি পরম দয়াল, দুঃখিত জীবগণের বন্ধু, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন।

(জামাতার দ্বারোদ্ঘাটন। সাতু দ্বারের নিকট দাড়াইয়া চুপে চুপে) শুন জামাই, শুন বামা, বিয়ের বাড়ী পাল্কী বেহারা আছে। আমি তাদের আনিতেছি, বামাকে তাহাতে লইয়া তোমরা দুজনে প্রস্থান কর। শুন্‌লি বামা, বের হয়ে পড়, স্বামীর সঙ্গে যাবি তার কি? এই আমি পাল্কী আনিতেছি, তোমরা প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কানাই ঘোষালের বাটীর দালান। কানাই ঘোষালের বড় স্ত্রী আসানা। (সরলার প্রবেশ।)

সরলা। হ্যাগা শশীর মা, আমাকে যে পড়াতে চেয়েছিলে, আজ কি তোমার অবকাশ আছে?

শশীর মা। কে মা, সরলা? আয় বাছা আয়, ঐ পিঁড়ির উপর বোস্, তুই এলে মা, তবু দুদণ্ড কথায় বর্ত্তায় অন্যমনস্ক থাকি। আমার অবকাশ আছে জিজ্ঞাসা করছ? বাছা, আমার কাজই বা কি, অবকাশই বা কি, এক সন্ধ্যা চারিটী চাল জ্বাল দেওয়া, তা যখন হয় হবে এখন। আমার ত সংসারের জ্বালা নাই।

সরলা। কেন বাছা, এক সন্ধ্যা খেয়ে খেয়ে শরীরকে অমন কষ্ট দিচ্ছ। কার ক্ষতি করছো? কার বাজ্‌ছে বল দেখি? আপনি মারা পড়ছো। আর ওটা করো না, যাই হোক সকল সুখেতে বঞ্চিত হচ্ছ। কেন, দুবেলা খেতে থাক্‌তে তা হতে বঞ্চিত হও? আমার মুখে বুঝি বুড়ম মত লাগে, লোকে বলে ওটা অলক্ষণ।

শশীর মা। অলক্ষণ না বাছা, সুলক্ষণ। না থাকলে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, থেকে বঞ্চিত আর চোখের উপর এই গুলি দেখা, সে আর সওয়া যায় না।

সরলা। দেখ শশীর মা, আমি তোমাকে আর বোঝাব কি? এদেশে

সতীন নিয়ে অনেকেই ঘর কোর্‌ছে। অনেকের কথা শুন্‌তে পাই, নাকি সতীনকে বোনের মত ভাল বাসে।

শশীর মা। বাছা, তুই ছেলে মানুষ, তাই লোকে বলে আর তাই শুনিস্ যে, সতীনকে বোনের মত ভাল বাসে। সর্ব্বস্ব যাক্, স্বামী মরে যাক, তাও প্রাণে সয়, হাসতে হাসতে স্বামীর ভাগ দেয়, না জানি সে কেমন মেয়ে। সরলা মা, তুই আমার সন্তানের বয়সী, আমার শশী থাকলে এই তোর মত হত, তবু আমার মনের কথা দুটী একটী তোকেই বলি, তোকে বলে যেন আমার তৃপ্তি হয়। বাছা, সকল জিনিশের ভাগ দেওয়া যায়, স্বামীর ভাগ দেওয়া যায় না। আহা! আমার স্বামী, আমার বড় সাধের স্বামী!

সরলা। শশীর মা!

শশীর মা। আহা! আমার বড় সাধের স্বামী! আজও তার জন্যে প্রাণ কান্দে, আজও তার জন্যে প্রাণ পোড়ে, আহা! আমার তার উপর রাগ আসে না। (ক্রন্দন।)

সরলা। (অঞ্চলের দ্বারা চক্ষু মুছাইয়া) শশীর মা, পাগল হলে নাকি?

শশীর মা। পাগল হলে ত বাঁচতুম। (ক্রন্দন।)

সরলা। চুপ কর, চুপ কর, আর চোখের জল ফেলো না।

শশীর মা। আর যন্ত্রণা সইতে পারি না। (চক্ষু মুছিয়া) না বাছা, আর কান্দছি নে, আর চোখের জল ফেলছি নে, কার জন্যে আর কান্দবো? তবু পোড়া মন বুঝে না। হায়! হায়! হায়! এই কপালে ছত্র দণ্ড, এই কপালে লণ্ড ভণ্ড। আমার কথা বল্‌বো কি মা, জন্ম অবধি আনন্দ সাগরে ভেসেছি, আমার দিন কেবল আমোদে গিয়াছে। লোকে বলে, দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মার্য্যাদা বুঝা যায় না, আমি ত বরাবর জেনে এসেছি আমার মত সুখী

বুঝি আর নাই। শেষে কপাল ভেঙ্গে গেল, ছেলেটী হয়ে মরে গেল, মেয়েটীও গেল, আমার জ্ঞান হলো বুঝি আমার মত হতভাগিনী আর নাই। শোকে দিন রাত কান্দতে লাগলেম। আবার ওর কষ্ট হবে বলে ফুকরাইয়া কান্দ্‌তে পারি না, তাতে যেন আরো বুক ফেটে যেত, শেষে একেবারে জ্ঞানশূন্য হোলেম। বিধাতা বোল্লে, বটে ? তোর বড় শোক লেগেচে, এর বাড়া দুঃখ আর নাই ? দেখাচ্ছি তোকে। এই বোলে আমার বুকে এমনি শেল হেনেছে যে, সেই অবধি আমি আর দোম্ ছাড়তে পারলেম না।

সরলা। কি বোল্লে শশীর মা, একি তোমার ছেলে মেয়ের শোক চেয়েও বড় হয়েছে ?

শশীর মা। তাই যে বোল্লেম বাছা, তোরা ছেলে মানুষ বুঝ্‌বি কি। লোকে বলে বটে, পুত্রশোক বড় শোক, কিন্তু এত কষ্ট বুঝি আর কিছুতেই নাই। স্বামী মলেও এত কষ্ট হয় না। বাছা, স্বামী অনেক রকমের আছে, আমার ত স্বামী নয়, আমার খেলার সাথী। যখন আমার বয়স পাঁচ বছর তখন ওর বয়স নয় বছর। আমাদের বাড়ী ঐ ভিটা দেখ্‌ছিস, ওখানে ছিল। আমরা দু জনা সমস্ত দিন একত্রে খেলা করতেম, রাত টুকু ছাড়াছাড়ি হোত, সে অনেক কষ্টে। শেষে একত্র পাঠশালায় লিখ্‌তে আরম্ভ কোর্‌লেম। ওর কেবল দৃষ্টি ছিল, আমি কখন কি চাই, কিসের জন্যে আমার কষ্ট হচ্চে, কি কর্‌লে আমি খুসি হই। আমারও তেমনি কেবল মাত্র চিন্তা ছিল, ওকে কিসে তুষ্ট কোর্‌ব। ও খুসি হবে মনে করে আমি মন দিয়ে লেখাপড়া শিখ্‌তেম, গুরু মহাশয় যা বোলে দিতেন, তখনি তাই শিখ্‌তে পার্‌তেম। ও

আবার আমি খুসি হবো বলে মন দিয়ে লেখাপড়া কোর্ত। গুরু মহাশয়ের আমাদিগকে কোন দিন সাজা দিতে হয় নাই। আমাদের এই প্রণয়ের কথা গ্রামে না জান্তো এমন লোক নাই, কত জনে আমোদ কর্তো। আমি অপরাধ করেছি, গুরু মহাশয় ওকে নিয়ে ধম্কাতেন। আবার এতেই এমন শাসন হোয়ে যেতো যে, বোধ করি যদি আমাকে মার্তেন তা হোলেও আমার অমন শাসন হত না। আমাদের বয়সের মিল, বিশেষতঃ এই প্রণয় দেখে, মা বাপে সাধ কোরে বে দিলেন।

সরলা। বে হবে, যখন এই কথাবার্ত্তা হয়, তখন তোমাদের মনে বড় আহ্লাদ হোত. না ?

শশীর মা। তখনকার কথা স্বপনের ন্যায় বোধ হয়।

সরলা। আচ্ছা, বে হোলে আর দিনের বেলা কথা কইতে না, ঘোমটা দিয়া বেড়াতে ?

শশীর মা। না মা, বরং ঘোমটা দিতে লজ্জা কোর্ত। বে হয়েও আমাদের সেই আমোদ. সেই আহ্লাদ, সেই একত্রে খাওয়া, একত্রে খেলা, একত্রে লেখাপড়া। পূর্ব্বে রাত টুকু ছাড়াছাড়ি ছিল এখন অবধি রেতেও একত্র থাক্তেম্।

সরলা। ভাল, তোমাদের এত প্রণয় দেখে তোমার শাশুড়ী রাগ কর্তেন না ? আমি অনেক শাশুড়ীকে দেখেছি ছেলে বৌতে প্রণয় দেখ্লে রাগ করে।

শশীর মা। আমরা তখন ছেলে মানুষ ছিলাম, দেখে রাগ কর্বার কোন কারণ ছিল না, বরং সকলে আমোদ কোর্ত। বিশেষ আমার শাশুড়ী বড় লক্ষ্মী ছিলেন, অমন শাশুড়ী হতে নাই। তার পর বাছা বোল্‌ছিলাম, এইরূপ আমোদে দিন যেতে লাগ্‌লো, ক্রমে

শেয়ানা হোলেম, নিত্তি নূতন আমোদ, শেষে কপাল ভাঙ্গতে আরম্ভ হোলো। ছেলেটী হয়ে মরে গেল, শেষে একটি মেয়ে হোল, সেটিও বিধাতা নিলেন।

সরলা। তোমাদের আগেকার কথাগুলি যেন উপকথার মত লাগে। আমরা অনেকের কাছে ও গল্প শুনে থাকি, তোমাদের বড় প্রণয় ছিল, ঘোষাল মহাশয় তোমাকে বড় ভালবাস্তেন।

শশীর মা। উ হু হু হু, সরলা, চুপ্ কর্, চুপ্ কর্, ও কথা বলিস্নে, বলিস্নে! আমি ও শুন্তে পারি না! বুকে শেল বিন্ধে আছে, থাকুক, ওর উপরে আর আঘাত করিস্ নে। আমায় ভাল বাসতো! আহা আ, আরে পুরুষ মানুষ! তোরাই না বলিস্ মেয়ে মানুষ অবিশ্বাসী জাত। আমি ছেলে মেয়ের শোকে জ্বালাতন। আমি আর বল্তে পারিনে, আহা আ, সে ছেলে মেয়ে তোরও ত! তোর লাগ্লো বের আমোদ! অনেকে বংশরক্ষার জন্যে ফিরে বে করে থাকে, না কর্লে নয়, লোকের উপরোধ ছাড়াতে পারে না বোলে করে, আমার কি ছেলে হবার বয়স গিয়েছিল? বল্বো কি মা, এইত শোক পেলাম, এর মধ্যে আবার ওর পায়ে ধরে কেঁদে বলি, দেখ, তুমি একটি বছর ক্ষান্ত থাক, যদি আমার ছেলে না হয় তুমি বে কোরো। আমায় প্রবোধ দিলে, তুমি পাগল, তোমার যদি ছেলে নাও হয় তবু কি আর আমি বে করি? লোকে বোল্ছে বলুক না। চল তোমায় আমায় কাশী বাসী হইগে। মা, এই বোলে দাড়ি রাখলে, হবিষ্যি কোর্তে লাগলো, মাঘ মাসে যাবো কথা স্থির হোলো। এর মধ্যে ঘরে বসে আর এক কাশীকে পেয়ে গয়া কাশী সব চুলোয় গেল। বাছা, বোল্ব কি সে বের আমোদের কথা, আমাকে কোরেও

যদি তোর দয়া মায়া না থাকে, তবু ছেলে মেয়েটার কথা মনে কোরেও কি একটুকু দুঃখ হয় না? আমোদ এলো ত? আমি শোকে বিহ্বল হোয়ে পড়ে আছি, এর মধ্যে শুন্‌লেম ও নাকি বে কোরে আস্‌ছে!

সরলা। আগে তুমি এর কিছুই জান্‌তে পাও নি।

শশীর মা। কিছুই না। গুরুতর শোক পেলে লোকে অন্য শোক ভুলে যায়। আমি ছেলে মেয়ের শোক ভুলে গেলাম, আমি স্তব্ধ মত হোলাম, একেবারে জ্ঞান হারা দিশেহারা মত হোলাম; কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! এমন কি হবে? মিছে কথা। লোকে আমাকে জ্বালাতন কোর্‌ছে, আমার সুখ সকলের চক্ষুশূল হোয়েছিল তাতেও লোকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নি, তাই আমায় জ্বালার উপর জ্বালা দিয়া আমোদ দেখ্‌ছে। একটু পরে দেখি একজন খবর নিয়ে এসে উপস্থিত। বল্লে ঠাকুরুণ, উলু দাও, বাবু বে কোরে আস্‌ছেন। সরলা! সে কথা মনে কর্‌লে আমার এখনও হৃৎকম্প হয়। আমার মাথায় একেবারে হাজার বাজ পোলো। যখন আমার মেয়েটী যায়, কবিরাজ জবাব দিলে, তাও আমার কাছে তত ভয়ানক বোধ হয় নি।

সরলা। আহা হা। তুমি বেঁচে আছ কি কোরে? আমোদ কোরে আবার এই সম্বাদ পাঠায়, আমার শুনে বুক ফেটে যাচ্চে।

শশীর মা। শোন বাছা, এখন কি হোয়েছে? আমি শুন্‌বা মাত্র ঘুরে পোলেম। বামা এসে চোখে মুখে জল দিয়া বাতাস কোরতে কোরতে আমার চেতন হোলো, হৃৎকণ্ঠ শুখিয়ে গ্যাছে, কথা সোরছে না, বামা একটু জল এনে দিলে, এক ঢোক খেতে জল আর গলা দে নামে না, কষ্টে শ্রষ্টে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে

গেঙ্গড়ে গেঙ্গড়ে বোল্লেম, বামা! কি শুনছি যে? বামার মুখ দিয়ে আর কথা সরে না, সেও অমনি গেঙ্গড়ে গেঙ্গড়ে বোল্লে, তাই ত শুনছি। আমি বলিলাম তবে কি সত্যি? বামা বোল্লে, তারা আসছেন, এতক্ষণ অর্দ্ধেক পথ। এই কথা শুনে আমার আপনার উপর একটা ঘৃণা হোলো। ধিক্ আমাকে! সে আমার সঙ্গে এই ব্যবহার কোর্‌লে, আমি আবার তারই জন্যে কাতর হচ্চি! কখনই না, যাতে ও জব্দ হয় তাই কোর্‌বো। আমি ওকে দেখাবো যে, ও যেমন আমাকে মনে কোল্লে না আমিও তেমনি ওর জন্যে কিছু মাত্র দুঃখিত নই। আপনি উঠতে পারিনে, বামাকে বোল্লেম, বামা, তুই আমাকে ত্যাগ করিস্ না, যা বলি তাই কর্, ঘরে জিনিস পত্র যা যেখানে আছে, সব এনে আমার এই ঘরে পোর। বামা আমা বই আর জানে না, যা বোল্লেম তাই কোল্লে। আমি সমস্ত দিন নাইনি খাইনি, ঘরে দোর দিয়ে পোড়ে থাক্‌লেম। মা সরলা! লোকে বলে মেয়ে মানুষের মন বড় কঠিন, বলুক্, লোকে বলুক্, আমি জানি মেয়ে মানুষের মন কত নরম। ভালবাসা মেয়ে মানুষের প্রাণ। মেয়ে মানুষ ভাত না খেয়ে থাক্‌তে পারে, ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে না। আমার এই যে বুকে ছুরি দিয়াছে, তবু শুয়ে ভাব্‌ছি, যা কোরেছে তা আর কি হবে? না বুঝ্‌তে পেরে লোকের পরামর্শ শুনে কোরেছে, বাড়ী এলে আগে আমার কাছে দৌড়িয়ে আস্‌বে এখন। একটা কেন দশটা বে করুক না, তবু, ভাল আমাকে ছাড়া আর কাহাকে বাস্‌বে না, সত্যি কি চিরকেলে প্রণয় একেবারে ভুলে যাবে? সে তেমন লোক নয়, তার মন তত কঠিন নয়। এসেই দেখ্‌ছি

আমার পায় ধোরে কান্দবে এখন। সে সরল মানুষ, লোকের কুপরামর্শ শুনে এক কুকর্ম্ম করেছে, তাই বোলে কি আমি তাকে ত্যাগ কর্‌তে পারি? ছেলে মোলে যেমন লোকে দুবার একবার মনে করে, সে হয় ত আবার বেচে আস্‌বে এখন। আমি শুয়ে সেইরূপ নানা রকম ভাব্‌ছি, এর মধ্যে দেখি বাজনা বাজিয়ে ভারি আমোদ কোরে আস্‌ছে। সেই বাজনা শুনে আমার প্রাণ আর ধড়ে থাক্‌লো না। একবার উবুড় হই, একবার কাত হই, এর মধ্যে এক জন এসে দোরে ঘা দিচ্ছে, মা ঠাক্‌রুন, শীঘ্র ওঠ, বৌ ঠাকুরাণীকে বরণ করে নেও। সরলা, তখন যে আমার মন কি কর্‌তে লাগলো, তা আর আমি বোল্‌ব না, বোল্‌তে পারি না। যতক্ষণ আশা থাকে, ততক্ষণ হাজার কষ্টও সহ্য হয়, কিন্তু হতাশ যে কাকে বলে, তা বাছা তোমরা জান না। ভগবান করেন যেন তোমাদের তা কখন না জান্‌তে হয়।

সরলা। (মুখ নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তার পর?

শশীর মা। আমি উঠ্‌লেম না, কথার উত্তর দিলেম না, সে বাইরে যেয়ে বোল্লে। বাছা, মিন্সে কোল্লে কি, বাহির হতে গজ্জাতে গর্জ্জাতে লোকের মাঝ খান দিয়ে বাটীর ভিতর এল, এসে বোল্‌ছে কি—উঃ বাছা সে আর বোল্‌তে পারি না,—শেষে বোল্‌ছে কি, আমি কালই কাশীর জন্য সমুদয় জিনিষপত্র কিনে এনে দেব, দেখি, ও কি করে। আমি কালই কাশীর জন্য নূতন ঘরের বোনেদ কোর্‌বো। আমার যত আশা ভরসা ছিল, সেই দিন সমুদয় শেষ হোল। তখনি আমার মনে উদয় হোল, কেন এর চেয়ে বিধবা হোলেম না। পৃথিবীর আশা ভরসা ঘুচে গেলে সেই অনাথ-নাথের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। আমার তখন জ্ঞানের উদয়

হোল, মনে কোল্লেম, এ সমুদয় বিষয় আর মনে ঠাঁই দেব না। কিন্তু সে কি ইচ্ছার কথা? আমি যদি কষ্টে শ্রেষ্টে মনকে স্থির কোর্‌তে যাই, তা ওরা দেবে কেন? মিন্‌সের বয়স পঁয়তাল্লিশ হোল, যেন, ফিরে নব বাহার হোয়েছে! এদের আমোদ, এদের হাসি তামাসা, আরও আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে! আমাকে কষ্ট দিতে পারিলেই যেন ওদের বেশী আমোদ। বল বাছা, আমার অপরাধ কি? আমাকে ভাল বাসিস্ না, আমাকে কেটে কেটে নুন পুরিস্ কেন? আমাকে দেখ্‌ছি বনে যেতে হোলো। বাছা, ভালবাসা কাকে বলে তাকি বুঝেছ?

সরলা। (অধোবদনে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।)

শশীর মা। ও এমনি জিনিশ যে, আমি তোমাকে যত খানি ভালবাসি তুমি যদি তা চেয়ে একটু কম বাস, আমি তোমাকে না দেখে যত কষ্ট পাই, তুমি যদি তত কষ্ট না পাও, তাতে মর্ম্মান্তিক দুঃখ লাগে। ভালবাসা এমনি জিনিষ। এখন বাছা দেখ দেখি আমার প্রাণ কেমন ভাবে আছে?

সরলা। তুমি আমাকে যা বোল্লে, এই কথা গুলি এক দিন ঘোষাল মহাশয়কে শুনাতে পার? আমি তবে এখন যাই।

শশীর মা। এসো বাছা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামধন মজুমদারের বাটী। সাতুলাল আসীন॥

(কানু মুখুয্যে ও ঘটকের প্রবেশ।)

কানু। রামধন মজুমদার মহাশয়ের এই বাড়ী ?

সাতু। কোথেকে আস্‌ছেন ?

কানু। রাঘবপুর থেকে আস্‌ছি; বিশেষ প্রয়োজন আছে, মজুমদার মহাশয় কোথায় ?

সাতু। আর বোল্‌তে হবে না বাবা, বুঝ্‌তে পেরেছি; কিন্তু সে সাদা চোখের কাজ নয়।

কানু। আপনি কি মনে কোর্‌ছেন ?

সাতু। সে কি আর বুঝ্‌তে বাকি থাকে ? আমরা কল্‌কেতা ঘোঁটা ছেলে, চোখ্‌ দেখ্‌লে মানুষ চিনি।

কানু। আপনার নিবাস ?

সাতু। ভয় পেয়েছ, মনে করেছ বাদী জুটেছে, সে ভয় নাই বাবা। আমার নিবাস এই, আমি আমার দাদার ছোট ভাই, আমার নাম শ্রীযুক্ত বাবু সাতুলাল মজুমদার মহাশয়। কেমন নামটী, মিষ্টি না ? ঠিক কথা বোল্‌বে বাবা ?

কানু। বেশ নামটি। কিন্তু দাদার ছোট ভাই বল্লে চিন্‌বো কেমন কোরে ?

সাতু। আমার দাদার নাম করি নি ? হি! হি! হি! আমার দাদা রামধন মজুমদার।

কানু। বটে, তার পর আপনি কি বোল্‌ছিলেন, কি বুঝ্‌লেন খুলে বলুন না কেন?

সাতু। বলি একি আর বুঝ্‌তে বাকি থাকে? শুড়ীর দোকানে কেহ কি হবিষ্যি কোর্‌তে যায়? কিন্তু বাবা সে সাদা চোখের কাজ নয়, অত টাকা দিতে পার্‌বে?

কানু। তা হবে এখন মজুমদার মহাশয়—

সাতু। ভয় কি বাবা? বোলে ফেল না? আমি ত তোমাকে বোলেছি, আমি বাদী নই। অত টাকা পাব কোথা, বোল্লে ত হয় না?

কানু। কত টাকা চাই?

সাতু। হাজার টাকা। তা টাকায় পায় কি, আহা! হা! সে চন্দ্রবদন!

কানু। (স্বগত) কি বলে গেঁজেল বেটা (প্রকাশ্যে) হাজার টাকা পেলে কি আপনি ভাইঝিকে বে করেন? আর আপনার দাদা আপনাকে বে দেন?

সাতু। আরে কথার কথা বোল্লেম। (কানের কাছে মুখ নিয়া মৃদুস্বরে) কিন্তু ভাই টাকা পেলে দাদার বড় কসুর যায় না।

কানু। (স্বগত) এটা ত গেঁজেল, এর সঙ্গে ভাব কোরে কথা গুলি বের করে নেওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে) হাজার টাকা!

সাতু। হাজার টাকার নামে চম্‌কে গেলে বাবা! তাইত বোল্লেম, ও সাদা চোখের কাজ নয়, তেমনি ডায়মনকাটা প্রাণ হয়, তখন শুধু সেই ঝাঁপটাকাটা দেখে বাবা—বোলে দু হাজার টাকার নজর ধরে। সে আড় নয়নের চাউনিতে কত লোকের ভিটায় ঘু ঘু চরে। হাজার টাকা দে গেলে ত বেঁচে গেলে।

ঘটক। আর বার শুনেছিলেম যে ৭ শ টাকা?

সাতু। সে যে বাবা এক বছরের কথা, তার পর আর এক বছর গিয়েছে।

বাবা, দানা খরচ লেগেছে, মাল তৈয়ার কোর্‌তে খরচ লেগেছে, টাকার সুদ আছে, শুধু বল্লে ত হয় না।

কানু। তাতেই এত দর বেড়ে গেছে?

সাতু। হাঁ আরও বাড়্‌বে, পার ত বাজার নরম থাকতে থাকতে এই সময় মাল হাতে কর বাবা।

কানু। হাজার টাকার কিছু কমে হবে না?

সাতু। বাবা, কম্ কম্ কোচ্ছ, এ যে তোয়েরি মাল, দুদিন রেখে বেচ্‌লে দেড় হাজার টাকায় পড়্‌তে পাবে না। আমার দাদা এক কথার মানুষ, তিনি এ বৎসর যে .লা কার্ত্তিক পড়েছে, অমনি রাইট করে দর বেন্ধে দিয়াছেন। এ বৎসর হাজার টাকার কমে তিনি মাল ছাড়বেন না, তা পোচে গেলেও না। (রামধনের প্রবেশ। এই যে আমার দাদা আস্‌ছেন। দাদা, একটা খদ্দের তা আমি বলেছি, সে সাদা চোখের কাজ নয়।

রামধন। আপনাদের নিবাস?

ঘটক। মুখুয্যে মহাশয়ের নিবাস বিষ্ণুপুর, এঁরা অতি প্রধান বংশ, ওঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রেরে বিবাহ দিবেন। আপনার কনিষ্ঠা কন্যার সম্বন্ধ কি স্থির হোয়েছে?

রাম। না মহাশয়, এ গ্রামের মুখুয্যে মহাশয়েরা ৮০০ টাকা বলেছেন, রামনগরের চাটুয্যেরাও ঐ ৮০০ টাকা বোলে গ্যাছেন, কিন্তু ৮০০ টাকায় আমি মেয়ে দিব না।

ঘটক। প্রতাপকাটী হোতে যাঁরা এসেছিলেন।

রাম। তারা অতি ছোট লোক!

ঘটক। মহাশয় বলেন কি? প্রতাপকাটীর মুখয্যেরা ছোট লোক! তারা অতি প্রধান বংশ।

রাম। আহা হা হা, তাঁরা ৭০০ টাকা দিয়া ছেলের বে দিতে আসেন্!

ঘটক। আপনি চান কত?

সাতু। ১২ শ টাকা সরকারি ডাক।

ঘটক। দেখুন, দর বল্‌বেন্ না, উচিত যা নেবেন তাই বলুন।

রাম। আমার কাছে এক কথা, আমি দর ফর বুঝি না, ১২শ বলি আর ১৪শ বলি, হাজার টাকার কমে ছাড়ব না।

ঘটক। বৌনি বেলা বোলে তবে অনেক খাতির কর্‌লেন! সে যা হয় হবে এখন, আগে মেয়েটা একবার দেখান।

রাম। যে আজ্ঞা মহাশয়, একটু বসুন, আমি মেয়ে আনি।

[রামধনের প্রস্থান।

সাতু। সে বড়া সরেস মাল বাবা, সে আর দেখ্‌তে হবে না।

ঘটক। আমাদের পক্ষ হোয়ে আপনার দাদাকে গুটী কয়েক কথা বল্‌তে হবে।

সাতু। ভেবেছ আমি গেঁজেল, গোটা দুই মিষ্টি কথা বলে আমাকে হাত কর্‌বে? বাবা, আমি গাঁজা খাই বটে, কিন্তু বেঠিক পাবে না। আমি ঠিকই আছি। জানো, আমি তোমাদের বিপক্ষ লোক?

কানু। কেন সাতু বাবু, আমাদের অপরাধ?

সাতু। প্রথম তোমরা গাঁজা খাও না, আর ছি! হি! হি! ঐ দেখ দাদা আস্‌ছেন, আর আমার মা সরলাকে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে আন্‌ছেন। দাদা, আর একটু এদিকে টেনে নিয়ে এস, খদ্দের দেখুক, মাল না দেখলে খোদ্দের বাড়্‌বে কেন?

(রামধন ও সরলার প্রবেশ।)

রামধন। এই দেখুন মেয়ে রামনগরের বাঁড়ুয্যেরা ৮০০ টাকা বোলে গ্যাছেন—

সাতু। ঐ দেখুন, মেয়ের ৮০০ টাকা ডাক দর হোয়ে গ্যাছে, খদ্দের কেউ থাকেন বাড়ুন—বড়া মাল যাতাহে, আটশো রূপেয়া—আটশো রূপেয়া এক—আটশো রূপেয়া দো—বাড়হ বাড়হ—আটশো রূপেয়া—আটশো রূপেয়া, আটশো রূপেয়া এক—

কানু। নয়শো।

সাতু। নয়শো রূপেয়া, নয়শো রূপেয়া, বেরি গুড্ মাল—গুড্ আইজ্, গুড্ নোজ—যাতাহে—নয়শ রূপেয়া, নয়শ রূপেয়া এক—নয়শ রূপেয়া দো—বাড়হ বাড়হ—নয়শো রূপেয়া—বাড়হ বাড়হ—নয়শ রূপেয়া এক—ভাল মাল যাতাহে, নয়শো রূপেয়া।

রাম। (বেগের সহিত সাতুর নিকট গমন করিয়া) ও কি রে বানর?

(এদিকে সরলার অন্তঃপুরে প্রস্থান।)

সাতু। দাদা, ব্যাজার হোলে নাকি? অমন না কোল্লে কি দর বাড়ে? তুমি মেয়ে আমার সঙ্গে দাও, আমি টালার নিলাম ঘরে নিয়ে যাই, আমি যদি তোমাকে ৫০০০ টাকা এনে দিতে না পারি তবে কি বোলেছি। আমি বেশ নিলাম ডাক্তে পারি,—নয়শো রূপেয়া, নয়শো রূপেয়া, নয়শো রূপেয়া এক, নয়শো রূপেয়া দো, বাড়হ বাড়হ, নয়শো রূপেয়া, ভাল মাল যাতাহে, নয়শো রূপেয়া, তৈয়ারি মাল যাতাহে।

রাম। ওরে চুপ কর্, ওরে চুপ কর্, বানর! জাত্ মারলি, কি গেঁজেলের হাতেই পোলাম, ওরে চুপ্ কর—

সাতু। নয়শো রূপেয়া, নয়শো রূপেয়া, নয়শো রূপেয়া এক নয়শো রূপেয়া, ছি! ছি! ছি! খোদ্দের নাই তার হবে কি? দাদা; দাও তোমার পায় পোড়ছি, টালার নিলামে নিয়ে যাই।

রাম। যা, তুই আর বানরামী করিস্‌নে। একেবারে জাত মারুলি আর

কি, বানরামী কোরে ৯০০ টাকার খোদ্দেরটা বিগ্‌ড়ে দিবি নাকি? (স্বগত) গেঁজেল হউক, আর মাতাল হউক, কথাটী বোলেছে কিন্তু মন্দ নয়। (ঘটকের প্রতি) মেয়ে আপনারা দেখলেন। হাজার টাকা দিতে পারেন আপনাদের সহিত কাজ করিতে প্রস্তুত।

কানু। আমরা মেয়ে দেখলাম, এখন পরামর্শ করে আপনাকে সংবাদ দিব। ঘটক মহাশয়, বলুন। [প্রস্থান।

রাম। বানরামী করে আবার একটা খদ্দের বিগড়ে দিলি।

সাতু। দাদা, ওরা ত আমাকে বে করবে না? গরজ থাকে আবার আস্‌বে। তুমি সরলাকে দাও, আমি টালাব নিলামে লইয়া যাই।

রাম। (স্বগত) নিলামে পাঠাতে পারলে ত বেশ হয়, কিন্তু তা করব কি করে? দেশে আচার নাই, বিচার নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, পোড়া দেশে দ পড়ুক। সকলি মোড়ল, যার প্রাণে যা চায় আর তাই বলে। এখনি দেশের লোকে হাত তালি দেবে, হুকা পর্য্যন্ত বন্ধ করবে। যাক্, যা হবে না তা ভেবে আর কি হবে? যে ডুর্ম্মুসে কপাল, তা ঘট্‌বে কেন?

সাতু। দাদা, ভাবছো কি? রঞ্জনের সঙ্গে বে দাও?

রাম। টাকা?

সাতু। ও টাকা ত আমার, আমি টাকা চাই না।

রাম। (স্বগত) বানর ছাড়্‌বে না রে। (প্রকাশে) বানর! তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই, সম্পর্কে যে বাধে?

সাতু। তোমরা! এই বল নিলামে দেবে, এখন সম্পর্ক বাধলো? সম্পর্কে বাধে! এ দিকে যে ব্রাহ্মণবংশ অধোঃপাতে যান? সম্পর্কে বাধে, বিদ্যাভূষণকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিলেই হবে। [যবনিকা পতন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কান্তিচন্দ্র মজুমদারের বাড়ী।

কান্তিচন্দ্র, ও তাহার তিন ভ্রাতা আসীন।

(সাতুলালের প্রবেশ)

সাতু। তোমার ভাগিনেয় রঞ্জন কি প্রত্যাগমন করিয়াছেন ?

কান্তি। কি ?

সাতু। বুঝলে না ? আচ্ছা, . সরল ভাষায় বলি। রঞ্জন কি বাড়ী ফিরে এসেছে ?

কান্তি। না, বোধ হয় আজ কাল আসিবে।

সাতু। বিন্দু দিদির খবর কি ?

কান্তি। খবর মাথা আর মুণ্ডু। তোমার বিন্দু দিদি আমার ভগ্নী, তাহাকে আমার নিন্দা করিতে নাই। তার জন্যে আমি যা করেছি তাহা ভগবান জানেন। তিনি কাশীতে আছেন। তিনি কারু নয়।

সাতু। তার এক মাত্র পুত্র রঞ্জন, তারে মোটে কাছে যাইতে দেন না। ছেলে সর্ব্ব গুণের, তাহার প্রতি নারাজ। যা কিছু ছিল সব উড়াইতেছেন, তাহার ভাব কি বল দেখি ?

কান্তি। তার কথা বোল না।

সাতু। খাওয়া দাওয়া গৃহকর্ম্ম সব হয়ে গেছে ?

কান্তি। হবে না কেন ? চারি ভাই ভাগে যোগে কাজ করি। কেও তরকারী বানাই, কেও জল আনি, কেও রান্ধি। বাড়ীতে মেয়ে মানুষ নাই, ছেলেপিলেও নাই। কয় ভাই সুখে সচ্ছন্দে আছি।

সাতু। গৃহলক্ষ্মী ঘরে নাই, তা বাড়ী দেখলে বুঝা যায়। এ দিকে ছাই,

ওদিকে ভস্ম, এ যেন শ্মশানভূমি। বলি কান্তি দা, চারি চারিটা ভাই, এ কি কারও বংশ থাকিবে না?

কান্তি। করি কি? টাকা পাবো কোথা যে বে কোর্‌বো? যা ছিল, বেচে কিনে বিবাহ কোরলাম। কথা হইল এই যে, আমার মেয়ে হলে তাহা বেচে ভায়াদের বে দেব। তা মেয়ে হবার আগে গৃহশূন্য হোলাম।

দ্বিতীয় ভাই। শুন সাতু, আমি দেখেছি বিধবা বিবাহ না হলে আমাদের বংশ থাক্‌বে না। আমি বিদ্যাসাগরের নিকট যাওয়া আসা করে থাকি।

তৃতীয় ভাই। যা না হবার সেই কথা। রাঁড়ের বে নাকি আবার হয়ে থাকে। আমি ভেক লব, বৈরাগী হবো। ইহকালও হবে, পরকালও হবে।

সাতু। ইহকালের কি ভাল হবে?

তৃতীয় ভাই। কেন, সংসারধর্ম্ম করিব? ভাল দেখে একটা বৈষ্টমী সেবা দাসী কোর্‌ব।

কান্তি। ছি! ও কথা বলে না। বামুন হয়ে বৈষ্টম হবি কেন? তোর ভাব দেখে বোধ হয় যে বৈরাগী বেটাদের সঙ্গে মিশ্‌বি?

তৃতীয়। তা ত আমি মিশ্‌বই। আমি বুঝি চিরকাল এখানে বসে ভাত রান্ধবো?

চতুর্থ। এ পরামর্শ কিছু ভাল নয়। আমি কিন্তু ব্রাহ্ম হবো। হয়ে ব্রাহ্মিকা বে করবো। বৈরাগীরা সমাজে অপদস্থ। ব্রাহ্মদের বেশ পদ আছে। আর সেই জন্যে আমি দাড়ী রেখেছি, আর চোখ বুঁজে প্রার্থনা করে থাকি।

সাতু। একজন বিদ্যাসাগরের অনুগত, তিনি একটী বিধবার লোভে ঘুর্‌-

ছেন। একজনের একটী বৈষ্ণবী পেলেই হয়। একজন ব্রাহ্মিকা পা'বার আসায় ব্রাহ্ম হবেন। কান্তি দাদা, তুমি কি আর করবে? তুমি কলমা পড়।

কান্তি। আমার ভরসা কলাগাছ।

সাতু। আজ তোমাদের এখানে মহাভারতের কথা হবে। (সুর করিয়া)

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কই বিছানা ইত্যাদি পাতা হয় নি যে?

কান্তি। মহাভারতের কথা, সে কি?

সাতু। আমি পাড়ার কতক কতক নিমন্ত্রণ করে এসেছি, তাহারা আগত-প্রায়। আমার নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য এই যে, কান্তিচন্দ্র মজুমদারের বাটীতে আজ অপরাহ্ণে মহাভারতের কথা হইবে, আপনারা কৃপা করিয়া শুনিতে আসিবেন। এই যে শ্রোতাগণ আসিতেছেন।

(কুলিন ভূবন মুখুয্যের চারি অবিবাহিতা কন্যার প্রবেশ। জ্যেষ্ঠার বয়স ত্রিংশৎ ও কনিষ্ঠার বিংশতি।)

জ্যেষ্ঠা কন্যা। কই সাতু, মহাভারত কই, কোন উদ্যোগ তো দেখ্‌ছি নে?

সাতু। উদ্যোগ সবই আছে। (কান্তির প্রতি) এঁরা আমার নিমন্ত্রণ ক্রমে তোমার বাড়ী মহাভারত শুনিতে এসেছেন।

কান্তি। এ আবার কি রঙ্গ?

সাতু। রঙ্গ কিছু নয়। আমি এক খানা নাটক লিখ্‌বো। নাটক বল্লে, বুঝ্‌বে না, মহাভারত লিখ্‌বো, তাহাতে ঘটনা চাই, তাই এ সমুদায় উদ্যোগ।

কান্তি। কিছু বুঝ্‌লেম না।

সাতু। তোমরা চারি ভাই আদমরা হয়ে আছ। তোমরা অবশ্য মনে

ভাব তোমাদের মত পোড়া কপালে জগতে আর নাই। তাই, শ্রীভগবান যে নিরপেক্ষ তাই দেখাবার জন্য ঐ চারি পোড়া কপালি একত্র করে তোমাদের সম্মুখে আন্‌লুম।

জ্যেষ্ঠা কন্যা। (মুখে বসন দিয়া) সে কি রে ড্যাকরা ?

সাতু। আপনারা বুঝ্‌লেন না। কান্তি দাদা আর ভাতৃগণ ভাবেন যে তাঁহারা বড় হতভাগ্য, তাঁহাদের সংসার হইল না, এ জীবন বিফলে গেল।

কান্তি। তাই কি ?

সাতু। আবার, আমার এই দিদি ঠাকুরাণীগণ, ইঁহারাও চারি জন। ইঁহারা ভাবেন যে, ইঁহারা কু'লন কন্যা, ইঁহাদের বিবাহ হইল না। ইঁহাদের ন্যায় হতভাগিনী ত্রিভুবনে আর নাই। তাই আপনারা পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া শান্ত হউন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা। (মুখে বসন দিয়া হাসিতে হাসিতে) ড্যাকরা, এই কি তোমার মহাভারত ?

সাতু। হ্যাঁ, এখন আরম্ভ করি শ্রবণ কর। অগ্রে উদ্বোধন করি। (করযোড় করিয়া ঊর্দ্ধ মুখ হইয়া) হে জগৎপতে! তোমার লীলা বুঝা ভার। এই এক গ্রামে চারি পোড়া কপালের ও চারি পোড়া কপালির একত্র বাস। চারি পোড়া কপালে চান স্ত্রী, আর চারি পোড়া কপালি চান-স্বামী। অথচ কাহার পোড়া কপাল ঘোচে না। তাই বলি, তোমার লীলা বুঝা ভার।

জ্যেষ্ঠা। মরণ আর কি! এই শুন্‌তে আমাদের ডেকেছিস্ ?

সাতু। (সুর করিয়া)

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

(স্বাভাবিক স্বরে) চল, তোমরা আমার সঙ্গে চল, চারি পোড়া কপালে ও চারি পোড়া কপালি। যেখানে ব্রাহ্মণ সমাজ আছে, সেখানে ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে যাইব। এইরূপ নগরে, প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে তোমাদিগকে দেখাইব, আর বলিব 'হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা নাকি সকল বর্ণের গুরু, তোমরা নাকি ব্রহ্মকে জানিয়াছ, এ স্থাও, এই চারি পোড়া কপালে ও চারি পোড়া কপালি তোমাদের কীর্ত্তি।'

কান্তি। কুলধর্ম্ম যে রাখিতে হয়।

সাতু। কুলধর্ম্মের মুখে ছাই, ইহাদের বাবার মুখে ছাই, ব্রাহ্মণ জাতির মুখে—মুখে—গাঁজা (গাঁজায় দম্)। এই চারি পোড়া কপালে ও চারি পোড়া কপালি একত্র কোর্‌লাম। এখন আপনারা যাহা ভাল বুঝেন তাই করুন।

জ্যেষ্ঠা। বাবাকে বল্‌বো এখন, তোমায় মজা দেখাবেন।

সাতু। শুন, আমি নাটক লিখ্‌বো ও তাহার মধ্যে চারি পোড়া কপালে ও চারি পোড়া কপালি ঢুকাইয়া ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে উহার অভিনয় করিব, করিয়া বলিব যে তোমাদের মুখে আগুন।

[যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কানাই ঘোষালের বাটীর এক ঘর।

শশীর মা ও সরলা আসীনা।

শশীর মা। বল মা, লজ্জা কি, তোমার মা তোমার বাপকে কিছু বলেন না?

সরলা। মার দোষ কি? এমনি মা যা বলেন বাবা তা শুনেন, কিন্তু মেয়ের বের কোন কথা বোল্লে অমনি বাবা রেগে উঠেন, আর মাকে বলেন, 'তোর বাপ আমার কাছ্ থেকে কত গুলি টাকা নিয়েছিল?' মা অমনি চুপ করেন।

শশীর মা। তোমার ছোট খুড়াও কি তোমার বাপের দলে? তা, তাঁর কথায় আর কাজ কি? তিনি যে গাঁজা খান, তাঁর মায়াই বা কি আর দয়াই বা কি?

সরলা। না না, আমার ছোট কাকা আমাকে প্রাণের সঙ্গে ভাল বাসেন।

শশীর মা। ভালবাসাতে আর পেলে কি? আচ্ছা যদি বুড় মুখুয্যে সত্যিই ১০০০ টাকা দেয়, তবে কি বাছা তোমার বাপ তার সঙ্গে তোমার বে দেন?

সরলা। (মস্তক নত করিয়া) তা দেন বই কি। শশীর মা! তোমার

পায় পোড়ছি, ও সব কথা তুমি আর তুল না, আমার মনে বড় কষ্ট—

(রঞ্জনের প্রবেশ.।)

শশীর মা। এই যে রঞ্জন আস্‌ছে। সরলা, তোকে একটা কথা বল্‌বো ? এই যে আমার সাধের স্বামী, যিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন, তাঁকে ঐ বয়সে ঠিক রঞ্জনের মত দেখাত। বল্‌তে কি ছেলেটী দেখ্‌লে যেন আমার মাইতে দুধ আসে, আর উহাকে কোলে কোর্‌তে ইচ্ছা করে। আমার ছেলেটী যদি বেঁচে থাক্‌তো, তবে অত বড়টী হোত। (রঞ্জনের প্রতি) কে ও রঞ্জন ? এসো বাছা এসো, তোমাকে কয়েক দিন দেখি নাই। বোসো, আমি না এলে যেও না। সরলা, তুমিও একটু বোসো, আমি অনেকক্ষণ ঘাটে যাব যাব কোর্‌ছিলাম, কিন্তু তোমাকে একা রেখে যেতে পাচ্ছিলুম না, এখন তুমি আর রঞ্জন বোসে পড়াশুনার কথাবার্ত্তা বল, আমি এলা'ম বোলে।

সরলা। আমিও যাই। মা বোক্‌বেন এখন।

শশীর মা। সে কি, এলে আর যাবে ? বোস আমি এলাম বোলে।

সরলা। শীঘ্র আস্‌বে ত ? দেরি হয়ত বল, আমি যাই।

শশীর মা। না, না, না, বোসো। রঞ্জন, দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কেন ? উঠে বোসো। আমি এখনি আস্‌ছি। [প্রস্থান।

রঞ্জন। সরলা! পালাচ্ছিলে ? পালাও। তোমার এখন এরূপ হয়েছে কেন ?

সরলা। আমি যাই অনেকক্ষণ এসেছি।

রঞ্জন। তবে দাঁড়ায়ে থাক্‌লে কেন ? যাও।

সরলা। আমি বোল্‌ছিলাম যে অনেকক্ষণ হলো—

রঞ্জন। তার পর ?

সরলা। আমি অনেকক্ষণ এসেছি।

রঞ্জন। তবে যাও।

সরলা। তুমি কি এই এলে ?

রঞ্জন। সরলা ! সে এক দিন ছিল, যখন আমি তোমাকে রেখে কোথাও যেতে পারতুম না। পালিয়ে গেলে, অমনি পেছনে পেছনে কান্দ্‌তে কান্দ্‌তে যেতে ! সে একদিন কাল ছিল, এ আর এক দিন ! এখন আমাকে দেখে তুমি পালাও ! যখন মামার বাড়ী হোতে বাড়ী যেতাম, সরলা, তখন তুমি, দুই তিন দিন অন্ন জল খেতে না, রঞ্জন দা বোলে কেন্দে ভাসিয়ে দিতে, মার কাছে শান্ত হোতে না, হাতে সন্দেশ পেয়েও শান্ত হোতে না, প্রাতে উঠেই মার কাছে জিজ্ঞাসা কোর্‌তে, মা, রঞ্জন দা কবে আস্‌বে ? সে একদিন কাল গ্যাছে। আজ কত দিন পরে আমি এলাম, আর আমাকে দেখে তুমি পালাচ্ছ। সরলা ! এ কি সেই তুমি, আর এ কি সেই আমি ?

সরলা। আমি তা বোল্‌ছিলাম না।

রঞ্জন। তোমার দোষ কি, তুমি এখন বড় হয়েছ ! তোমার আস্‌তে ভয় ভয় করে,—না ? আমারও করে। কিন্তু, করি কি, আমার তোমা বই জগতে আর কেহ নাই। আমার ভালবাসার পাত্র আর নাই আমার একমাত্র মা ছিলেন, তিনি মারা গ্যাছেন।

সরলা। সে কি ?

রঞ্জন। সত্যই আমার মা মারা গ্যাছেন। কাল তাঁর শ্রাদ্ধ হোয়ে গ্যাছে। মা কাশীতে ছিলেন, তা জান ? সেখানে তাঁর মৃত্যু হোয়েছে, এখন আমি পথের ফকির হোয়েছি। মার ব্যারামের সংবাদ আমাকে দেন নাই। তুমি জান,—আর তোমার কাছে

কি অপ্রকাশ আছে ?—মা আমায় ভালবাস্‌তেন না। আমি জন্মাবার পূর্ব্বে বাবার মৃত্যু হয়, মা আমার সথা সর্ব্বস্ব ছিলেন। আমি মার একান্ত অনুগত ছিলাম। মা! তুমি আমায় ভাল বেসো না বেসো, আমি তোমায় বড় ভাল বাস্‌তাম (রোদন)

সরলা। তোমার কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হোচ্ছে। (ফুটিয়া ক্রন্দন।)

রঞ্জন। (রোদন সম্বরণ করিয়া) চুপ কর, চুপ কর, কেন্দ না, সরলা! (সরলার হস্ত ধারণ করিয়া) আমার পৃথিবীতে আমার বোল্‌তে আর কেহ নাই। আমি এখন একা—একা—একা, যোলে কান্দ্‌বার লোক নাই। সরলা, আমার কি কেউ আছে ?

সরলা। (লজ্জায় নতমুখী।)

রঞ্জন। তবে মন দিয়ে শুন। আমি এখন অতি দীন দুঃখী। বড় মানুসের ছেলে, কিন্তু এখন আমার একটী পয়সাও নাই, দাড়াবার স্থান নাই। মা কাশীতে দানধ্যান কোরে যথাসর্ব্বস্ব খোয়ায়েছেন, আবার দেনাও রেখে গ্যাছেন। কষ্টে শ্রষ্টে হাজার টাকা সংগ্রহ কোর্‌তে পারি, ও তোমার বাপকে সেই টাকাটী দিয়ে এখনি তোমাকে বে কোর্‌তে পারি। কিন্তু আমি স্ত্রীর কাঙ্গাল নই, ভালবাসার কাঙ্গাল। আমার ধন নাই, জন নাই, আজ বে কোরে কাল যে কি খেতে দেব এমন সংস্থান নাই। তোমাকে বে কোরে কি কাঙ্গালিনী কোর্‌ব? এই কি আমার তোমার প্রতি ভালবাসা ? না, না, না, যদি তুমি আমার না হোলে অসুখী হও, যদি তুমি আমার না হোলে আমি যে রূপ দুঃখী হই, তুমি সেইরূপ দুঃখিনী হও, তবেই আমি তোমাকে আমার কোর্‌তে পারি। সরলা! তুমি আমার সঙ্গে কাঙ্গালিনী হবে, না আমাকে কাঙ্গালী কর্‌বে? না, না, না, ভাল বোল্লাম না সরলা,

তুমি আমার কথা ভেব না। তুমি কি আমার সঙ্গে কাঙ্গালিনী না হোলে দুঃখিনী হবে? একটী কথার উত্তর কর নিদেন, আমি কেবল তাই শুনতে এই ছয় ক্রোশ এসেছি।

সরলা। আমি কি এ সকল কথার উত্তর দিতে জানি, না দিতে পারি? আমার লজ্জা করে না?

রঞ্জন। তা আমি বুঝি। তোমার সহিত এ সব কথা এক্ষণ বিড়ম্বনা। আমার উচিতও না। কিন্তু তোমাকে বলে রাখি। আমি তোমাকে বিবাহ কর্‌বো বলে টাকা জোগাড় কচ্ছি। আর, আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি, তবে তোমার গাছতলায় থাকতে হবে, কারণ আমার কিছুই নাই, সব গ্যাছে। যদি বল তবে বে কর কেন? তোমার উপর আমার গাঢ় ভালবাসা, সেইজন্য। আর সেইজন্যেই মনে বিশ্বাস যে, তুমি আমাকে লইয়া গাছতলায়ও সুখী হইবে।

(নেপথ্যে। হি! হি! হি!)

রঞ্জন। কেও, কেও?

সাতু। তবে একটী বাধা।

(রঞ্জন ও সরলার চম্‌কাইয়া জড়সড় হওন।)

রঞ্জন। কেও?

সাতু। আমি সাতুলাল, চুপে চুপে প্রীতি-সম্ভাষণ শ্রবণ করিতেছি। হি। হি! লব্‌ কোর্‌ছো বাবা, খুব লব্‌ কর, আমি তোমার সাপেক্ষ লোক। কিন্তু বাবাজি, সুধু বোল্লে ত হয় না, তোলিয়ে বুঝ্‌তে হয়। সরলা যে তোমার মামাত বোন্, ও বে ত হয় না বাবা?

(শশীর মার প্রবেশ।)

(শশীর মার প্রতি) কেমন গা, রঞ্জন ও সরলাতে কি বে হয় ?

শশীর মা। না, তা হয় না, আমার যে একটু সম্বন্ধ ছিল, তা এইমাত্র জেনে এলাম।

রঞ্জন। শশীর মা, সত্তি ? ওঁরা মামাদের দূরের জ্ঞাতি বই ত নয় ?

শশীর মা। তবুও হয় না। ও কি রঞ্জন, তোমার মুখ যে আন্ধার হয়ে গেল, ওমা।—কি হবে! —রঞ্জন, বাবা, তুমি—

রঞ্জন। আর আমার এখন কি ? পৃথিবীতে আমার বল্‌তে এক সরলা ছিল সেই যদি আমার না হলো, তবে আর মরণ-বাঁচন সমান।

শশীর মা। একি! সরলা যে ঢুলে পলো। অজ্ঞান হলো নাকি ? ধর ধর আমি জল পাখা আনি!

(সাতু সরলাকে ধারণ ও রঞ্জনের মুখে জলের ছিটা দেওন।)

সাতু। রঞ্জন! অত ব্যস্ত হৈও না ? ব্রাহ্মণ বংশ কি একেবারে অধঃপাতে যাবে ?

(যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রামধন ও কান্তিচন্দ্রের প্রবেশ।)

কান্তি। কোথা যাও দাদা, দাঁড়াও।

রাম। সরলার অসুক করেছে, তাই কবিরাজ ডাকিতে যাচ্ছি।

কান্তি। কি অসুখ ?

রাম। জর, আর কি।

কান্তি। আমার ভাগিনে রঞ্জনকে কেন সরলাকে দান করো না?

রাম। দান কারে বলে?

কান্তি। বলি বে দাও না?

রাম। সে কথা পরে হবে, বলি কাল তোমাদের পাড়ায় কি গোল হচ্ছিল?

কান্তি। সে বড় মজা হোয়ে গেছে, শুননি?

রাম। না বল দেখি।

কান্তি। গোপীমোহন ভট্টাচার্য্য বড় নাকাল হোয়েছেন।

রাম। কি রকম, কিসে নাকাল হোলেন তাতো শুনিনি।

কান্তি। আরে ভাই সে বড মজা হোয়ে গ্যাছে। তবে দাঁড়িয়ে শোন, বোল্‌ছি। জান ত জামাইটার বাড়ী বাগান বাঁধা রেখে বে ছ্যান। সে জামাই ব্যাটা ধাড়ী জুয়াচ্চোর, সে মনে কোরেছে যে উনি সত্ত্বি আর সে বাড়ী বাগান দখল কোর্‌তে পার্‌বেন্ না। চালাকিকোরে কাজ হাঁসিল কোরেছে, টাকা দিতে এখন বোয়ে গ্যাছে। উনিও জেদ কোর্‌লেন যে পণ বাহার টাকা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব কোরে বুঝে সম্‌ঝে না পেলে আর মফস্বল দখল দেবেন না। কা'লকে সে জামাই বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী বের বরযাত্র হয়ে এয়েছিল। ভট্টাচার্য্য টাকার লোভে বের সভায় আছেন, সে বেটা ফাঁকের ঘর পেয়ে সরে জমীনে গে দখল কোরে বসেছে।

রাম। কি! বন্দকি টাকা শোধ না কোরে?

কান্তি। হাঁ, বন্দকি টাকা শোধ না কোরে। বোল্লাম যে, টাকা দিতে তার এখন আর বোয়ে গ্যাছে।

রাম। ব্যাটা তবে নিতান্ত পাষণ্ড,-ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান নাই, কেবল আপন

স্বার্থ খুঁজে বেড়ায়। তা হবে না ? গোপীমোহন যেমন বোকা ! বেটা এখন সরলাকে বে কোর্‌তে আসে ত আচ্ছা জব্দ কোরে ছেড়ে দি। তাই বা হবে কেমন কোরে ? ব্যাটা একটা মেয়ের টাকাই দিতে পারে না। গোপীমোহন কেন ঘাড় ধোরে ঘর হতে বের কোরে দিলে না ?

কান্তি। তাই বোল্‌ছিলাম, শোন না। ভট্টাচার্য্য শেষে সাড়া পেয়ে, দৌড়াদৌড়ি বাড়ি গে, দেখ্‌লেন যে তখন ব্যাটা দখল কাবেজ কোরে ফেলেছে। কি করেন, শেষে ফৌজদারি কোরে তাকে সেই রেতে মারেন আর কি।

রাম। বল কি ! বেশ, বেশ। গুওটার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, খুব নাকাল হোয়েছে।

কান্তি। শোন বল্‌ছি, কে নাকাল হয়। ব্যাটা ত অপমান সয়ে রৈল। মেয়েটা এ কেলে, তাতে স্বামী জোয়ান সব, সে স্বামী ছেড়ে ওঁকে নিয়ে থাক্‌বে কেন ? নখন ছোঁড়া তাড়া খেয়ে প্রাণের ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে লুকায়ে পলায়, ছুঁড়ি তার কাণে কাণে কি বোলে দিলে। ছোঁড়া বরযাত্রদিগের সঙ্গে যে পাল্‌কী বেহারা এসেছিল, সেই পাল্কী বেহারা যোগাড় কোরে রেতেই বৌ নিয়ে পালায়েছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, গোপী মোহন ঐ মেয়ে বেচে যে ৩৫০ টাকা পান, তা ঐঘরে পোতা ছিল, ছুঁড়িটা তা জান্‌ত, তাও গ্যাছে।

রাম। গুরু ! তোমার ইচ্ছা !

কান্তি। এখন ভট্টাচার্য্য হায় হায় কোরছেন, ভট্টাচার্য্য বামুনের পাঁচ হাত জিবে, টাকার শোকটা বড় লেগেছে, বামুন পাগল হোয়েছে। এখন তাকে চিকিৎসা কোর্‌তে হবে।

রাম। বটে বটে, ও কর্ম্মে আর মজা নাই, এখন সেওয়ায় জুয়াচুরি, আর কাজ নাই।

কান্তি। সকলের সঙ্গে আর জুয়াচুরি চলে না। ভট্টাচার্য্য বুদ্ধি খুব মোটা। বিশেষতঃ যার কর্ম্ম তারই সাজে। বের সময় সাড়েতিন শ টাকা নগদ দিয়েছিল, আর কিছু দিতে গিয়েছিল, তা না নিয়ে মনে কোর্‌লেন বেশী কোরে নেব, তাই দেড়শ টাকার জন্য সমুদয় বন্ধক রাখ্‌লেন।

রাম। ভট্টাচার্য্য কেন নালিশ করেন না? তা হলে জামাই ব্যাটা খুব জব্দ হোয়ে যায়?

কান্তি। সে গুড়ে বালি, মকর্দ্দমা কোরে আর কি কোর্‌বেন, ওর নাকি মকর্দ্দমা হয় না।

রাম। মেয়ে বুঝি আর টাকার না? পোড়া দেশে আচার-বিচার নাই। যেমন হয়েছেন রাজা, তেমনি দেশের লোক গুলা। মহাশয়, আমার মেয়ে আমি হাজার টাকার কমে ছাড়ব না, যার সঙ্গতি থাকে সে নেবে, সঙ্গতি না থাকে আসিস্‌ নে। তা ভাই আস্‌তে ছাড়বে না। ঠিক যেমন গাই গরুর পেছন পেছন ষাঁড় গুলা ফেরে, তেম্‌নি পালে পালে মিন্‌সেরা লেগে আছে। আবার টাকার সঙ্গতি কোর্‌তে পারে না বোলে উল্টে আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, এই জ্বালায় জ্বালাতন হোয়ে গেলাম। আমি টাকা দিয়ে বে কোরেছিলাম, যদি আমি উপস্বত্ত ভোগ না কোর্‌ব, তবে আমার টাকা খরচ কোরে বে করার দরকার কি ছিল?

কান্তি। বুঝে চল্‌তে জানলে আর কেউ ঠাট্টা করে না, ঠাট্টার কাজ কোর্‌লেও লোকে ঠাট্টা করে না। শ্রীশ বিদ্যারত্ন রাঁড়ের বে কোর্‌লে, তবু ত সে চলে গেল? আমি এখন এই পথে যাই।

[কান্তিচন্দ্রের প্রস্থান।

রামধন। (স্বগত) বিধবা বে চল্লে কিন্তু মন্দ হতো না বুড় মুখুয্যে ৮০০ টাকা স্বীকার কোরেছে, কেন ওর সঙ্গে বে দিই না? দুদিন পরে বুড় মরে যাবে, যে কাশ রোগে ধরেছে তা তার জোর আর এক বছর, তার পরে আবার ঐ মেয়ের বে দিয়ে সচ্ছন্দে আর ৫। ৭ শ টাকা নিতে পারি। (দীর্ঘ নিশ্বাস।) বামুনে কপাল আশা কোর্লে হয় কি? পোড়ার দেশে থেকে যে ইচ্ছামত কর্ম্ম কোর্ব, তা আর হবে না। এই মেয়েটার বে হোয়ে গেলেই আমারও ফসল ফুরাল। আর যে সন্তান সন্ততি হবে সে ভরসা নাই, প্রায় মাইটে গড়াল, আর কত কালই বা লোকের ছেলে (শ্রীবিষ্ণু!) মেয়ে হোয়ে থাকে। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যদি কিছু অল্প বয়সে বে কর্‌তে পার্‌তেম, তবে অনায়াসে আর দুই তিনটী ছেলে (শ্রীবিষ্ণু!) মেয়ে হোত। হাবাতের সুখে বিধাতা বাদী। বামুনী কিন্তু বিলক্ষণ ডাঁট আছে, আর পাঁচ ছটা অনায়াসে হোতে পার্‌ত। তা—তা সে যে হাবী, তা দ্বারা যে আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হবে, সে বড় কথার কথা। আজ প্রকারান্তরে বোল্‌ব এখন। (নেপথ্যে কাতরধ্বনি।)

কিসের গোল? এই যে গোপীমোহন ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী এদিকে দৌড়িয়ে আস্‌ছে, ভট্টাচার্য্যকে যে পেছনে পেছনে দেখ্‌ছি, বড় রাগত, বিষয়টা কি?

(ধাবমানা গোপীমোহনের স্ত্রী ও তৎপশ্চাৎ
গোপীমোহনের যষ্টি হস্তে প্রবেশ।)

বলি, ও গোপীমোহন, বিষয়টা কি?

গোপী। (স্ত্রীর প্রতি) বল্, এখনও বল্, নইলে তোর আজ নিস্তার নাই।

স্ত্রী। ওমা আমি কোথা যাব! জাত্ গেল—জাত্ গেল।

রাম। বলি, ও গোপীমোহন, ক্ষান্ত দাও, বিষয়টা কি?

গোপী। বিষয়টা কি তা শুননি? ওরে আমার সর্ব্বনাশ হোয়ে গ্যাছে। চোর ব্যাটা জামাই না আমার শালা—সেই গুয়টা, মজুমদার দাদা,—আমি তার একটা পয়সাও ভাঙ্গি নাই। (ক্রন্দন, পরে ক্রোধ ভরে) মজুমদার দাদা, একটী মেয়ে হয়, তারপরে ঐ গুয়টী ৪।৪ টা ছেলে বিওয়েছে। বল্ বল্, গুয়টী বল্ (স্ত্রীর কেশাকর্ষণ করিতে উদ্যত, রামধন কর্ত্তৃক নিবারিত) বল্ বল্ এখন হোতে মেয়ে বিওবি। না হয় এই লাঠির বাড়িতে তোর মাথা ভাঙ্গবো। মান্‌সে বে করে কি কোর্‌তে রে? হায়! হায়! হায়! একেবারে চার্ চার্‌টে ছেলে! বামুনে কপাল! (ক্রন্দন) হায়! হায়! হায়! (ক্রোধের সহিত) বল গুয়টী এই সময় বল্, নইলে—(লগুড় লইয়া মারিতে উদ্যত।)

স্ত্রী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) তা আমি কেমন কোরে বোল্‌ব? বিধাতার হাত। আর, উনি আমাকে দু বেলা ঐ বলে ধম্‌কান, ওকি একা আমার দোষ গা?

গোপী। ফের্ ঐ কথা, হারামজাদি। (মারিতে উদ্যত।) আমি ওকে দুবেলা বলি, তবু আমার কথা কাণে করে না, হারামজাদি! উনি লজ্জায় মরেন, উনি জিব কাটেন, উনি কত কাচই কাচেন।

রামধন। ওকে তুমি কি বল?

গোপী। আমি ওকে বলি যে আমা ছাড়া বুঝি আর মেয়ে হয় না। বল্ গুয়টী তোর পুতের মাথা খাস্। হায়! হায়! হায়! সাড়ে তিন শ টাকা রে, সাড়ে তিন শ টাকা (ক্রন্দন) ওরে বামা, তোর মনে

কি এই ছিল,—ওরে, তুই কেন হয়ে মলিনে,—ওরে, তোর বদলে আমার কেন একটা ছেলে হোলো না ?

[স্ত্রীর প্রস্থান।

রাম। (গোপীমোহনের হস্ত ধরিয়া) যাও বাড়ী যাও, এ পথে ঘাটের কাজ নয়। (কাণে কাণে) বেশ পরামর্শ ঠাওরেছ।

[রামধনের প্রস্থান।

(সাতুর প্রবেশ।)

সাতু। আমি সব শুনেছি। গোপী দা ওষুধ কর।

গোপী। পাবো কোথা ? এর নাকি ঔষধ হয় না ?

সাতু। সে সব নষ্ট লোকের কথা ওষুধ দু প্রকার আছে। এক প্রকার ঔষধ খেলে উদরে কেবল মেয়ে হয়। আর এক প্রকার ঔষধ আছে যাহাতে ছেলে মেয়ে করা যায়।

গোপী। সে কি ? আমার চারিটা ছেলেকে মেয়ে করা যায় ?

সাতু। হা, তা যায়, তবে একটা বাধা আছে।

গোপী। কি বাধা ?

সাতু। গোফ উঠলে হয় না।

গোপী। কিন্তু আমার ছেলেদের ত গোফ উঠে নাই। ও—তুই তামাসা কচ্ছিস্ ? নইলে তোদের বউকে কি ওষুধ খাওয়াইস্ না ?

সাতু। বউ ওষুধ খেয়েছে বই কি ? বউ এখন যে প্রসব করবে, সব মেয়ে হবে। এই দেখ বলে রাখ্লেম্।

গোপী। ভাই সাতু, তুমি এ যাত্রা আমাকে রক্ষা কর।

সাতু। অদ্য থাকুক, বাড়ীতে আমার অসুখ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামধন মজুমদারের উত্তরের ঘর। সরলা শায়িতা
ও শশীর মা আসীনা। সাতুলাল এক
কোনে বসিয়া গাঁজা খাইতেছেন।

শশীর মা। তোমার দাদা কতক্ষণ ডাক্তার আন্‌তে গ্যাছেন ?

সাতু। এলেন বোলে, বল কি হাজার টাকা! কেন কবিরাজ মহাশয় কিছু কোর্‌তে পার্‌লেন না? (গাঁজায় দোম্) বড় বউ গেলেন কোথা?

শশীর মা। তেমন উপশম বোধ হোচ্চে কৈ? সরলার মা একটু শুতে গ্যাছেন, এই চোদ্দ রাত্রি জাগরণ, বল কি?

(ডাক্তার ও রামধনের প্রবেশ)

ডাক্তার। কই, কোথা, এই যে, কেমন, কি হয়েছে, কই, দেখছে কে, পল্‌স কেমন, খেতে দিয়েছে কি, কবে—

সাতু। হোয়েছে বাবা বক্কেশ্বর।

রামধন। আমার এই মেয়েটী, (পৈতা দ্বারা ডাক্তারের হাত জড়াইয়া)
আমি গরিব ব্রাহ্মণ আমার এই ছোট মেয়েটী। আমি অতি গরিব ব্রাহ্মণ সম্বল কেবল এই মেয়েটী। ডাক্তার বাবু আমার আর সন্তান সন্ততি হবে না। আমার সে ফসল অনেক দিন ফুরায়েছে। (স্বগত) আহা! তখনি যদি ৮০০ টাকায় মেয়েটি ছাড়তাম! পোড়া অদৃষ্ট!

ডাক্তার। আচ্ছা আচ্ছা, কই রোগী কই, এই যে, জিব দেখি?

সাতু। ডাক্তার বাবু, জিব কেন, আর একটু বকো বসে তবে তোমাকে অক্কা দেখাবে এখন।

ডাক্তার। ও কে?

রামধন। বাবু ও গেঁজেল, ওর কথা ধোর্‌বেন না। মেয়ে অজ্ঞান হোয়ে আছে।

ডাক্তার। সেন্স নাই, পল্‌স দেখি? এই যে হাই ফিবার, কন্‌জেস্‌শন। প্রদীপ আন, ডিলিরিয়ম্‌ হোয়েছে কি?

সাতু। বেশ! তবে তুমি বেশ ডাক্তার!

সরলা। (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া) দশ্‌ দশ্‌কে শ, একশ দশকে হাজার।

রামধন। আহা হা! মা আমার কি বুদ্ধিমতি! (ক্রন্দন) মা, তুমি আমার সর্ব্বনাশ কোর্‌তে বসেছ মা? (ক্রন্দন।)

সাতু। আরে কবিরাজ মহাশয়, একবার এদিকে এসো না।

(কবিরাজের প্রবেশ।)

ডাক্তার। এই যে, ইনি কবিরাজ? কবিরাজ মহাশয় দেখ্‌লেন কেমন?

সাতু। বাবা, দেখ্‌লে তুমি, বোলবেন উনি?

ডাক্তার। পীড়া সাব্যস্ত করার পক্ষে কিরূপ বিবেচনা করা হোয়েছে? ঔষধ কি দিলেন?

কবিরাজ। দেখ্‌ব কি আর ঘোরতর বাতশ্লেষ্ম বিকার, বায়ুর নাড়ী বুঝায় না বুঝায়, কফের নাড়ি অত্যন্ত প্রবল, কাজেই বিষ প্রয়োগ করেছি। রোগী কফে ডুবু ডুবু হয়ে আছে, ১২টা সূচিকাভরণ খাওয়ান হোয়েছে, তবু ঔষধ ধরে নাই, আর আজ চৌদ্দ দিন অনাহার বলেন কি মহাশয়?

ডাক্তার। এই চৌদ্দ দিন অনাহারে! রোগী যে বেঁচে আছে সেই তাজ্জব! যাক্, এখন মাথার চুল ফেলতে হবে—

সরলা। (মাথায় হাত দিয়া) তোমরা কেউ আমার মাথার চুল ফেল না, আমি মরি মোর্ব্ব।

শশীর মা। সরলা! সরলা! কি বোল্‌ছ? আবার অজ্ঞান হোল!

ডাক্তার! আর আর ও গুলাকে কি বলে? লিচ্‌কে কি বলে? মনে হোয়েছে। জোঁক, জোঁক,—জোঁক ঘরে আছে? না থাকে আন্‌তে পাঠাও। এই রাত্রে দশটা জোঁক চাই।

(নীল বাবুর প্রবেশ।)

নীল। মহাশয়, রক্তমোক্ষণ করে রোগীকে আরো দুর্ব্বল কোর্‌বেন না।

ডাক্তার। কে আপনে?

নীল। আমার বাটী ইহার নিকট, চিকিৎসা করে থাকি বটে, কিন্তু ব্যবসা করি না, আর আমি আপনাদের মতে চিকিৎসা করি না।

ডাক্তার। আপনি কি মতে চিকিৎসা করে থাকেন?

সাতু। ব্রাহ্ম মতে।

নীল। মহাশয়, আমি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা কোরে থাকি।

ডাক্তার। হোমিওপ্যাথি! রক্তমোক্ষণ কর্‌লে রোগীর উপকার হবে কি অপকার হবে, তা আপনার জানবার অধিকারের কি দাবী আছে? আপনার এনটমি কি ফিজিওলজি পাঠ করার পক্ষে যত্নশীল হওয়া হয়েছিল?

নীল। মহাশয়, সে কথায় এখন কাজ কি, রোগী আরাম হউক, তার পরে বোঝা যাবে এখন। আমি আপনার ভিজিটের হন্তারক হচ্ছি না। কবিরাজ মহাশয়! রোগীকে এখন কেমন দেখলেন?

কবিরাজ। সেই রকম বাতশ্লেষ্ম বিকার, গোড়া গোড়ী ত্রিদোষ ঘটেছে;

সাতু। এটা ভুল, ভুল, ভুল,—গোড়াগোড়ী না, এই এখন ত্রিদোষ ঘট্‌লো। (তিন জন চিকিৎসকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই এক দোষ, এই আর এক দোষ, এই স্যাও ঠিক ত্রিদোষ। এখন আর ব্রহ্মার বেটা শিব এলেও রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। (গাঁজায় দোম।)

সরলা। (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া) একটু জল— একটু জল।

ডাক্তার এই যে,—দাও, একটু জল দাও।

কবিরাজ। না মহাশয়, আমার বিবেচনায় এই রাত্রিকালে জল দিলে কফের অত্যন্ত বৃদ্ধি হবে।

নীল। জল দেওয়াতে তত দোষ নাই, তবে জলটা পবিত্র হওয়া চাই, আর এক ফোঁটা বেলেডোনা মিশিয়ে দেওয়া উচিত।

ডাক্তার। তাই ত—হা! হা! হা!

নীল। হাঁস্‌লেন্ যে? আমি সকালে একটা বেলেডোনা খাওয়াইয়া ছিলাম. তাহাতে অনেক উপশম হয়, কবিরাজ মহাশয় জানেন।

কবিরাজ। তা নয়,—আমি যে মুষ্টিযোগ দেই, তাতেই উপশম হয়।

ডাক্তার। বেলেডোনা না, বেলাডোনা।

নীল। আপনি অতি,—বল্‌ব, চট্‌বেন না,—আপনি অতি অসভ্য।

শশীর মা। বলি,—একটু জল দেব?

ডাক্তার। (নীল বাবুর প্রতি) তুমি অতি—অতি ফুল।

নীল। তুমি অতি নচ্ছার।

ডাক্তার। তুই পাজি।

নীল। তুমি মার্ডারার। এ পর্য্যন্ত খুন কতটা কল্লে? দশটা জোঁক আন্‌তে বোল্‌ছিলে না? ব্লিডিং করার চেয়ে অনিষ্টকর—। হেম্পেলের মতে রক্তই মনুষ্যের জীবন, হেরিং বলেন—

ডাক্তার। (ছড়ি উচু করিয়া) অন্য স্থানে হোলে চাবুক দিয়ে তোর হোমিওপ্যাথি বের্ কোর্তাম।

কবি। আহা হা, কলহ কর কেন? "রক্তমোক্ষণঞ্চ—আঁ—আঁ—

সরলা। একটু জল।

শশীর মা। বলি, জল দেব? রোগী জল জল কোর্ছে, আর আপনারা বিবাদ কোর্ছেন?

নীল। তা বটে বটে, কর্ম্মটা ভাল হয় নাই, রোগী পিপাসায় মরে, আর আমরা ঝগড়া কর্ছি! রাগ এমন পাজি জিনিস, ইহাতে কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না। (স্বগত) রাগ কি সারে না? হানিমান তুমি ধন্য! একটা ঔষধ খাই (পুস্তক খুলিয়া) এঙ্গার, (পাত উল্টাইয়া) এঙ্গারে, ইপেকা, ঠিক। (শিশি হইতে একটী ক্ষুদ্র বটিকা লইয়া সেবন, এবং ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া প্রকাশ্যে) আর আমার রাগ হবে না, আপনি যা ইচ্ছা তাই বলুন।

ডাক্তার। কি?

নীল। আর আমার রাগ হয় না।

ডাক্তার। (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য) এই ঔষধ খেলে, তাতেই রাগ বন্ধ হোয়ে যাবে?

সাতু। হ্যাগা ঔষধ-খেলে-বাবু, আপনার ও কোন্ মতের চিকিৎসা বাবা?

নীল। হো-মি-ও-প্যাথি।

সাতু। বাবা হৈমবতী, আপনাদের মতে বুঝি রোগীর ব্যারাম হোলে কবিরাজে ঔষধ খায়? এ অতি উৎকৃষ্ট মত। বাবা, আর একটা বড়ী খা না? আমার একটু কাসি আছে। (কাসিয়া) এই দেখ বাবা। খা না? কাসিটীতে বড় ত্যক্ত কোর্ছে

ডাক্তার। এই ডিলিউডেড্ ফুলের সঙ্গে ঝকড়া কোরলেম?

নীল। (স্বগত) আবার যে রাগ হয়, এর মানে কি? বুঝেছি। এই খেলাম তার ঔষধ ধোর্‌বে কি, একটু সময় যা'ক। (প্রকাশ্যে) আপনি একটু ক্ষান্ত হউন, ঔষধটা আগে ধোরে নিউক, তার পরে যাহা ইচ্ছা হয় বোলবেন। তখন দেখ্‌বেন, হানিমান জগতের কত মঙ্গল করেছেন।

সরলা। একটু জল।

ডাক্তার। (আরও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য) ফুল! ইডিয়ট!

নীল। (স্বগত) কি দায়! ঔষধটা য়্যাক্‌ট কর্‌তে দিলে না? তা না, বোধহয় পানের মুখে ঔষধটা খেয়েছি, তাইতে নিউট্রালাইজ্‌ হোয়ে গ্যাছে। (কুলকুচ করিয়া আর একটা বটী সেবন এবং প্রকাশ্যে দন্তের সহিত মাথা নাড়িয়া) এখন আর রাগাতে পার্‌বেন না মহাশয়।

শশীর মা। একটু জল দেব?

ডাক্তার। দাও না, আমি ত বল্‌ছি।

নীল। বড়ীটা মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিন্!

ডাক্তার। ননসেন্স। দাও, একটু জল দাও।

নীল। (স্বগত) আবার যে রাগ হয়, কি ভোগ এ সারবার নয়! (পকেট হইতে একখানা পুস্তক বাহির করিয়া একটু দেখে) দেখি, একটা হাইওসাইমস খাই। (দন্ত মার্জ্জন ও কুলকুচ, পরে বটিকা সেবন।) সেল্‌ফ এষ্টীম ত ওকে অন্ধ কোরেছে, আমার ব্যবস্থা শুন্‌বে কেন? আপনি যা বুঝে তাই করে, ভাবে যে পৃথিবীতে আর কেহ কিছু বুঝে না। অতিরিক্ত সেল্‌ফ এষ্টীম থাকিলে এইরূপ হয়। এই সেল্‌ফ এষ্টীমটা একটু দমন কোর্‌তে পারলে হয়। সেল্‌ফ এষ্টীম নিবারণের ঔষধ ত আছে।

ও এখন যদি খায়। (পুস্তক বাহির করিয়া) সেল্‌ফ এষ্টীম (পাত উল্টাইয়া) ওপিয়ম। এখন ইহার একটা গ্লোবিউল ওকে খাওয়াইতে পারিলে হয়। (প্রকাশ্যে করযোড়ে ডাক্তারের প্রতি) যা হোয়েছে তার জন্য মাপ করুন আর আমার একটী প্রার্থনা।

ডাক্তার। এ আবার কি ভাব?

নীল। আপনারা বলেন আমাদের ঔষধে উপকারও করে না অপকারও করে না। কেমন ত?

ডাক্তার। তার পর।

নীল। (একটী হোমিওপ্যাথি বটিকা হস্তে করিয়া) এই বড়ীটি যদি আপনি খান, তবে আপনার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, কেমন?

ডাক্তার। তার পর।

নীল। (স্বগত) তবে পেড়েছি। (প্রকাশ্যে) অতএব অনুগ্রহ কোরে এই বড়ীটা খান (বটিকা হস্তে দিতে উদ্যত।)

ডাক্তার। (সক্রোধে) ঠাট্টা কোর্‌ছ নাকি?

নীল। না মহাশয়, আপনি এ বড়ীটা খান্। উহাতে আপনার কোন অনিষ্ট কোর্‌বে না, বরং দেখ্‌বেন বেলেডোনা যে এই রোগীর উপযুক্ত ঔষধ তাহা আপনার স্বীকার কোর্‌তে আপত্তি থাক্‌বে না।

সাতু। খেয়ে ফেল বাবা। উনি একটা খেয়েছেন—একটা কেন তিনটা খেয়েছেন—এখন তুমি একটা খাও। পরে কবিরাজ মহাশয় যাহাতে খান তা করা যাবে এখন। তা হোলেই রোগী ভাল হবে। ওদের হৈমবতী মতে, কবিরাজে ঔষধ না খেলে রোগ

সারে না। অতি উৎকৃষ্ট মত! এখন রোগী ছেড়ে মানুষ ধরা যাক্। তোমার এ বড়ীটা খেতে হবে বাবা, না খেলে রোগী আরাম হবে কেমন কোরে? না খাও, যাতে খাও তা করা যাবে। তুমি বড়, না আমার মা সরলা বড়? এই আমি আস্‌ছি। হৈমবতী বাবা, তুমি ঔষধ খাওয়াইয়া দাও, আমি হাত ধর্‌ছি। কবিরাজ মহাশয়, উঠ না? বসে কর কি, এমন সময় বোসে থাক্‌তে আছে? ওঠ, ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন দি। দাদা, তুমি বাঁ হাত ধর, আমি ডাইন হাত ধোর্‌ছি (ডাক্তারের হাত ধরিতে উদ্যত ও ডাক্তার লাটি মারিতে উদ্যত।) হি! হি! হি! রাগ কোর্‌লে? আচ্ছা, ছেড়ে দিলাম। মের না বাবা, গায় ব্যথা লাগ্‌বে। একটা টান দে না বাবা, তোয়েরি আছে। (হস্তে হুঁকা দিতে উদ্যত এবং ডাক্তারের পশ্চাৎ গমন।) ও কথা কিছু না, এদের বিদ্যাবুদ্ধি ত সব দেখলেম, এখন আমিই আরাম কর্‌ছি। (গাঁজায় দোম দিয়া সরলার নিকট গমন করিয়া) টানো মা, টানো। (সরলার মুখে আকর্ষিত ধূমের ফুৎকার।)

রামধন। করিস্ কি, বানর, করিস্ কি!

সাতু। রাখ দাদা। ডাক্তার মহাশয় বেরোও, কবিরাজ মহাশয় বেরোও, তুমি হৈমবতী মহাশয়, তুমিও বেরোও, না বেরোও ত হুঁকার বাড়ী দিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেব।

(ডাক্তার ও কবিরাজের প্রস্থান, রামধন তাহাদিগকে
ডাকিতে ডাকিতে পশ্চাৎ ধাবিত।)

সাতু। তুমি যে গেলে না বাবা, তোমাকে ডেকেছিল কে?

নীল। আমাকে রঞ্জন বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সাতু। কে?

সরলা। র-ঞ্জ-ন দা-দা।

সাতু। তা বুঝেছি মা, লব হয়েছে। নেও বাবা তোমার আর কষ্ট পেতে হবে না, যাও আমি যে ঔষধ দিয়েছি তাতেই আরাম হবে এখন। এ লবের ব্যারাম। ইহাতে ? রোগী মরে না।

সরলা। রঞ্জন দাদা—রঞ্জন দাদা কি এখানে ?

শরীর মা। সরলা, রঞ্জনকে কি ডাকবো ?

সরলা। ইচ্ছে।

নীল। আমি রঞ্জনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(নীল বাবুর প্রস্থান ও রঞ্জনের প্রবেশ।)

রঞ্জন। সাতু বাবু, তুমি যদি অনুমতি কর তবে আমি একবার কাছে বসি। আর এখন দোষ কি ? আর তুমি যদি এক কাজ কর। ঐ ভদ্রলোকটী উত্তম চিকিৎসক, আমার পরমবন্ধু, বাহির বাটীতে বসে আছেন, তাঁহাকে যদি একটা বিছানা দিয়ে আস্তে।

সাতু। তা বুঝেছি, থাক আর লব্ কর, কেঁদ না বাবা। (আপন চোখের জল মুছন।)

(সাতুর প্রস্থান।)

রঞ্জন। (সরলার নিকট বসিয়া হস্ত ধরিয়া) সরলা ! আর সরলা ! সরলা ! আমি রঞ্জন।

সরলা। কে, রঞ্জন দাদা এসেছে ? বেশ হোয়েছে। আমি ক দিন তোমারে একটা কথা বোল্‌ব বোল্‌ব কোরছি তা পোড়া মনে—তোমার নামটা মনে কোর্‌তে পারি নি। আমাকে একটু উঁচু করে বসাও। (উচ্চ করিয়া বসান।) হয়েছে, আর আমার হাতখানা তোমার—তোমার গলায় তুলে দাও। থাক্—হোয়েছে। রঞ্জন দাদা, তুমি আমাকে সে দিন একটা কথা বলেছিলে—মনে

আছে? আমি তার উত্তর দিতে পারি নি, সেই অবধি কথাটা আমার বুকে ফুট্‌ছে, আমিত এখন চোল্লাম আমাকে একেবারে ভুল না। ভুল্‌বে না ত? বল আমার মাথা খাও। তুমি যে বলেছিলে, আমারে বড় ভাল বাস্‌তে, সে কি সত্তি? আমাকে এখন বঞ্চনা করো না। (রঞ্জনের মুখ পানে তাকাইবার চেষ্টা।)

রঞ্জন। একি! এই যে ঘাড় ভেঙ্গে পোড়্‌ল। তবে কি সরলা চোল্লে? যাও, আমিও আস্‌ছি।

(নীল বাবুর প্রবেশ।)

নীল। রঞ্জন বাবু, ওকে শোয়াও, আমি একবার দেখি। (অনেক ক্ষণ দেখিয়া) আসন্নকাল বোধ হোচ্চে না। একটু জল দাও দেখি (সরলার মুখে জল দেওন।) এই যে চক্ষু মেলেছে।

সরলা। আমার বড় ঘুম আস্‌ছে।

নীল। ঘুমাও। কোন ভয় নাই।

[যবনিকা পতন।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ঘাটের পথ।

চপলা ও বিমলা জল আনিতে গমন।

চপলা। দিদি! ও দিদি! ওলো একটু দাঁড়িয়ে যা না, এত ব্যস্ত কেন? তোদের বাড়ীতে এর মধ্যে সন্ধে হোয়েছে নাকি? না বট্‌ঠাকুর তোকে পলকে হারান?

বিমলা। কে লো চপলা, চলে আয়। বড় হাসি মুখ দেখ্‌ছি যে?

চপলা। হাস্‌ব না তবে কি কাঁদ্‌ব?

বিমলা। না লো সে রকম না, যেন আরও কিছু আছে।

চপলা। দিদি তোকে দেখ্‌লে আমার হাসি পায়।

বিমলা। কেন্‌ লা, আমাকে কি এত বিশ্রী দেখায়?

চপলা। ওমা, রূপের গরবে আর বাঁচলেন না, নবযৌবন আবার কবে ফিরে এল? এ ঠাট কুহরা আবার কবে হতে আরম্ভ কোরেছিস্‌?

বিমলা। মরণ আর কি! বলি, আমায় দেখে হাসি পায়, আমি কি পাগল? আমাকে কি পাগলের মত দেখায়?

চপলা। শুধু পাগলের মত দেখালে কি হাসে? যে যারে ভাল বাসে সে তারে দেখ্‌লেই হাসে। আমার তোর সঙ্গে দেখন-হাস পাতাতে হবে।

বিমলা। যৌবনের গর্ব্বে যে আর বাঁচ না? পুরুষের সঙ্গে ঠাট কোরিস্‌,

মেয়ে মানুষের সঙ্গে কোল্লে কি হবে? দেখ্‌লো চপলা, আমাদেরও এক দিন ঐরূপ বয়সকাল ছিল। "কচি বয়েস, কাল কেশ" চিরদিনকার নয় লো, চিরদিনকার নয়।

চপলা। দিদি, এক মুহূর্ত্তে এত প্রাচীন হোলে? দিদি, তোমাদের সঙ্গে কথায় পার্‌ব কিসে? তোমরা পোড়ে শুনে উতোর হোয়েছ, আমরা সবে লাষ্ট ক্লাসে ভোর্ত্তি হোয়েছি, নইলে বয়স গতা'লে বড় জিতে যেতে পার না, জোর দু বছরের বড় হবে।

বিমলা। চুলোয় যাক! কি একটা কথা যেন মুখে কোরে এসেছিলি, বোল্‌ছিলি বল্ না?

চপলা। না, বোল্‌ব না, তোর মোটে শুনবের গা নাই।

বিমলা। না না, আমার মাথা খাস্ বল্।

চপলা। নিতান্তই শুনবি দিদি? না, তোকে বোল্‌ব না, তুই ছোট বয়সে যে ভার হয়েছিস্, তুই হয়ত আরও হোলোর মত মুখ করবি।

বিমলা। না বল্লি নেই নেই। তুই এখন ছেনালি জুড়ে দিলি, দেখলি বুঝি আমার শুনবের গরজ হোয়েছে?

চপলা। আ মর! আবার মান হোল। তোকে বোল্‌ব বোলেই ত এসেছি! দিদি কি বা বোল্‌ব, সে বড় মজার কথা! (হাস্য।)

বিমলা। না বোল্‌তেই যে হেসে খুন হোলি, ওটা বুঝি বয়েস দোষ?

চপলা। শোন্ আগে, তবে বলিস্ এখন। নে, হাতে ফল কোরেছিস্? কোন্‌টি আগে শুনবি? আচ্ছা ছোটটিই আগে শোন্। কানাই ঘোষালের নূতন বৌ সে দিন নাকি তাদের চাকর রস্‌কের সঙ্গে কথা বলে হাস্‌ছিল, তাই ঘোষাল মহাশয় দেখে, রাগে গর্ গর্ হোয়ে, নূতন বৌর কাছে চোক্ গরম কোরে গিয়েছিলেন। নূতন বৌ ওমনি বোলেছে, "কেনরে বুড় ড্যাক্‌রা, তোকে আমায় বে

কোর্‌তে বোলেছিল কে? তুই কেন বুড় হোয়েছিস্, আমাদের অল্প বয়স, আমরা একটু হাস্‌ব না, আমোদ কোর্‌ব না? তোর পান ছেঁচলে স্বর্গে যাব নাকি? ওঁর একটাতে পোষালো না ছেলে মোরে ছিল, পুষ্যি পুত্র রাখ্‌লিনে কেন? পুরুষের ক্রমেই নবীন বয়স হোচ্ছে, এদিকে যে সত্তর গড়াল তা জেনেও জান না? আবার পাড়্‌ওয়ালা ধুতি পরা হয়, কত সাধই যায়! পুরুষ আবার বলেন এস, একটু আমোদ করি। মর্! তোকে নিয়ে আমি কি আমোদ কোর্‌ব রে? তুই যে আমার বাবার দশ বছরের বড়? অমন কোরে যদি জ্বালাতন কোরিস্, তবে তোর ঘরে দোরে আগুণ দিয়ে, মুখে চুণ কালি দিয়ে, একদিকে চোলে যাব।" ঘোষালের আর কথাটি নাই, অমনি আস্তে সর্ সর্ কোরে প্রস্থান।

বিমলা। মাইরি চপলা বোল্লি কি? সত্যি ত? আমার মাথা খাস্? মিছে কথা ত বল্‌ছিস্ নে? তাই বুঝি ঘোষাল ঠাকুর প্রত্যহ বোসে গল্প ছাড়েন, নূতন বৌ বড় সতী, ওঁর চরণামৃত না খেয়ে নাকি জলগ্রহণ করে না। বেশ বোলেছে নূতন বৌ, ওর উপর গুটি কয়েক খ্যাংরার বাড়ী হোলে আরও ভাল হোত।

চপলা। এই পেলি এক দফা? তার পর রঞ্জন নামে দিব্য সুন্দর, গৌরবর্ণ এক ছোঁড়া, তার মামা ঐ বড় মজুমদারের বাড়ী এসে থাকে, দেখেছিস্? তার সঙ্গে আর মজুমদারদের মেয়ে সরলার সঙ্গে নাকি বড় পিরীত হয়েছে।

বিমলা। পিরীত! সে কি লো?

চপলা। তোর মাথা খাই, সত্যি কথা। সরলা যে মরো মরো হোয়েছিল, সে কেবল ঐ ছোঁড়ার জন্যে। তার পর নাকি যে দিন বড় কাহিল হোয়ে পোড়্‌ল, সেই দিন ঐ ছোঁড়া এসে যেই গায় হাত বুলালো

আর অমনি সব ব্যারাম দূর হোয়ে গেল। তার পর নাকি বের সম্বন্ধ হোয়েছে, কাল্ তার বে। আর এক মজার কথা শুনেছিস্? আসল কথা ভুলে গাচ্ছিলেম। ছোঁড়ার মামার বাড়ী এখানে, তাইতে, মাতামহের ঘর বলে, এ বে নাকি মোটে হয় না। তা ১০০৲ টাকা খরচ কোরে ও সব দোষ কেটে গিয়েছে। টাকায় সব হয়! পুরোহিত ঠাকুর কিছু নিয়েছেন, বিদ্যাভূষণ ঠাকুর কিছু নিয়েছেন, এমনি সকলে ভাগ যোগ কোরে নিয়ে চুপে চুপে বে দিতে যাচ্ছেন। টাকায় সব হয়, না? দিদি ও শ্লোকটী জানিস্ কি? টাকা দিলে বাঘের দুধ মিলে মাইরি আমি ভুলে গ্যাছি। ওলো, আর একটা মজার কথা শোন্।

বিমলা। চুপ্, চুপ্, ঐ দ্যাখ্, এক মিন্সে প্যায়দা আস্‌ছে।

(একজন হিন্দুস্থানীর প্রবেশ।)

হিন্দুস্থানী। এ মায়ী, হামারা ঘর কাশী। কানাহি ঘোষাল্‌কা ঘর কাঁহা হ্যায়। [চপলা ও বিমলার প্রস্থান।

ভাগ্‌দা কাহে? এ কোন্ হ্যায়।

(সাতুলালের প্রবেশ।)

বাবু সাহেব, কানাই ঘোষাল কা ঘর কাঁহা হ্যায়?

সাতু। রেণ্ডী লোক দৌড় মারা হ্যায় কাহে?

হিন্দু। হাম্ কানাহি ঘোষালকা ঘর কাঁহা হ্যায় পুছা, মাই লোক ভাগ গিয়া।

সাতু। ও—(চোক্ পাকাইয়া) চুপ রও, তেরি মেরি বাঙ্গালি, তোম বহুত অবিবেচক মনুষ্য হ্যায়। কানাই ঘোষাল ক্যা দরকার হ্যায়। কানাই ঘোষালকা ক্যা দরকার হ্যায়, একবার বল ত বাবা?

হিন্দু। একঠো খৎ হ্যায়।

সাতু। কত রূপেয়া কা খৎ?

হিন্দু। রূপেয়া কা বাত্ কুচ হ্যায় নেই, একঠো চিট্‌ঠী হ্যায়।

সাতু। চিঠী তলব খাজনা পরগণে ইসলামেবাদ, মৌজে—রায়জি, দেখি ক্যা চিঠী? (হিন্দুস্থানীর পত্র প্রদান।) এ ক্যা হ্যায়। এ যে পত্তর হ্যায়? রায় জি, এ পত্তর হামারা হ্যায়।

হিন্দু। আপ্‌কো নাম ক্যা?

সাতু। হামারা নাম বহুৎ মিষ্টি নাম হ্যায়। নেই নেই হামারা নাম কানাই লাল মজুমদার হ্যায়।

হিন্দু। কানাহি লাল মজুমদার? এ খৎ কানাহি লাল ঘোষালকা হ্যায়।

সাতু। ও রায়জি, ও রায়জি, মজুমদার আর ঘোষাল ঠিক এক হ্যায় সন্দেহ করো মৎ।

হিন্দু। আপ্‌কা খৎ হ্যায়? হাম্ বহুত ধমকে আয়া, খরচা ওরচা কুচ হ্যায় নেই। হামকা পাঁচঠো রূপেয়া দেনে হোগা বাবু সাহেব। খৎমে লেখা হ্যায়।

সাতু। রায়জি, তামাকু খাতা হ্যায়?

হিন্দু। নেই বাবু সাহেব।

সাতু। গাঞ্জা?

হিন্দু। নেই।

সাতু। নেই? তবে হাম্‌বি পত্র লেতাহে নেহি। (পত্র হিন্দুস্থানীর গাত্রে নিক্ষেপ।)

হিন্দু। আপ্‌কা নাম কানাহি ঘোষাল নেই হ্যায়?

সাতু। নেহি। কানাই ঘোষাল হামারা সম্বন্ধি হ্যায়।

হিন্দু। কানাহি ঘোষালকা ঘর কাঁহা হায়, আপ্ বল্‌নে সেক্তেহেঁ?

সাতু। অবশ্য বলেগা। বরাবর চলে যাও, ডাহিনে যাও, ফের বামে যাও, ফের ডাহিনে যাও, ফের বামে যাও। এস্‌মাফিক ডাইনে বামে দশ পোনেরো বার করো। কর্‌কে পূরব যাও, ফের পশ্চিম যাও, দক্ষিণ যাও, ফের উত্তর যাও। এস্‌মাফিক উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, দশ পোনেরো বার করো, করকে, কানাই ঘোষাল কো বাড়ী তল্লাস কর্‌কে লেও। দেখি রায়জি ফের পত্র ঠো দেখি? (হিন্দুস্থানীর সাতুর হস্তে পত্র প্রদান ও সাতুর পত্রের শিরোনামা পাঠ করণ) "পূজনীয় শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল মহাশয়, শ্রীচরণেষু। নিবেদন; পত্রী শ্রীবিন্দুবাসিনী দেবী।" বিন্দুবাসিনী কে রে বাবু? বুঝি আমাদের বিন্দু দিদি হবে! রায়জি! তোম কি কাশী'ছে আওতেহে?

হিন্দু। হাঁ বাবু সাহেব।

সাতু। বিন্দুবাসিনী ত মর্ গেয়া।

হিন্দু। হাঁ এক দো মাহিনা মর্ গেয়া।

সাতু। (স্বগত) রঞ্জনের মা বিন্দু দিদি কানাই ঘোষালকে পত্র লিখেছে। তবে ত ইহাতে অবশ্য মজা আছে। বেস্ হোয়েছে, বেস্ হোয়েছে, (একটী ঊর্দ্ধমুখে লম্ফ) রায়জি আও, হামারা সাৎ আও।

[সাতুর পত্র লইয়া দৌড়, হিন্দুস্থানীর পশ্চাদগমন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামধন মজুমদারের বাটীর এক পার্শ্ব।

রঞ্জন দণ্ডায়মান।

রঞ্জন। (স্বগত) ইংরাজদের বেস্, সকলেরি কাছে ঘড়ী থাকে। দু প্রহর রাত ত হোয়ে গিয়েছে, এখনও যে সরলা আসে না। কি জন্য সরলা আমার সঙ্গে দেখা কোর্‌তে চেয়েছে? পত্রে ত খুটী চেরেক কথা কিছুই খুলে লেখা নাই। যে সরলা কথায় কথায় ভয়ে জড় সড় হয়, যে সরলার দিকে আমি প্রাণভরে তাকাতে পারি নে, তাকাতে যেন দয়া করে, তাকালে যেন লজ্জাবতী লতার মত কুণ্ঠিত হয়, আজ সেই সরলা আপনি আপনি এই দুই প্রহর রাত্রে নির্জ্জন স্থানে আমার সঙ্গে দেখা কোর্‌তে চেয়েছে! বিষয়টা কি মনে কু ডাক ডাকে কেন? বের ত সবই স্থির হোয়ে গিয়েছে। এই যে কে আস্‌ছে, সরলাই বটে।

(সরলার প্রবেশ।)

সরলা, তুমি এখনও কাহিল আছো, আমার হাত ধোরে দাঁড়াও।

সরলা। না, তুমি একটু তফাত দাঁড়াও, আমার খুব নিকটে এস না।

রঞ্জন। বিষয়টা কি বল দেখি? আমার তো ভয় কোর্‌ছে। তুমি ভয়ে রাত্রে একা বেরতে পার না, লজ্জায় আমার সঙ্গে দিনের বেলাও কথা বল্‌তে পার না, আজ এই রাত্রে —

সরলা। শোন, আমার অপরাধ নাই, বিপদে পোড়্‌লে লোকের ভয়ও থাকে না, লজ্জাও থাকে না।

রঞ্জন। সে কি! বিপদ আবার কি! আমার শুনে যে ভয়ে গা কাঁপ্‌ছে।

সরলা, চল একটু তফাৎ যাই। কাল্ বাড়ীতে কাজ বোলে এখনও কেউ কেউ ঘুমায় নাই, কে দেখ্‌তে পাবে।

সরলা। দেখে আর কি কোর্‌বে, একটু ঠাট্টা কোর্‌বে বৈত নয়? তা আমি সহ্য কোর্‌তে পারি। যার সঙ্গে কাল্ এমনি সময় থাক্‌লে দোষ না হয়, তার সঙ্গে না হয় আজ্‌কে দুটো কথাই বোল্লেম?

রঞ্জন। বিপদটা কি?

সরলা। কাল তোমায় আমায় একটা কাণ্ড হবে।

রঞ্জন। বে হবে তাই বোল্‌ছ?

সরলা। আমার তোমার কাছে একটা মিনতি, শুন্‌বে ত?

রঞ্জন। অবশ্য শুনব।

সরলা। আমার কথা গুলি মন দিয়া শুন্‌তে হবে, আর হেসে উড়িয়ে দিতে পার্‌বে না।

রঞ্জন। আচ্ছা, বল শুন্‌ছি।

সরলা। সম্পর্কে নাকি বাধে?

রঞ্জন। আমি স্বরূপ বোল্‌ছি, আমি ঠিক জানি না। কেউ বলে বাধে, কেউ বলে বাধে না। আমাদের এ দেশের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ ঠাকুর ব্যবস্থা দিয়াছেন যে হোতে পারে।

সরলা। তুমি নাকি তাঁকে কিছু টাকা দিয়েছ?

রঞ্জন। তা কি তুমি জান না যে, পণ্ডিতের কাছে ব্যবস্থা নিতে গেলেই টাকা দিতে হয়?

সরলা। তাঁকে যখন টাকা দিতে চাও, তার আগেও কি তাঁর ঐ মত ছিল?

রঞ্জন। কথাটা হোচ্ছে এই, আমাদের শাস্ত্রে—

সরলা। তোমার পায় পোড়েছি, আমার কথার উত্তর দাও।

রঞ্জন। না, তখন আর এক রকম মত ছিল। তাই কি?

সরলা। তা এই যে, তোমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে তোমার মনোমত ব্যবস্থা দিয়েছেন।

রঞ্জন। তা নয়। আমার কাছ্ থেকে টাকা নিয়ে আমার মনোমত ব্যবস্থা তল্লাস কোরে দিয়েছেন।

সরলা। তুমি আমাকে বঞ্চনা কোর্‌বে না, আমার মাথা খাও?

রঞ্জন। না।

সরলা। তোমার নিজের মনের বিশ্বাস কি বল দেখি?

রঞ্জন। একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। আমার নিজের মনের বিশ্বাস যে, এ বে ঠিক শাস্ত্রসম্মত নয়, কিন্তু তাই বোলে যে এ বেতে কিছু দোষ হবে তা আমার বোধ হয় না। পৃথিবীর মধ্যে ভারত-বর্ষের কতকগুলি লোক ছাড়া আর তাবত দেশের লোক আপন খুড়্‌তুত, পিস্‌তুত, মামাত বোনকে পরিণয় বে করে। তাদের সুন্দর সবল সন্তান হয়। তাদের মধ্যে আমাদের মত কতশত বিদ্বান, ধার্ম্মিক লোক হোয়ে থাকে। যদি এ সমুদায় বিবাহ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত না হোত তবে এরূপ কখনই হোত না। তুমি আমার দূর সম্পর্কের মামাত বোন, তোমার সঙ্গে বে হোলে দোষ হবে?

সরলা। যদি তোমার মত আমার বিদ্যা থাক্‌তো, তবে হয়ত আমারও সন্দ হোত না।

রঞ্জন। বিশেষতঃ তোমার মা বাপ, গুরু পুরোহিত, কুটুম্ব গ্রামস্থ লোক সকলেই তোমায় আমায় বে দিচ্ছেন, দোষ হয় তাদের হবে, তোমার আমার কি?

সরলা। মা বাপে টাকা নিয়েছেন, গুরু পুরোহিত টাকা নিয়েছেন, গ্রামস্থ লোকে ফলার খাবে। যাদের বে, ভোগ কেবল তাদের।

রঞ্জন। তবে তুমি এখন বল কি? বে বন্ধ কোর্‌বো?

সরলা। সম্পর্কে যদি বাধে তবে তুমি আমায় নিয়ে কোর্‌বে কি?

রঞ্জন। তবে তোমার কি ইচ্ছা আমি বে তে ক্ষান্ত দেব?

সরলা। তা হোলে তোমার পক্ষে ভাল হয়।

রঞ্জন। তোমার পক্ষে?

সরলা। তা শুনে তোমার দরকার কি?

রঞ্জন। তা বটে। কিন্তু তা না শুন্‌লে আমি তোমার কথায় উত্তর দেব কিরূপে?

সরলা। আমার তা হোলে জ্বালা যন্ত্রণা সব্‌ ঘুচে যায়।

রঞ্জন। তা হয় ত এখনি বন্ধ কর। আমি ত বোলেছি সরলা, তুমি আমার কথা ভেব না। তবে আমি জন্মের মত বিদায় হই। কিন্তু বিদায় হ'বার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার আজ এরূপ ভাব দেখ্‌ছি কেন?

সরলা। কিরূপ ভাব?

রঞ্জন। তুমি আমার উপর রাগ কোর্‌লে কেন?

সরলা। কৈ, আমি তোমার উপর রাগ করিনি ত।

রঞ্জন। রাগ না কর, আমার উপর যে কিছু স্নেহ মমতা ছিল তা গেল কেন?

সরলা। কি সে বুঝ্‌লে?

রঞ্জন। এই যে বোল্লে আমার সঙ্গে তোমার বে না হোলে তোমার জ্বালা যন্ত্রণা সব্‌ ঘুচে যাবে।

সরলা। হাঁ, তা যায়।

রঞ্জন। সরলা, তুমি আমাকে নিয়ে খেলা কোরো না। আমার ধন, প্রাণ, মান, মন যথা সর্ব্বস্ব তোমাতে সোঁপেছি। তুমি

প্রকারান্তরে বোল্‌ছ আমার উপর তোমার স্নেহ মমতা কিছু কমে নাই। আজ যদি আমি বে তে ক্ষান্ত দেই, কাল তোমাকে এক জন বে কোরে নে যাবে। তখন বল দেখি আত্মহত্যা ব্যতীত আমার আর কি উপায় থাক্‌বে ?

সরলা। তোমার খুব কষ্ট হবে। তা না হোলে আর গোল কি ?

রঞ্জন। তোমার কষ্ট হবে না ?

সরলা। হবার আগে ঔষধ খাব।

রঞ্জন। তবে আমায় কেন সে ঔষধ একটু দাও না ?

সরলা। তুমি অমন কথা মুখে এন না। তুমি আমার চেয়ে সহস্র গুণে ভাল আর একটী বে কোরে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক আমার পৃথিবীতে থেকে ফল কি ?

রঞ্জন। তবে তুমি প্রাণত্যাগ কোর্‌বে ?

সরলা। আর আমার পথ কি আছে ? তুমি ক্ষান্ত দিলে, কাল বাবা আমারে আর এক জনের গলায় গেঁথে দেবেন।

রঞ্জন। তবু আমাকে বে কোর্‌বে না ?

সরলা। আমি কোর্‌তে চাইলে কি হয়, তুমি আমাকে নিয়ে কি কোর্‌বে ?

রঞ্জন। কেন ? বুঝ্‌তে পারলেম না।

সরলা। আত্মহত্যা নাকি বড় পাপ।

রঞ্জন। সর্ব্বনাশ ! অমন কথা মুখে আন্‌তে নাই, অমন পাপ পৃথিবীতে আর নেই।

সরলা। তাই ত ! তুমি যদি এক কাজ কর, তবে এ পাপের দায় হোতে এড়াই। তুমি যদি আমাকে—

রঞ্জন। কি বোল্‌ছিলে বল ?

সরলা। তুমি যদি আমাকে বে কর।

রঞ্জন। তুমি আবল তাবল বক্‌চো কেন?

সরলা। শোন, কিন্তু দুই জনে—

রঞ্জন। বল, চুপ কোর্‌লে কেন?

সরলা। দুই জনে—

রঞ্জন। আবার চুপ কোর্‌লে কেন?

সরলা। (অধোবদন) দুই জনে ভাই বোনের মত থাক্‌বো। তুমি আর একটা বে করো। আমি তোমার কাছে থাকব। আমি তার চেয়ে আর সুখ চাইনে।

রঞ্জন। আচ্ছা, তুমিও আর একটা বে করো।

সরলা। ছি! আমিত তামাসা কোচ্ছি না।

রঞ্জন। তবে আমিই বা বে কোর্‌ব কেন?

সরলা। তুমি পুরুষ মানুষ। আমার জন্যে কেন সংসারের সুখ থেকে বঞ্চিত থাক্‌বে।

রঞ্জন। আচ্ছা, এ সব কথা বের পর হোলে ভাল হয় না?

সরলা। না, বের আগে বলাই কর্ত্তব্য। আর তার জন্যই আমি লজ্জা ভয় ত্যাগ কোরে এই রাত্রে একা তোমার কাছে এসেছি। যদি তুমি এতে অসম্মত হও তবে আমি আমার মনোমত কাজ করি।

রঞ্জন। যদি বের পরে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি যে এতে কোন দোষ নাই।

সরলা। আমার আর একটী মিনতি। এ সম্বন্ধে তুমি আমায় বুঝাবার চেষ্টা কোর্‌তে পার্‌বে না।

রঞ্জন। এ আবার কি! তাতে আবার দোষ কি?

সরলা। আমরা মেয়ে মানুষ, পুরুষ মানুষে আমাদের যা বুঝায় তাই

বুঝি, আর এ সম্বন্ধে তুমি আমারে যা বোল্‌বে তাতে আমার সায় দিতে ইচ্ছা কোর্‌বে।

রঞ্জন। আমি ধর্ম্মত বোল্‌ছি আমি তোমাকে ফাঁকি দিয়ে বুঝাবর চেষ্টা কোর্‌ব না।

সরলা। তুমি ভুল বুঝাবে কি সত্যি বুঝাবে তা তুমি নিজে বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

রঞ্জন। সরলা তুমি জান আমি যদি তোমার সাক্ষাতে কোন প্রতিজ্ঞা করি, তা প্রাণ থাক্‌তে ভাঙ্গতে পার্‌ব না।

সরলা। তা জানি।

রঞ্জন। তবে আমার কাছ থেকে কেন প্রতিজ্ঞা কোরে নিচ্চ?

সরলা। তোমার কাছে সুখে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে নিঃশঙ্কে থাক্‌তে পার্‌বো বোলে। দেখ, তুমি আর একটা বে কোর্‌বে ত?

রঞ্জন। না।

সরলা। আমার মাথা খাও আর একটা বে কোর্‌তে হবে।

রঞ্জন। যদি আমি বে না কোরে আরও সুখে থাকি?

সরলা। সে আর এক কথা। আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে।

রঞ্জন। যদি আমি প্রতিজ্ঞা করি তবে সে তোমার অসম্মতি পর্য্যন্ত, তোমার সম্মতি হোলে আর প্রতিজ্ঞা থাক্‌বে না।

সরলা। তুমি কি তাই ভাব্‌ছো? আজ্ আমি যাতে না বোল্‌ব, কাল্ আবার তাতেই হাঁ বোল্‌ব। তোমাদের বিবেচনায় মেয়ে মানুষ কি এত ছোট?

রঞ্জন। বেস্, তবে ত চারি দিক্‌তেই চিত্তির। এ এক রকম বে মন্দ নয়! সরলা, তোমার সর্ব্বদায়, তুমি এরূপ পাগলামি কথা সং বোলো না, তুমি ওর বদলে—

সরলা। তুমি আমার কাছে অমন কোরে দুঃখ করিও না। তুমি আমার কাছে ওরূপ কর আর আমার বুকে ছুরি লাগে।

রঞ্জন। তবে উপায় কি ?

সরলা। তুমি না আমাকে বড় ভালবাস ? বোল্‌ব ? আমিও তোমাকে বড় ভালবাসি। তখন তুমি আমার কাছে ওরূপ কর কেন ?

রঞ্জন। দেখ দেখি তোমার কত বড় অন্যায় কথা। তুমি বুঝ্‌বে না, বোঝাতেও দেবে না। যদি প্রকৃত বে অসিদ্ধ না হয়, তবে কেন কষ্ট পাবে আর—দেবে !

সরলা। তা আমি ঠিক করিয়াছি। দেখ, বিদ্যাসাগর কিছু টাকা খেয়ে মিথ্যা কথা বলিবেন না আমার উপরও তাঁর রাগ হবার কোন কারণ নাই। আর শুনেছি তিনি নাকি স্ত্রীলোকের বড় সাপক্ষ লোক (আঁচল দিয়ে চক্ষের জল মুছন।) তাঁর কাছ্‌ থেকে এর পরে একখান ব্যবস্থা আন্‌তে পার্‌বে ?

রঞ্জন। তা বোধহয় পার্‌বো।

সরল। তবে এই কথা। তবে এখন যাও আমিও যাই, মনে কষ্ট কোরো না। আমার কথা বোলে গেলাম, এখন তোমার ইচ্ছে।

[সরলার প্রস্থান।

রঞ্জন। (স্বগত) সরলা গিয়াছে ? দেখি অদৃষ্ট কোথা লয়ে যায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধাই-বুড়ীর বাড়ী।

কানাই ও সাতুলালের প্রবেশ।

সাতু। দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও, আমি ধাই-বুড়ীকে ডাকি। ও ধাই বুড়ীই-ই। ধাই-বুড়ী বাড়ী-ই-ই।

নেপথ্যে। বাড়ী নাই।

সাতু। বাড়ী নাই! তবে এসো একটু দাঁড়াই। কানাই দাদা পত্র খানা আবার পড়ো, বিন্দু দিদির ব্যাকরণ বোধটা দ্যাখা যাক্।

কানাই। পড়্ছি। (পত্র খুলিয়া পাঠ) "আমার এখন অন্তিম কাল, অন্তিমকালে পরকালের কথা মনে পড়ে। আপনার নিকট আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে জন্মজন্মান্তরে—

সাতু। জন্ম ছিল অন্তরে, জন্মান্তরে।

কানাই। তোর পায় পোড়্ছি ক্ষমা দে। "জন্মান্তরে কত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে তাহার পারাপার নাই। তবে মৃত্যু কালে যত দূর সাধ্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাই। আপনি মাপ করিবেন সে আশা হয় না, যদি নিজগুণে মাপ করেন, আপনার পরকালে ভাল হবে। তবে শুনুন। আপনার একটী ছেলে হয়। সে ছেলেটী আমি ধাই-বুড়ীর সঙ্গে যোগ করে চুরি করি, চুরি করিয়া আমার ছেলে বলিয়া প্রকাশ করিয়া দেই। সেই ছেলেটীর নাম রঞ্জন। তোমার পুত্রকে আমি কষ্ট দেই নাই, বড় মানুষের ছেলের মত খেতে, পোরতে দিয়াছি ও লেখাপড়া শিখাইয়েছি। পুত্র লালনপালনের কষ্ট ও ব্যয় আপনার লইতে হয় নাই। বিবেচনা করিতে গেলে আপনার পুত্র অপহরণ করিয়া আমিই ঠকিয়াছি। এই কথা প্রকাশ হইলে আমার সপত্নীর কিছু স্পর্দ্ধা বাড়িবে।

কিন্তু এই ২২ বৎসর ত সে আর ঘাড় তুলিতে পারে নাই। এখন আমি আর কিছু সপত্নীর কথা শুনিতে আসিব না! পাছে সন্দেহ হয় বলিয়া এই পত্রে ৫জন কাশীবাসীর স্বাক্ষর থাকিল, এবং আমার নামাঙ্কিত মোহর অঙ্কিত থাকিল। তাঁহাদের সম্মুখে, আমার কথাক্রমে, এই পত্র লেখা হইল। আমাদের নিজ গ্রামের ধাই-বুড়ী, আর আমার পরম পূজনীয় অগ্রজ কান্তিচন্দ্র মজুমদার এ তথ্য অবগত আছেন।" এখন ছাতু, ধাই-বুড়ী যদি না স্বীকার করে তবে যে আমার কি দশা হবে তা বোল্‌তে পারিনে।

সাতু। বিন্দু দিদির পরম পূজনীয় কান্তি দাদাকে কিছু বোলেছ?

কানাই। সর্ব্বনাশ! গোড়া না বেঁধে কিছু কি বলা যায়?

সাতু। বউকে?

কানাই। চুপ্ কর্, ছাতু আর জ্বালাল্ নে। তোর পায় পড়্ছি, চুপ্ কর্।

সাতু। রঞ্জনকে?

কানাই। তুই আমার মাথায় একটা লাঠির বাড়ী মার। রঞ্জন আমার কে, যে তাকে বোল্‌বো?

সাতু। রঞ্জন তোমার মেগের ছেলের মায়ের স্বামীর ছেলে। এই যে রঞ্জন তোমার ছেলে, ইহা গ্রামে কেহ কেহ জানে। গ্রামে এ কথার পূর্ব্বে কাণাঘুসা হইত। আমি ইহা বিশ্বাস কোরতেম্। আমি সরলার সহিত রঞ্জনের বে দিতেম, আর ধাই-বুড়ীর দ্বারা রঞ্জন যে তোমার ছেলে তাহা প্রমাণ করাতেম। বিন্দু দিদির জন্য এত দিন পারি নাই। একবারে ঠিক প্রমাণ করতে পারতেম না। অথচ কেবল একটা মহা গণ্ডগোল হইত। তোমাতে আর বিন্দু দিদিতে মারামারি কাটাকাটি হইত, বুঝলে ত?

কানাই। সাতু! আজ্ রঞ্জনকে দশ্বার লুকায়ে দেখেছি। একবার ইচ্ছে করে দৌড়ে গিয়ে কোলে করি, আবার সেই রঞ্জনের উপর কেমন একটা যেন রাগ হয়। ও আমার কে? যখন রঞ্জন ওর মামার সঙ্গে পরামর্শ করে, তখন ভাব্‌লেম রঞ্জন! আজ্ তোর বে, তুই বোসে আমোদ কোর্‌বি, আমি পরামর্শ কোর্‌বো। আবার রঞ্জনের উপর রাগ হোলো। কান্তি মজুমদার কে রে, যে তোর্ আজ্ বে, আমি থাক্‌তে তার সঙ্গে পরামর্শ কোর্‌তে গিয়েছিস্? যাক্ আর সে সব কথায় কাজ নাই।

সাতু। চুপ্‌রহো বাঙ্গালি। আজ্ সকালে বহুত হিন্দি বলেছি। ধাই বুড়ী আস্‌ছে। তুমি একটু অন্তরে দাঁড়াও, তোমায় আমায় এক সঙ্গে ওর বাড়ীতে দেখ্‌লে বুড়ী পালাবে। গোপীমোহন দাদাও যে ঐ সঙ্গে আসছেন, আমিও একটু লুকাইয়া থাকি।

(কানাই ও সাতুলালের অন্তরালে লুক্কায়িত ও গোপীমোহন ও ধাইবুড়ীর প্রবেশ।)

গোপী। (ধাইবুড়ীর প্রতি) এখানে দাঁড়াও, লোক জন নাই।

ধাই। তুমি চাও কি? খুলে বলো।

গোপী। একটু ওষুধ।

ধাই। কিসের ওষুধ?

গোপী। একটু নিকটে এসো, বোল্‌ছি।

ধাই। নিকটে আবার কি? আমি ছিটে ফোটা জানি না।

গোপী। ধাই বুড়ি, তা না, তা না।

ধাই। তবে কি।

গোপী। আমি তোমাকে কিছু দেব, কিন্তু সে এখন নয়, সে মেয়ের বের সময়।

ধাই। কার মেয়ে?

গোপী। আমার।

ধাই। তোমার আবার মেয়ে কম্‌নে?

গোপী। তাই বোল্‌ছিলাম, তুমি বোল্‌তে দিলে না। আমার মেয়ে হোলে তার বের সময় তোমাকে কিছু দেব।

ধাই। যদি তোমার মেয়ে না হয়?

গোপী। (দুই কাণে হাত দিয়া) রাম! রাম! মহাভারত! মহাভারত! অমন কথা বোল্‌তে আছে! ধাই বুড়ী, তোর মিনতি করি আমাকে একটু ওষুধ দে।

ধাই। কিসের ওষুধ?

গোপী। মেয়ে হবার।

ধাই। কি! আমি কি তোমার জন্যি মেয়ে চুরি কোর্‌তি যাব? আমি কি এর ছেলে চুরি কোরে ওরে দিয়ে থাকি?

গোপী। সে কি! তা না, তা না। দেখ ধাই বুড়ি, তুমি সব জান্‌ছো। একটা মেয়ে হোলো, তার পরে গুয়টা চার্ চার্‌টে ছেলে হয়েছে। তা তুমি এমনি একটা ওষুধ দেও যাতে মেয়ে হয়।

ধাই। কি, ওষুধ দিয়ে চার্‌টে ছেলে মেয়ে কোরে ফেল্‌ব?

গোপী। তা না, তা না। এমনি একটা ওষুধ দেও যে এখন অবধি কেবল মেয়ে হয়। আমার কি তার, কি দোষ হোয়েছে, ছেলে ছাড়া মেয়ে হয় না। তা মেয়ের বের সময় আমি বেস বিবেচনা কোর্‌ব। হ্যাগা তুমি যে বোলছিলে, সত্যি কি ছেলে মেয়ে করা যায়?

ধাই। করা যায়। কত টাকা দিতি পার্‌বা?

(সাতুলালের পুনঃ প্রবেশ।)

সাতু। ও গোপী দা, আমিত তোমাকে বলেছি, আমি বেশ ওষুধ জানি। তাতে সন্থ সন্থ মেয়ে হয়।

গোপী। মিছে কথা।

সাতু। মাইরি, তোমার মাথা খাই।

গোপী। তা হোলে তুই এত দিন বে না কোরে ছাড়্‌তিস্‌ নে।

সাতু। দাদা, তুমি বুঝ্‌লে না। মহাজন কই? দোকান খুলি কি দিয়ে? আচ্ছা ভাই টাকা দেও তুমি অর্দ্ধেক বখরা। তুমি শুন্য ভাগী থাক্‌বে, কাজ কর্ম্ম আমার ঘাড়ে।

গোপী। টাকা কি আর আমার আছে? গুয়াটার শালা কি আর একটী পয়সা রেখেছে?

সাতু। টাকা না পার মাল দেও, আমি তাই নিয়েই আপাতত ব্যবসা আরম্ভ করি।

(কানাই ঘোষালের পুনঃ প্রবেশ।)

কানাই। ছাতু, ক্ষমা দে, রাত্‌ হোলো যে, আর সময় নাই। গোপী মোহন, তোমার যে কথা থাকে কাল্‌ বোলো, আজ এখন যাও।

[গোপী মোহনের প্রস্থান।

ধাই বুড়ি, তোমার সঙ্গে একটী বিশেষ কথা আছে।

ধাই। আমি এখন দাঁড়াতে পারিনে। (যাইতে উদ্যত।)

সাতু। কোথায় যাও সুন্দরি, একটু দাঁড়িয়ে যাও।

ধাই। আমি দাড়াতি পারি নে, আমার পেটের ব্যারাম হোয়েছে (পলাইতে উদ্যত, ও সাতু কর্ত্তৃক হস্ত ধারণ।) ছাড়ে দে, ছাড়ে দে, কুথাকার আপদ।

সাতু। (হস্ত ধরিয়া) বল দেখি সুন্দরি, রঞ্জন কার ছেলে?

ধাই। তা আমি কি জানি? রঞ্জনের মার কাছে জিজ্ঞেসা করো গিয়ে। ছাড়্‌দে ড্যাক্‌রা বামুন।

সাতু। বোল্‌বি নে বুড়ি?

ধাই। কি বল্‌বো, ছাড়ে দে ড্যাক্‌রা হাত ভাঙ্গে গেল।

সাতু। সুন্দরি, তোমার মনটা বড় কঠিন। তোমার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন কোর্‌ছি। (হস্তে হুকা দিতে উদ্যত) এর একটা টান দেও সুন্দরি।

ধাই। দেখ্‌ বামুন, আমারে ছাড়ে দে, তা নইলে এমনি গাল্‌ দেব, বামুন বোলে ছাড়্‌ব না।

সাতু। কানাই দাদা, আমার সাধ্যাতীত। ভেবেছিলাম একটা টান টানিয়ে ও মনের কথা সব বের কোরে ফেল্‌ব, তা ও গুয়টী টান্‌বে না। না টান্‌লে নেই নেই, আমিই টানি (ধাই বুড়ার হস্ত ছাড়িয়া দিয়া গাঁজার দোম। এই অবসরে ধাই বুড়ীর যাইতে উদ্যত।)

কানাই। সাতু, ও রকমে হবে না। আমি দেখ্‌ছি। (ধাই বুড়ীর প্রতি।) ধাই বুড়ী একটু দাঁড়াও। তুমি মেয়ে মানুষ আমি পুরুষ মানুষ, আমার কাছে থেকে কেমন কোরে পালাবে। কথা শোন।

ধাই। কি বল্‌বা বল। তোমারে যদি কেও কিছু বোলে থাকে সে সব মিছে কথা, আমার ছেলের মাথা থাই।

কানাই। আমি তোমাকে আগে বলে রাখি যে আমি তোমাকে কিছু বোল্‌ব না। দোহাই ধর্ম্মের! তার পরে শুন। রঞ্জনের মা, বিন্দু মোরেছে তা শুনেছ? মর্‌বার সময় অনেক লোকের সাক্ষাতে আমাকে একখান পত্র লিখে যায়, সে পত্র কাল

পেয়েছি। পত্রে লেখা আছে যে, রঞ্জন আমার ছেলে। আঁতুড় ঘরে তুমি চুরি কোরে বিন্দুকে দেও।

ধাই। সব মিছে কথা, আমার ছেলের মাথা থাই।

কানাই। শোন, যদি তুমি স্বীকার না পাও তাতে আমার ক্ষতি নাই। যখন বিন্দু এত লোকের সাক্ষাতে স্বীকার করেছে তখন তুমি না বোল্লে তোমাকেই লোকে মিথ্যাবাদী বোল্‌বে। আমি বড় মানুষ তুমি গরিব মানুষ। আমি মনে করি যদি, মকর্দ্দমা কোরে তোমাকে চোদ্দ বৎসর ফাটকে দিতে পারি। কিন্তু আমার তোমার উপর রাগ নাই। তুমি আমার ছেলে আমাকে দেওয়াইয়ে দেও, দিয়ে ধর্ম্ম কর—আর (টাকার তোড়া বাহির করিয়া) এই একশ টাকা নাও।

ধাই। (টাকার তোড়া গ্রহণ করিয়া) এতে কি?

কানাই। টাকা।

ধাই। (তোড়ার মুখ খুলিয়া) সব টাকা?

কানাই। হাঁ, সব টাকা।

ধাই। ক কুড়ি টাকা?

কানাই। পাঁচ কুড়ি টাকা।

ধাই। আমারে সব দিলে?

কানাই। হাঁ, তোমাকে সব দিলাম।

ধাই। তবে আমি বাড়ী রাখে আসি।

কানাই। ও টাকা তোমাকে দিইছি, ও আর আমি ফিরায়ে নিচ্ছিনে।

ধাই। তুমি ত রাগ কর্‌বা না? বল, আমার মাথায় হাত দিয়ে বল।

কানাই। (ধাই বুড়ীর মাথায় হাত দিয়া) হাঁ তোমার মাথায় হাত

দিয়ে বোল্‌ছি রাগ কোর্‌বো না, এখন বল দেখি বাছা রঞ্জনকে কেমন কোরে চুরি কল্লে।

ধাই। মজুমদার মশায়রা আমারে এক কুড়ি টাকা দিয়ে ছেলে চুরি কোরে দিতে বল্লে।

কানাই। (ব্যগ্র হইয়া) তার্ পর তার্ পর?

ধাই। তাই, রাতে বার কোরে দিয়ে বল্লাম যে ছেলে শিয়েলে নিয়ে গিয়েছে।

কানাই। তার পর?

ধাই। মজুমদার মশায়রা ঐ ছেলে নিয়ে তাদের বুনেরে দেলেন।

কানাই। কেন?

ধাই। ঐ ছেলে তিনি নিজের পেটের ছেলে বোলে রাত্রি হুলু দিয়ে উঠ্‌লেন। ওঁর ছেলে হয়নি বোলে সোয়ামী ওঁরে দেখ্‌তে পারত না, মোটে নিয়ে যেতো না। তার মরার সময় ছোট বউর এক ছেলে ছিল সেই সব ধন দৌলত পায়।

কানাই। এত কাণ্ড কোর্‌লে, লোকে টের পেলে না?

ধাই। ওঁর সোয়ামী মরা অবধি উনি লোকের কাছে বোলে বেড়াতেন যে ওঁর পেট হোয়েছে। ঘরের বার্ হোতেন না, আর কার ছেলে হোয়েছে তলাস নিতি লাগ্‌লেন। আর তোমার ছেলে নিয়ে অনেক টাকা ছড়ান। টাকায় সব হয়।

কানাই। আচ্ছা, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় কিসে?

ধাই। ছেলের বয়স দেখ, তা ঠিক হবে। মজুমদারদের বুনির যে দিন ছেলে হয় তোমারও সেই দিন ছেলে হয়।

কানাই। তা আমি জেনেছি। আর কি আছে?

ধাই। ছেলে দেখ্‌তি তোমারি মত।

কানাই। তা হলো, আর কি ?

ধাই। আর আমি জানি।

কানাই। আর কেউ জানে ?

ধাই। মজুমদার মশায়রা জানে।

কানাই। তারা বোলবে কেন ?

ধাই। আসুক দিনি আমার সাম্‌নে, বলে কি না ?

কানাই। (স্বগত) আর প্রয়োজনই বা কি ? স্বয়ং যে ব্যক্তি এই দুষ্কর্ম্ম করেছে, সেই স্বীকার কোর্‌ছে। (প্রকাশ্যে) তবে আমার সঙ্গে বের বাড়ী চল, সেখানে মজুমদারের সাম্‌নে বোল্‌তে হবে। পার্‌বে ত ?

ধাই। তা পার্‌ব। তবে, পরে আমার পর—জুলুম না করেন।

কানাই। তা কোর্‌তে পার্‌বেন না। তবে আমার সঙ্গে এসো। (স্বগত) আমার স্ত্রীকে আজ বের বাড়ী যেতে দেওয়া হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রামধন মজুমদারের বাটী। বিবাহের সভা।

রঞ্জন উপবিষ্ট। বিদ্যাভূষণ, পুরোহিত, কান্তি মজুমদার ও গোপীমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বরযাত্র ও কন্যাযাত্রগণ উপস্থিত।

(রামধন মজুমদারের প্রবেশ)

রামধন। (রঞ্জনের প্রতি) দেখ বাবাজি, সব হোয়েছে, আর দশটি টাকা দিলে সব গোল চুকে যায়।

রঞ্জন। আর কোত্থেকে দেব মহাশয়? আপনি ত সবই জান্‌ছেন।

রাম। এ কেমন, কোত্থেকে দেব? আমি কি এখন গাট্ থেকে এ সব দেব? তুমি মনে কোর্‌ছ আমাকে নয়শো টাকা দিয়েছ, একেবারে কৃতার্থ কোরেছ। আমার ওর কটী থাক্‌বে এখন বল দেখি? আমি আমার মেয়ে রেখে দিলে আর কিছুকাল পরে ১২শ টাকায় বেচ্‌তে পার্‌তেম। যদি বুড়ো মুখুয্যের সঙ্গে বে দিতেম, তবে এখনি হাজার বারোশ টাকা পেতেম। মেয়েটি স্বচ্ছন্দে থাকৃত, আপনিও চিরকাল প্রতিপালন হোতে পার্‌তেম্।

রঞ্জন। আপনি গোলমেলে কথা বলেন কেন? আমি ত অসরল ভাবের কথা বোল্‌ছি নে, আর আমার এক পয়সা ও দেবার সঙ্গতি নাই এখন যদি আর দুটি পয়সা চান, তবে এক রকমে বলা হয় যে, বে দেবেন না।

রাম। তোমাকে মেয়ে বে দিয়ে ত আমি চরিতার্থ হোলেম। চাল নাই,

চুলা নাই, এমন ঘরে কেউ মেয়ে বে দেয়? আমি কেবল তোমার একান্ত আকিঞ্চন দেখে কোর্ত্তে গিয়েছিলেম। মেয়ে তোমাকে না দিলে ত আর আমার বে হোত না?

গোপী। মজুমদার দাদা, চুপ কর, চুপ কর। এস এ দিকে শুনে যাও। ঐ তোমায় স্ত্রী তোমাকে ডাক্‌ছেন।

রাম। কি শুন্‌ব, আর ত্যক্ত সয় না। (নেপথ্যের দ্বারে দণ্ডায়মানা স্ত্রীর দিকে অগ্রসর) কি, ডাক্‌ছ কেন? একেবারে যে বের সভার মধ্যে এলে। তা এস, তুমি সম্প্রাদান কর, আমি বাড়ীর মধ্যে যাই।

সরলার মা। অত রাগ কোর্‌ছ কেন? আজ বের দিন, তায় দোষ হয় না। শোন, আরও নিকটে এস। বলি, রঞ্জনের সঙ্গে নাকি সত্যি সত্যি বে হয় না? বাড়ীর মধ্যে, পাড়ার সকলে, তাই নিয়ে মহা গোল কোর্‌ছে। আমার মাথা খাও ব্যাপারটা কি বল দেখি?

রাম। তোমার অত কথায় কাজ কি? তুমি বাড়ীর ভিতর যাও।

সরলার মা। তা যাচ্ছি, তুমি আমার মাথা খাও বল, সত্যি সত্যি নাকি সম্পর্কে বাধে? বিদ্যাভূষণ ঠাকুর ত বোলেছেন?

রাম। বাধ্‌ল তায় কি?

সরলার মা। তায় কি! তা হোলে নাকি বে সিদ্ধি হয় না?

রাম। তা না হোলো নেই নেই। তুমি এখন যাও, বাড়ীর মধ্যে যাও।

সরলার মা। ওমা! আমি কোথা যাব! মিন্সে বলে কি! উনি যেন এ বের কেউ নয়! তুমি জেনে শুনে এই কোর্ত্তে যাচ্ছ? হা পোড়া বিধাতা, আমার কপালে এত দুঃখ ছিল! এখন উপায়?

রাম। অনুপায়টা আবার কি হোলো? আমার মেয়ের বে অসিদ্ধি হলে আর আমার মেয়ে পোচে যাবে না, ঢের পাত্র পাব। যদি

রঞ্জন টাকা টাকা করেন, তা ত আমি ফিরিয়ে দেব না। উনি ত জেনে শুনেই কোর্ত্তে যাচ্ছেন।

গোপী। (অগ্রসর হইয়া রামধনের হস্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে) এদিকে এস, তুমি কর্ম্মকর্ত্তা, তুমি এখন মেগের সঙ্গে পরামর্শ কর্ত্তে বস্‌লে। বিদ্যেভূষণ মহাশয় বল্‌ছেন যে লগ্ন উপস্থিত। শীঘ্র এস।

রামধন। আমি ও দশ টাকা না পেলে মেয়ের বে দেব না। (রঞ্জনের প্রতি) দেখ বাবাজি, ও দশটি টাকা তোমাকে দিতে হবে, তা তোমার হাতে এখন না থাকে, বল, আমি কোথাও হোতে হাওলাত করে দিচ্ছি। কিন্তু বাবাজি আমি কিছু স্পষ্টবাদী মানুষ, এ টাকা না পেলে কিন্তু আমি মেয়ে পাঠাব না। এটা মনে কোরো, আমি গোপীমোহন না।

রঞ্জন। যে আজ্ঞা মহাশয়, তাতে আমার আপত্তি নাই।

সাতু। অমন নয় বাবা, কটস্থত্রে বাঁধা রাখ্‌তে হবে, মেয়াদ মধ্যে টাকা দিয়ে স্ত্রী খালাস কোরে নিয়ে যেতে পার ভাল, নইলে ঐ টাকায় তোমার স্বত্ব বিক্রী হবে।

রাম। এখন ওদিকে যা বানর। শুভ কর্ম্মের সময় গোল করিস্‌ নে।

সাতু। রসো দাদা, বাবাজির সঙ্গে একটু আলাপ করি। বাবা রঞ্জন, আজ কালের মধ্যে তুমিই মানুষ। আমি দোম দিয়ে যতদূর উঠেছি, তুমি বিনা দোমে আমা চেয়েও এক কাটা উপরে উঠেছ। বাবা! (কর্ণের নিকট মুখ নিয়ে মৃদু স্বরে) তোমার দুই এক দোম বুঝি হোয়ে থাকে, কেমন? এসো বাবা তোমার সঙ্গে এক-বার সেকেন করি। (রঞ্জনের হস্ত-গ্রহণ, ও রামধনের প্রতি) দাদা! তোমার বড় সৌভাগ্য, যেমন মেয়ে তেমনি ছেলে, আচ্ছা কাম করেছ বাবা, এমন কাম তোমার বাপ করেনি, তোমার

দাদা করেনি, যেন শিবের কন্থে গৌরী শিবকে সম্প্রদান কোর্‌লে।

রাম। তোকে এখানে ডাক্‌লে কেরে? যা, এখন বাড়ীর ভিতর যা। দেখ কে ওখানে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর লগ্ন কি হোয়েছে?

(নবীন বাবুর প্রবেশ।)

নবীন। (একটু দূর হইতে) রঞ্জন বাবু! রঞ্জন বাবু! একবার এদিকে আসুন।

রঞ্জন। (উঠিয়া নবীন বাবুর নিকট গিয়া) কে নবীন বাবু! আমার বড় সৌভাগ্য। আপনি যে আসিবেন তা আমি আশা করিনি।

নবীন। আমি আজ শুন্‌লেম যে আপনার আজ বে, তাই একবার দেখা কোর্‌তে এলেম।

রঞ্জন। প্রকৃতই বল্‌ছি আমার পরম সৌভাগ্য, এ বে যে হবে তা আশা ছিল না। তবে জগদীশ্বরের কৃপা।

নবীন। বেজার হবেন না রঞ্জন বাবু, বলি এই বিবাহে তাঁর নামটা নিতে লজ্জাবোধ হোচ্চে না?

রঞ্জন। কেন, কেন?

নবীন। এ ত আপনি বিবাহ কর্‌তে যাচ্চেন না, উপপত্নী রাখতে যাচ্চেন। ইহাতে তাঁর নামটা করা ভাল হয় না। এ বিবাহই নয়।

রঞ্জন। কেন? কেন? বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

নবীন। বিবাহ এমন পবিত্র বিষয়, ইহাতে পৌত্তলিকতা! ব্রাহ্মণে মন্ত্র পড়াইবে। মন্ত্র কি পড়িবে তা তুমিও বুঝ্‌বে না, পাত্রীও বুঝ্‌বে না। আবার একটি নোড়া আনা হোয়েছে! দেখুন দেখি, আপনি লেখা পড়া শিখেছেন, সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাসও আছে, আপনারা যদি এরূপ কার্য্য করেন, তবে আর কোথায় যাব? বলিতে কি,

আপনি যদি এ প্রণালীতে বিবাহ করেন, আপনাকে পরব্রহ্মের শত্রুর ন্যায় কার্য্য করা হইবে।

রঞ্জন। ভাই, ও সব মনে আমি কখন ভাবি নি। ভাল মন্দ কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। আর বের সভায় ভেবেই বা কি হবে, ওর ত উপায় কিছু দেখ্‌ছি নে।

নবীন। উপায় এখনও আছে। বে কোরো না, যতদূর কোরেছ তার জন্যে অনুতাপ কর, আর প্রার্থনা কর।

রঞ্জন। ভাই, তুমি জান কি না জানি না, আমি প্রেমে আবদ্ধ হোয়েছি। আমি যথা সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে এ বিবাহে প্রবৃত্ত হোয়েছি। যদি এখন বিবাহ না হয়, তবে স্বরূপ বোল্‌ছি আমার প্রাণ বাহির হবে।

নবীন। তা হউক, এক শত বার হউক। আপনার সুখের নিমিত্ত অবিনশ্বর আত্মাকে নষ্ট কোর্‌বে? মোটে বিবাহ না হয় সেও ভাল, তবু আত্মাকে নষ্ট করিও না! ছি! ছি! কি বৃথা পার্থিব প্রেমের কথা বলিতেছ, এ প্রেম কত দিনের? যে পাপী, তার আবার প্রেম কি? সে ক্রন্দন করুক। সে ক্রন্দন রাখিয়া কি প্রেম করিতে যাইবে? সে করাঘাত করুক, মস্তকে মুগদর প্রহার করুক। ভ্রাতঃ! তোমার সম্মুখে কালফণী, ঐ তোমাকে দংশন করিতে আসিতেছে। সাবধান! সাবধান! (কম্পিত স্বরে) হে ভ্রাতঃ! পৃথিবী ক দিনের জন্যে? সমুদায়ই অনিত্য। কেবল মাত্র নিত্য আত্মা। শরীর কিছুই নহে, উহার স্পর্দ্ধা আর বাড়াইও না, বৃথা আমোদ পরিত্যাগ কর। আজ আমাদের এক জন ভ্রাতা ও এক জন ভগিনী সংসার-সাগরে ঝম্প প্রদান করিতেছেন। হে ভ্রাতঃ! আমি ঘোর পাপী, আমার ন্যায় পাপী এ সংসারে আর নাই। আমার উপায় কি হইবে? আহা!

আজ বিবাহের দিন, কিন্তু সে দিনের উপায় কি ভাব্‌ছ? সেই দিন! সেই ভয়ঙ্কর দিন! সেই শেষের দিন! (উচ্চৈঃস্বরে গীত) মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। মনে ক'রো শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। অন্যে বাক্য কবে—

রামধন। ওরে থামো। লগ্ন উপস্থিত। রঞ্জন এদিকে এস। ওরে থামো, কে তুমি—

নবীন। অন্যে বাক্য কবে কিন্তু—

সাতু। (নবীনের নিকট গিয়া) এসো বাবা এয়ার, তা বুঝ্‌ছি। (হুকা হস্তে দিয়া) টান বাবা, তোয়েরি আছে বাবা।

নবীন। হায়। হায়! ইহাদের আত্মার উপায় কি হবে! এরা বুঝ্‌লে না, বুঝ্‌লে না। ইহাদের আত্মা গেল আর থাকে না। ইহাদের আত্মার জন্যে একটু প্রার্থনা করি। (প্রার্থনা করিতে চক্ষু বুজিয়া দণ্ডায়মান।)

সাতু। ছি এয়ার! অরসিক কেন? চোক বুজেন না। টান বাবা। (বল দ্বারা নবীনের হস্তে হুকা দিতে উদ্যোগ।

নবীন। (ঈষৎ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) আমি তোমাকে বড় প্রেম করি।

সাতু। অতি উৎকৃষ্ট! প্রেম করার আর বুঝি যায়গা পেলে না বাবা। একটা টান দে, দিয়ে তখন দুজনে বোসে প্রেম কোর্‌ব এখন।

নবীন। আমি তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম। হে সভাস্থ ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমার প্রতি অত্যাচার কর। খুব অত্যাচার কর। অত্যাচার আসুক, বৃষ্টির ন্যায় আসুক। তোমরা আমাকে প্রহার কর, আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিব। তোমরা—

গোপী। তুমি এখন যাও (নবীন বাবুর হস্ত ধরিয়া লইয়া যাইবার উদ্যত। সাতু কর্ত্তৃক অন্য হস্ত ধারণ।)

সাতু। তোমরা আমার প্রেমের এয়ারকে লয়ে যেও না, আমি বিরহ যন্ত্রণায় অগাধ সলিলে প্রাণত্যাগ কোর্‌ব।

(হস্ত ছাড়াইয়া নবীন বাবুর প্রস্থান।)

সাতু। কুছ কাম্‌কো এয়ার হ্যায় নেই। বাবাজিকে কিছু সদুপদেশ দিয়ে যাই। দেখ বাবা, তুমি খুব জিতে গেলে। নয়শো টাকায় যে মাল হাতে কোল্লে এ ত তোমার বাহির-বন্দের জমিদারী হোল। দু বৎসরের মধ্যে দু হাজার টাকা উঠিয়ে নিও। দাদা বুঝ্‌তে জান্‌লেন না, এমন তালুক কেহ খোস্‌কবলায় বেচে? হয় মেয়াদী ইজেরা, আর নয়, বড় হয় মৌরসী মৎকদমী, আমার হাতে ওর জেয়াদা হোত না। বল কি? মফস্বলের খবর রাখ না, নইলে কি আর নয়শো টাকা দাম হয়? আমি দাদাকে বোলেছিলাম, দাদা সেটা সম্‌জে উঠ্‌তে পাল্লেন না।

রাম। কোথাকার ভূত? আজ যেন আরও জেয়াদা মেতেছে।

সাতু। আচ্ছা দাদা, মাত্‌লামি কিসে দেখ্‌লে গাঁজা খাই সত্যি, তাই বোলে বেঠিক পাবে না বাবা।

রাম। কি ভূতের হাতেই পোলেম। কেও ওখানে, ভূতটাকে ওদিকে নিয়ে যাস্‌তো।

সাতু। বরযাত্রগণ! তোমাদিগকেই সালিশ মানি বাবা আমি কি ভূত? দাদা ঠোকে গ্যাছে, গেজেলের কাছে কেন বুদ্ধি নিলে না। দাদা ঠোকে গ্যাছে, কেন পোষাণী দিলে না।

অনেক বরযাত্র। পোষাণী কেমন?

সাতু। এই গরু পোষাণী দিয়ে থাকে জান না? জামাইকে মেয়ে পোষাণী দিয়ে বোল্লে হোত যে, ভাত কাপড় দিয়ে পুষ্‌বে তুমি, দুধ তোমার বাছুর আমার। দেখ দেখি সে কেমন মজা হোত

এ বাড়ী ঘর বেচে একেবারে নয়শো টাকা নিলে, মেয়েটীকে যে চিরকাল ভাত কাপড় দিয়ে পুষ্‌তে হবে, তার ঠাওরাচ্ছ কি? দেখ দেখি গাঁজাখুরী কাজ কে কোর্‌লে? নিত্তি ভাঙ্গানে ধন কেউ কি বেচে খায়?

রাম। (স্বগত) গেঁজেল কথা গুলিন বোল্লে মন্দ নয়, কিন্তু তা ঘোটত না, কে পোষাণী নিতে স্বীকার কোরত? (প্রকাশ্যে) তুই এখন ওদিকে যা।

সাতু। দাদা একেবারে থেমে গ্যাছেন, কথাটা কিছু মনে ধোরেছে। দেখ দাদা, টানের গুণ আছে কি না? তাইতো বলি, তুই এক টান মাঝে মাঝে খেও বাবা। জামাই বাবাজি, তোমার শাদা প্রাণ আছে, তোমাকে মাস খানেকের মধ্যে চালিয়ে নিতে পার্‌বো।

বিদ্যা। সাতু, দেখ এদিকে এস। বিবাহের সভাতে মাতলামী করে না। লোকে নিন্দা করে। ভাইকে বাবা বোলছ, ভ্রাতুষ্কন্যার কুৎসা কোর্‌ছ, ছি!

সাতু। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনারা বিদ্বান্‌ মানুষ, পণ্ডিত লোক, আপনাদের পায়ের ধূলা খাই বাবা। কিন্তু বাবা আমরাও কম লোক নই আমরা সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, আমাদের সঙ্গে বিচারে পারা কিছু কঠিন।

বিদ্যা। তার ভুল কি? তোমাদের সঙ্গে বিচার আমাদের কর্ম্ম নয়।

সাতু। তা বোঝত বাবা চৈতন দাস! ভাইঝির কথা নিয়ে এই যে দুই এক কথা বোল্লেম, এতে দাদা মনে মনে আমার প্রতি বড় খুসী হোয়েছেন। আপনারা যেমন বাবু লোকের নিকট গিয়ে কখন প্রেমারা খেলেন, কখনও বা দুই এক পেয়ালা টানেন, আর

বাবু লোকের মন বুঝে, দুধকে মদ, মদকে দুধ বলেন, আমাকেও তেমনি দাদার মন যুগিয়ে চোল্‌তে হয়। শুধু ঝুঁট নাড়্‌লে হয় না বাবা? এ সব তলিয়ে বুঝ্‌তে হয়। আর ঐ যে দাদাকে বাবা বোল্লেম, তা এক সম্পর্কে দাদা আমার বাবা বটে, গাঁজাখুরিতে উনি আমার বাবা।

বিদ্যা। মহাভারত! মহাভারত! রাম! রাম!

সাতু। হি! হি! হি! ভট্টাচার্য্য মশায় কিছু উষ্ম হোয়েছেন। দেখ সংক্রান্তি বাবা, ধোর্‌তে গেলে তোমার আমার এক কথা। গাঁজাখুরিতে কম কে? দাদা আমার, মেয়ে গুলিকে দেখেন যেন গরু ছাগল। কোন ক্রমে সুবিধে মত বেচে কিছু হাত কোর্‌তে পার্‌লেই হয়। এমন মাতাল আর কে কোথা আছে যে, পাত্রের সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে নিয়ে তাকে মেয়ে দেয়? যদি স্নেহ মমতাও না থাকে, তবু ত লোকে এটা মনে করে যে, এমন কোরে শুষে নিলে ত আবার আমাকেই চিরকাল মেয়েকে খেতে পোর্‌তে দিতে হবে?

বিদ্যা। অতি অকাল কুষ্মাণ্ড!

সাতু। তবে তুমি এক জন অধ্যাপক, লোকের কাছে শ্লোক পড়ে বেড়াও। ও বাবা তরমুজের বোঁট, একা আমাকে বোলেই জিতে যাবে তা মনেও ভেবো না। শুধু অনুস্বর দিলে হয় না। আমরা বিসর্গ নিয়ে কারবার করি। (দুই দিকে দুই ছিদ্র যুক্ত গাঁজার হুঁকা প্রদর্শন করিয়া) এই দেখ এক শন্নি, এই দেখ আর এক শন্নি। আমরা সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ। নানা শাস্ত্রং ময়া দত্তা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং। আমরা সকল শাস্ত্র পোড়ে পিদিষ্টে কোরে তীর্থ কাক হোয়ে বোসে আছি। বাবা, বোল্লে হয় না।

এক আর্কফলা ধারণ কোরেছ বইত নয়? এর ও দিকের ধার ত ধার না? আর্কের পর আঙ্ক, তার পর আস্ক, তার পর সিদ্ধি, সেই সিদ্ধি আমরা সিদ্ধি কোরে বোসে আছি।

বিদ্যা। লগ্ন উপস্থিত। আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়।

সাতু। হি! হি! হি! ভট্টাচার্য্যের আর বাকি্য নাই। বাবা! তুমি গাঁজা খোর কম কিসে? কন্যা বিক্রয় কোর্‌লে—অদ্দেশো পতিতো ভবেৎ, একেবারে দেশ পতিত হয়। তুমি সেই কন্যা বিক্রয়ের লেখা পড়া রেজিষ্টারি কোরে তার ফিস্ নিতে এসেছ। আচ্ছা বাবা শিক্‌কেরাম! রঞ্জনের এই কাল অশৌচ, এখন বে কেমন কোরে হয়?

বিদ্যা। কি পাষাণ্ডের হাতে পোড়লেম! ওরে বানর, সপিণ্ডকরণ যে হোয়ে গ্যাছে, উহাতে দোষ হয় না। এখন তোর সঙ্গে শাস্ত্রের বিচার কোর্‌বো?

সাতু। বেশ, ভয় নাই, আমি চুপ কোর্‌লেম। কিন্তু বাবা ঝুঁটুধর, তাও শুধু নয় বাবা, আমিত ঘরের খবর রাখি। মাতামহের ঘর, তাই জেনে শুনে বে দিচ্ছ বাবা। মনে কোর্‌ছ কেউ টের পাবে না? বাবা! এ কথা আমি সকলকে বোলে দিয়েছি। তবে রঞ্জন বাবাজি মনে মনে বেজার হোচ্ছ? ভাব্‌ছো, গেঁজেল ব্যাটা এসে বের ভাঙ্গচি দিচ্ছে। আহা! বাছা আমার বৎস হারা গাভীর ন্যায় মাওড়া হোয়ে বেড়াচ্ছে, মুখ দেখ্‌লে দুঃখ হয়। ভয় নাই। সম্পর্কের কথা শুনে চম্‌কে গিয়েছ? কিন্তু ঘরের খবর রাখ না বাবা? বে কর বাবা, আমি তোমার স্বপক্ষ লোক। খুব বে কর, প্রাণভরে বে কর। দেখ (কাণের নিকটে) কবালা খানা ইষ্টাম্প কাগজে ভাল কোরে লিখে নিও। বিশ্বেস নাই। এখন চোল্লেম

বাবা। বাবাজির আমার এক আদ্ টান হোয়ে থাকে। গাঁজাখোর না হোলে কি আর সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে, কি খেয়ে বাছি কোর্‌বে তার সংস্থান না রেখে, পাকা সেৎখানা করে?

গোপী। সাতু বোল্লে মন্দ নয়। ও বে ত হোতে পারে না।

বরযাত্রী। ও গোপীমোহন চেপে যাও।

গোপী। এ কেমন ধারা চেপে যাও? রামধন দাদা যে আমার বড় চালাক্, বোল্‌ছিলেন যে আমি গোপীমোহন না! আমার ত কপাল পুড়েইছে, কিন্তু আমি আমার ভাগের সঙ্গে মেয়ের বে দিতে যাইনি।

বরযাত্রী। বিদ্যেভূষণ মহাশয় চুপ কোরে থাক্‌লেন যে? ব্যাপারটা কি খুলে বলুন না।

বিদ্যা। জ্ঞাতিত্ব কিঞ্চিত পরিমাণে উপলব্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিবাহের বাধা হইতে পারে না। আমি সেইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছি। রামধন ও কান্তিচন্দ্রে সপ্তম পুরুষ অতীত হোয়ে গিয়েছে। মনু প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রে স্পষ্ট বিধি আছে—

গোপী। রাখুন আপনার মনু। আমরা মনু ফনু বুঝি না, আমরা দেশাচার দেখি। মাতুল বংশে আবার কোন্ কালে বে হোয়ে থাকে?

সাতু। তবে বাবা ও কথা বোল্লে কেন যে, এ অশাস্ত্রীয় বিবাহে পঞ্চাশ টাকার কমে ব্যবস্থা দেব না? আমি তাইতে পঞ্চাশ টাকা তোমার হাতে গুণে দিলাম।

গোপী। বটে! আপ্‌নারা অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়ে টাকা নিয়ে জীর্ণ কোর্‌তে পারেন, আর আমার একটি মেয়ে, তার বের টাকা গুলো, তাও ফাঁকিতে গেল। তোমরা যে থাক্‌বে থাক, আমিত চোল্লেম। (দণ্ডায়মান।)

বরযাত্রী। আমরাই বা থাকি কি কোরে?

[সকলে দণ্ডায়মান।

গোপী। একেবারে জাত গেল! ছি! ছি!! ছি!

[গমনোদ্যত।

(কানাই ঘোষালের প্রবেশ।)

কানাই। গোপীমোহন, সভাস্থ মহাশয়গণ, আপনারা একটু স্থির হউন। অনুগ্রহ কোরে আর একটু অপেক্ষা করুন। আমি রঞ্জন বাবুর সঙ্গে একটা পরামর্শ কোরে আসি। রঞ্জন বাবু, একবার এদিকে এস। (রঞ্জনের হস্ত ধরিয়া অন্তরালে গমন।)

কান্তি। এ বে না হয়, আমার ভাগ্যের বে আর বাকি থাক্‌বে না। আমার কাছ থেকে যে টাকা কড়ি নিয়েছ তা বুঝে সুজে দেও।

রাম। ওরে আমার লক্ষীরে। যে খরচ পত্র কোল্লেম তা যাবে কোথা? এই রোশ্‌নাই, এই জল পানের সামিগ্রি, এর খরচ বুঝি সব আমি গাঁটি থেকে দেব? মেয়ের বে দিতে গিয়ে যেন চোর হোয়েছি। উনি ভয় দেখাচ্ছেন। আমি এই রাত্রেই বুড় মুখুয্যের সঙ্গে বে দেব।

কান্তি। ভাল, তা আদালতে বোঝা যাবে। (গমনোদ্যত।)

সাতু। কোথা যাও কান্তি দাদা, একটু দাঁড়িয়ে যাও, মজা আছে বাবা। (কান্তির হস্ত ধারণ।) ভয় কি? আমি হলপ করে সাক্ষী দেব। বুজ্‌ছো না, এ বে ভেঙ্গে গেলে আমাদের নয়শো টাকা লাভ বাবা, টাকা ফিরায়ে নেবার কথা তুলো টুলো না।

(কানাই ও রঞ্জনের পুনঃ প্রবেশ।)

কানাই। সভাস্থ মহাশয়গণ! আপনাদের নিকট আমি একটি আশ্চর্য্য কথা বোল্‌ব।

কান্তি। (সাতুর প্রতি) হাত ভেঙ্গে গেল, ছেড়ে দে বানর।

সাতু। ভয় কি বাবা, আমি তোমার পক্ষে সাক্ষী দেব, তুমি টাকা চেয়ো না।

কানাই। মজুমদার মহাশয় যাবেন না। কল্য কাশী হোতে আমি এক খানি পত্র পেয়েছি। পত্র খানা মজুমদার মহাশয়ের ভগিনী বিন্দুবাসিনীর লিখিত। পত্র বাহক বাহিরে আছে।

কান্তি। বিন্দু অনেক কাল মোরে গিয়েছে, তোমার ও কথা বিশ্বাস কোর্‌বে কে?

কানাই। সে পত্র এই। গোপীমোহন, পত্র খানা পড়। (গোপীমোহনের হস্তে পত্র প্রদান।)

গোপী। (পত্র পাঠ) "শ্রীচরণেষু। আমার এখন—য়ঁ্যা—য়ঁ্যা—এখন —য়ঁ্যা—অ—অ—অন্ত্রিম—য়ঁ্যা—য়ঁ্যা—ফাল—না না—কান—

কানাই। কাল।

সাতু। ইচ্ছেয় তোমার মেয়ে হয় না? কান্তি দা, দাড়াও, পালিয়ে না, বুজ্‌ছো না, পালালে সন্দ বাড়্‌বে। দেখি গোপী দা, পত্র খান আমাকে দাও) কান্তির হস্ত ছাড়িয়া গোপীর হস্ত হইতে পত্র লইয়া পাঠ।) "আমার এখন অন্তিম কাল, অন্তিম কালে পরকালের কথা মনে পড়ে। আপনার নিকট আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে জন্মজন্মান্তরে কত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে তাহার পারাপার নাই। তবে মৃত্যুকালে যতদূর সাধ্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাই। আপনি মাপ করিবেন সে আশা হয় না, যদি নিজ গুণে মাপ করেন্ আমার পরকালে কষ্ট কম হইবে। শুনুন্। আপনার একটী ছেলে হয়। সে ছেলেটী আমি ধাই বুড়ীর যোগে চুরি করিয়া আমার ছেলে বলিয়া প্রকাশ করিয়া

দেই। সে ছেলেটীর নাম রঞ্জন। তোমার পুত্রকে আমি কষ্ট দেই নাই, বড় মানুষের ছেলের মত খেতে, পরিতে ও বিদ্যাভ্যাস করিতে দিয়াছি। পুত্র লালন পালনের কষ্ট ও ব্যয় আপনার লইতে হয় নাই। বিবেচনা করিতে গেলে, আপনার পুত্র অপহরণ করিয়া আমিই ঠকিয়াছি। এই কথা প্রকাশ হইলে আমর সপত্নীর কিছু স্পর্দ্ধা বাড়িবে, কিন্তু এই বাইশ বৎসর ত সে আর ঘাড় তুলিতে পারে নাই। এখন আমি আর কিছু সপত্নীর কথা শুনিতে আসিব না। পাছে সন্দেহ হয় বলিয়া এই পত্রে পাঁচ জন কাশীবাসীর স্বাক্ষর থাকিল, এবং আমার নামাঙ্কিত মোহর অঙ্কিত থাকিল। তাঁহাদের সম্মুখে আমার কথা ক্রমে এই লেখা হইল। আমাদের নিজ গ্রামের ধাই বুড়ী, আর আমার পরম পূজনীয় জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মজুমদার এ তথ্য অবগত আছেন।"

কান্তি। ও পত্র জাল। ও জাল তার সন্দেহ নাই।

কানাই। যে কাশী থেকে পত্র এনেছে সে বাইরে দাঁড়িয়ে।

কান্তি। তুমি টাকা দিয়ে এক জন লোককে শিখিয়ে এনেছ।

কানাই। যে ধাই বুড়ী চুরি করে—সে বাইরে দাঁড়িয়ে।

কান্তি। তাকে তুমি টাকা দিয়ে বশ কোরেছ।

কানাই। ধাই বুড়ী যখন স্বীকার করে তখন সেখানে সাতুলাল উপস্থিত ছিলেন। সাতুলাল এখানে উপস্থিত, আপনারা সকলে জিজ্ঞাসা করুন্।

কান্তি। হলো তোমার ছেলে হলো তাই বয়ে গেল, আমার বোন মরে গ্যাছে, আর তার কি করবে?

সাতু। কান্তি দাদা, চেপে যাও। রঞ্জন যে ঘোষাল মহাশয়ের ঔরষজাত

পুত্র তাহা দেখিলেই জানা যায়। তাহার সাক্ষী ভগবান দিতেছেন। ঘোষাল মহাশয়কে রঞ্জনের বয়সে ঠিক ঐ রঞ্জনের মত দেখাইত। অতএব রঞ্জন যে তার ছেলে তাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এখন যদি তুমি বল যে রঞ্জন বিন্দুদিদির ছেলে, তবে তাহার অমূল্য সতীত্বে কলঙ্ক করা হইবে।

বরযাত্রী। তাই ত, দেখলেই জানা যায়, উহার আর অন্য সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। কি বিধাতার কার্য্য, এই ত বে ভেঙ্গে গিয়েছিল।

গোপী। অদ্ভুত ব্যাপার! এরূপ কখন শোনা যায় নি, দেখা যায় নি।

বিদ্যা। অশ্রুতপূর্ব্ব!

গোপী। তাইতে ধাই বুড়ী বলে যে আমি কি এর ছেলে চুরি কোরে ওরে দিয়ে থাকি?

কানাই। মজুমদার মহাশয় কেন আর গোল করেন্? আমি ধর্ম্মতঃ বোল্‌ছি আপনার উপর আমার কোন রাগ নেই।

কান্তি। আমি এখন আপনাদের অনুরোধে একটা স্বীকার কোরে বসি, আর কাল্ আপনি আমাকে ফাটকে দেন

কানাই। মহাভারত! মহাভারত!

বিদ্যা। এমন কথা মনে ঠাঁই দেও কেন? ঘোষাল মহাশয় অতি নিরীহ ভাল মানুষ। তবে আর কি, লগ্ন বোয়ে যায়। শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হোক্। এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড কখন দেখি নাই।

সকলে। অবশ্য অবশ্য।

রামধন। একটী কথা আছে। বাবাজি আমার কাছ থেকে দশ টাকা হাওলাত নিয়েছেন, সে টাকা কটী?

কানাই। আমি তা দিচ্ছি। (টাকা প্রদান।)

রাম। (টাকা লইয়া) তবে মহাশয়দের বাটীর ভিতর আস্‌তে আজ্ঞা হোক, বিবাহের সব প্রস্তুত।

সাতু। (কানাইকে সম্বোধন করিয়া বৈবাহিক, এখন অনুমতি কর বেহাইনকে সংবাদ দি।

কানাই। না ভাই, আমার মাথা খাইস, আজ আমি তার চরণে ঘোর অপরাধি। এই বরকন্যা দিয়া পায় ধরিয়া পড়িব।

সাতু। দেখিস্ ভাই, বেচারাকে এত সুখ একেবারে দিয়া মেরে ফেলিস্ নে।

[যবনিকা পতন।—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানাই ঘোষালের বাটী।

শশীর মা শায়িত। কানাই বিছানার পার্শ্বে উপবিষ্ট।

কানাই। (স্ত্রীর পা ঝাঁকাইয়া) বলি ঘুমাচ্ছ?

শশীর মা। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে গাত্রোত্থান করিয়া) কে? কি?

কানাই। (করযোড় করিয়া) এই হতভাগা পামরকে কি মাপ কোর্‌বে? তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি, বুকে ছুরি মার্‌লেই ভাল ছিল। আমি তা তখন কতক কতক জান্‌তেম, আর এখন বেশ জেনেছি। কিন্তু আর কোর্‌বো কি। যদি জান্‌তেম,

আমাকে এক হাজার বার খ্যাঙ্গরা মারলে তোমার তৃপ্তি হয়, তবু বাঁচ্তেম। কিন্তু তুমি কি তা কোর্বে? আর তোমায় বোল্বো কি, আমি এখন যে জ্বোল্ছি তা তিনিই জানেন। কি দুর্ম্মতি! ধিক্ বেটা মান্সের মন! দেখ আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, আমার বুক ফেটে গেল। (হস্তদ্বারা পদ ধারণ করিয়া) আমাকে একটা আশার কথা বল। (ক্রন্দন।)

শশীর মা। (মুখে বস্ত্র দিয়া ক্রন্দন।)

কানাই। উহু হু হু, তুমি কেঁদ না, তুমি রাগ করো, আমাকে গালি দাও, মারো, তুমি কেঁদ না কেঁদ না, এখন উহা আমার সয় না। তুমি ঢের কেঁদেছ, তোমাকে ঢের কাঁদিয়েছি। তুমি জান যে এখন তোমারি দিন এলো, আমার দিন গেল। তোমার পবিত্র মনে পাপ স্পর্শে নাই। তোমার যেমন মন, এখন আমাকে মাপ কোরেও সুখী হতে পারো, কিন্তু আমার আর সুখ হবে না। তুমি আমাকে মাপ কোর্লে আমার কষ্ট আরও বাড়্বে, তুমি আমাকে যদি পূর্ব্বের মত ভালবাসা দেখাও, তাতে আরও আমার যাতনা বাড়্বে, আমার নিজের উপর আরও ঘৃণা বাড়্বে। আমার সুখ ফুরিয়েছে। তোমাকে যে কষ্ট দিয়েছি, তার সুদ সমেত কড়ায় গণ্ডা হিসাব কোরে না পেলে আমার আর সুখ হবে না। বুকের মধ্যে কেবল ধু ধু কোরে আগুন ধোরে উঠেছে বইত নয়, এ ক্রমে বাড়্বে, আর কত কাল যে জ্বোল্বে তা তিনিই জানেন। আমার জন্মের মত সুখ ফুরিয়েছে। (ক্রন্দন)

শশীর মা। (কানাইয়ের গলা ধরিয়া ক্রন্দন।)

কানাই। হা ঈশ্বর! আমার মতন নিষ্ঠুর পামরকে এত দয়া!

(ক্রন্দন) ক্ষান্ত দাও—না না না, কাঁদ, প্রাণ ভরে কাঁদ, তোমার বুক ভেসে যাক্।

শশীর মা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) তোমার উপর আমার রাগ আসে না।

(সাতুলালের প্রবেশ।)

সাতু। ঢের হোয়েছে বাবা, না, দাদা। ছি! ছি! ছি! করো কি, গলা ছেড়ে দাও। জামাই বাবাজি, এদিকে এস ত বাবা।

(রঞ্জনের প্রবেশ।)

এই নাও, বুড়োকালে ও সব আর ভাল দেখায় না। এদিকে যে চুলপেকে গিয়েছে! এই নাও, ও বেয়ান তোমার ছেলে এই, হি! হি! হি!

শশীর মা। (চমকিয়া) তুমি আবার বল কি?

সাতু। আঁতুড় ঘরে তোমার ছেলে শেয়ালে নে যায়, সে মিছে কথা। কান্তি মজুমদারের ভগ্নী বিন্দু সেই ছেলে চুরি কোরে নিয়ে যায়, আর সেই ছেলে এই রঞ্জন।

কানাই। তুমি যদি আমাকে মাপ না কোর্‌তে তবে এই রঞ্জনকে দিয়ে তোমার মন তুষ্ট কোর্‌তেম। আমাদের সেই আঁতুড় ঘরের হারাণে ছেলে এই, ধাই-বুড়ী টাকা খেয়ে এ কাজ করে।

রঞ্জন। আমি আর থাক্‌তে পারিনে। (শশীর মার গলা ধরিয়া) মা, আমি তোমার সেই হারাণে ছেলে।

শশীর মা। রঞ্জন! আমাকে একটু ছেড়ে দেও, একটু ওখানে বোসো মনটা স্থির কোরে নেই। (গলা ছাড়িয়া রঞ্জনের নিকটে উপবেশন।) ছেলে! না এরা আবার আমার পেছনে লাগলো? (করযোড়ে উর্দ্ধ মুখ হইয়া) হে ভগবান্! হে ঠাকুর! আমার

এই কথাটী শোন, যদি এ সব স্বপ্ন হয়, তবে যেন আমার এ স্বপ্ন আর না ভাঙ্গে, আমি যেন চিরকালই এই স্বপ্ন দেখি (কানাইয়ের প্রতি) বল, তুমি ত আমারে বড় ভালবাস, বল একি সত্যি? (কানাইয়ের বস্ত্র দ্বারা চক্ষু আবরণ।) (সাতুর প্রতি) তুমিই বল, তোমার পায় পড়ি, একি সত্যি? (সাতুর বস্ত্র দ্বারা (আপন চক্ষু আবরণ।) ওরে তোদের পায় পোড়েছি, বল্ একি সত্যি। রঞ্জন! বাবা, তুমি বোল্‌বে?

রঞ্জন। (গলা ধরিয়া) মা, সত্যি আমি তোমার সেই ছেলে।

শশীর মা। বাবা রঞ্জন, তুমি আমার ছেলে! তাইত! তাইতে তোমারে দেখ্‌লে প্রাণ কেমন কোর্‌ত? তোর এই বয়সের একজন, তাহাকে ঠিক তোর মত দেখা'ত, তাই ভাব্‌তেম যে তুই বুঝি আমার পেটের ছেলে। আয় বাবা, কোলে আয়, একবার প্রাণ শীতল করি। (রঞ্জনের কোলে উপবেশন।) সরলা কই? সরলা কি এসেছে?

(সরলার প্রবেশ।)

রঞ্জন। এসেছে? ডাইনের দিকে একটু সোরে বোসো। সরলা, মা, আমার বাঁ হাঁটুর উপর বোসো (রঞ্জনের সরিয়া ডাইন হাঁটুর উপর সরলার বাম হাঁটুর উপর উপবেশন।) ও গো তোমরা সকলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লে? তোমরা কাঁদ্‌লে বল দেখি আমার কি কোর্‌তে ইচ্ছে করে? মা ঘোমটাটা একটু তোলো, তোমার মুখ খানা দেখি। (সরলার ঘোমটা তুলুন।) (একবার রঞ্জনের দিকে তাকান, একবার সরলার দিকে তাকান।) সরলা, রঞ্জন!—

রঞ্জন। মা।

শশীর মা। বাবা, আবার ডাক।

রঞ্জন। মা!

শশীর মা। বাবা, আর একবার।

রঞ্জন। মা!

সাতু। কাগের গু খা। হি হি হি, কেঁদে ফেলেছি। ও বেয়াইন আমার সরলারে একেবারে ভুলে গেলে?

শশীর মা। না ভুল্‌ছি নে। মা সরলা, তুমি একটিবার ডাক। মা, এখন লজ্জা করে না।

সরলা মা!

শশীর মা। (কানাইর প্রতি) দেখ গো, আমার সুখ আর ধরে না, সুখ গলা বেয়ে উথ্‌লে উঠ্‌ছে।

সাতু। একটু তেল দেও, এখনি থেমে যাবে এখন। ও বেয়াইন, ছাতুলাল বাবু আজ অবধি শিষ্ট শান্ত ভদ্র লোক হোলেন। সরলারে বেচে দাদা যে নয়শো টাকা পান, তা শর্ম্মারাম হাত কোরেছেন। এই নাও সে টাকা। (টাকার তোড়া ফেলিয়া দেওন।) এখন আমার বিবাহ কোর্‌তে হবে। বেয়াইন, কিছু টাকা দিতে হবে, আমি অনেক ঘটকালী কোরেছি। তবে গাঁজা খাই সত্যি, আর খাব না, ফুরিয়ে গেল। তবে এই বিসর্গযুক্ত হুঁকা—ভট্টাচায্যির আর বাক্যি না—তুমি থাক্‌তে আর আমার রোগ সার্‌বে না, তুমি গোল্লায় যাও। হুঁকা সজোরে মৃত্তিকায় নিক্ষেপ।

[যবনিকা পতন

(অমৃতবাজার পত্রিকার অধিষ্ঠাতা)

মহাত্মা

শিশিরকুমার ঘোষের সমগ্র গ্রন্থাবলী

সোল এজেণ্ট ঃ—ডি, এস্, জি, ও, কোং,

৮০ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

বাঙ্গলা—

অমিয় নিমাইচরিত	১ম ভাগ	১।০
ঐ	২য় ভাগ	১৸০
ঐ	৩য় ভাগ	১॥০
ঐ	৪র্থ ভাগ	১।০
ঐ	৫ম ভাগ	১।০
ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ	১।০
কালাচাঁদ-গীতা	...	১॥০
নরোত্তম চরিত	...	১৲
নিমাই সন্ন্যাস	...	॥৵০
প্রবোধানন্দ গোপালভট্ট	...	॥০
সর্পাঘাতের চিকিৎসা	...	॥০
নয়সো রূপেয়া ও বাজারের লড়াই	...	৸০

ইংরেজী—

লর্ড গৌরাঙ্গ	১ম ভাগ	২৲
ঐ	২য় ভাগ	২৲
ইণ্ডিয়ান স্কেচ	...	১৷৹
স্নেকবাইট এণ্ড দেয়ার ট্রীট্‌মেণ্ট	...	১৲
ধ্রুপদ ভজনাবলী	...	১৲
মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের সচিত্র জীবনী অনাথনাথ বসু লিখিত ৪৯৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ		২৷৹